ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 10 March, 2021 ■ আগরতলা, ১০ মার্চ ২০২১ ইং ■ ২৫ ফাল্গুন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সাব্রুমে উদ্বোধন হল মৈত্রী সেতুর

ডাবল ইঞ্জিন সরকারের প্রভাব দেখা যাচ্ছে ঃ প্রধানমন্ত্রী

আগরতলা, ৯ মার্চ (হি.স.) : ডাবল ইঞ্জিনের সরকারের প্রভাব দেখা যাচ্ছে। গত ৩০ বছরের সরকার এবং গত তিন বছরের সরকারের মধ্যে তফাত ত্রিপুরাবাসী স্পষ্ট অনুভব করতে পারছেন। মঙ্গলবার ভিডিও কনফারেন্সে মৈত্রী সেতু সহ একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে দৃঢ় প্রত্যয়ের সুরে এ-কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর কথায়, আগামীদিনে ত্রিপুরা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্য এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার গেটওয়ে হিসেবে পরিচিতি পাবে। এতে ত্রিপুরা সহ ভারত ও বাংলাদেশের বাণিজ্যিক এবং অর্থনৈতিক প্রগতি হবে। এদিন ওই অনুষ্ঠানে ত্রিপুরার রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী, দুই সাংসদ সহ রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

আজ প্রধানমন্ত্রী বলেন, পূর্বতন ৩০ বছরের সরকার এবং গত ৩ বছরের সরকারের কাজকর্মে ফারাক জনগণ স্পষ্ট অনুভব করতে পারছেন। কারণ, আগে শুধু কমিশন আর দুর্নীতির সংস্কৃতি কায়েম ছিল। তার বদলে এখন কর্মসংস্কৃতি ফিরেছে। সুবিধাভোগীদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি অর্থ পৌছে যাচ্ছে। তিনি আজ স্মরণ করিয়ে দেন, আগে কর্মচারীরা সঠিক সময়ে বেতন পেতেন না। কিন্তু সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর সরকারি কর্মচারীরা সপ্তম বেতন কমিশনের সুযোগ পাচ্ছেন। তিনি বলেন, প্রথম ত্রিপুরায় ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে কৃষকদের কাছ থেকে ধান ক্রয় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভারত ও বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নয়নে বিরাট অবদান রাখবে ঃ হাসিনা

আগরতলা, ৯ মার্চ (হি.স.) : মৈত্রী সেতু ভারত ও বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিরাট অবদান রাখবে। আজ মঙ্গলবার ত্রিপুরা সরকারের তিন বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আগরতলায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে মৈত্রী সেতু উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ভিডিও বার্তায় এ-কথা বলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সাথে তিনি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের জনগণকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য ত্রিপুরার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন। তিনি বলেন, আমরা ভুলিনি, ১৯৭১ সালে কীভাবে আমার জনগণকে আপনারা আশ্রয় দিয়েছিলেন, সমর্থন দিয়েছিলেন, সহযোগিতা করেছিলেন এবং আমরা আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জন করেছিলাম।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হাসিনার মতে, এই সেতু ভারত ও বাংলাদেশের মধযে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিরাট অবদান রাখবে। তাঁর কথায়, শুধু চট্টগ্রাম পোর্ট নয়, ত্রিপুরাবাসী চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরও ব্যবহার করতে পারবেন। মৈত্রী সেতু ভারতের পাশাপাশি নেপাল, ভুটানের সঙ্গেও বাংলাদেশের বাণিজ্যকে আরও সহজ করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০১০ সালে ত্রিপুরার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ফেনী নদীর ওপর একটি সেতু নির্মাণ করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করতে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ব্যবসায়ীদের জন্য এই সেতুটি অত্যন্ত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে তুলকালাম, দিনের মতো মুলতুবি সংসদের দুই কক্ষ

নয়াদিল্লি, ৯ মার্চ (হি.স.)।। জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে আলোচনা করতেই হবে, এই দাবিতে মঙ্গলবারও রাজ্যসভায় দাবি জানালেন কংগ্রেস-সহ বিরোধী দলের সাংসদরা। রাজ্যসভার পাশাপাশি লোকসভাতেও একই দাবিতে সরব হন বিরোধীরা। ফলে উত্তাল হয়ে ওঠে সংসদের উচ্চ ও নিম্নকক্ষ। বিরোধীদের সাংসদদের স্লোগান, হইহট্টগোলের কারণে প্রথমে দুপুর বারোটা পর্যন্ত রাজ্যসভার অধিবেশন মুলতুবি করে দেন রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান হরিবংশ নারায়ণ সিং।

পরে অধিবেশন শুরু হলেও, একই ইস্যুতে স্লোগান দিতে থাকেন বিরোধী সাংসদরা, তারপর দুপুর দু”টো পর্যন্ত অধিবেশন মুলতুবি করা হয়। দুপুর দু”টোয় অধিবেশন শুরু হলেও একই পরিস্থিতি অব্যাহত থাকে, তাই দিনের মতো মুলতুবি করে দেওয়া হয় রাজ্যসভার অধিবেশন। একই পরিস্থিতির কারণে দিনের মতো মুলতুবি করে দেওয়া হয় লোকসভার অধিবেশনও।

পেট্রোল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধিতে নাজেহাল সমগ্র দেশবাসী। এমতাবস্থায় সোমবার থেকে শুরু হয়েছে সংসদের বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় দফা। প্রথম দিনই জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে আলোচনার দাবি জানিয়েছিলেন কংগ্রেস সাংসদরা, বারবার মুলতুবি হয়েছিল রাজ্যসভার অধিবেশন। একইরকম বিশৃঙ্খলা দেখা গেল মঙ্গলবারও। এদিন জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে রাজ্যসভা ও লোকসভায় স্লোগান দিতে থাকেন বিরোধী সাংসদরা। ব্যাপক বিশৃঙ্খলার কারণে দুপুর বারোটা পর্যন্ত মুলতুবি করে দেওয়া হয় রাজ্যসভার অধিবেশন।

পরে অধিবেশন শুরু হলেও, একই ইস্যুতে স্লোগান দিতে থাকেন বিরোধী সাংসদরা, তারপর দুপুর দু”টো পর্যন্ত অধিবেশন মুলতুবি করা হয়। দুপুর দু”টোয় অধিবেশন শুরু হলেও শান্ত হননি বিরোধীরা, তাই দিনের মতো মুলতুবি করে দেওয়া হয় রাজ্যসভার অধিবেশন। দিনের মতো মুলতুবি করে দেওয়া হয় লোকসভার অধিবেশনও।

পৃথক স্থানে যান সন্ত্রাসে নিহত শিক্ষক, গুরুতর আহত সাতজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মার্চ।। আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কের চম্পকনগরের সাধু পাড়ায় একটি বাইক ও গাড়ির মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষে এক শিক্ষকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। মৃত শিক্ষকের নাম চন্দ্রমণি দেববর্মা।রাজ্যে পথদুর্ঘটনা প্রতিদিন অব্যাহত রয়েছে। দুর্ঘটনা এড়াতে ট্রাফিক পুলিশ ও আরক্ষা প্রশাসনের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে রাখা কোনভাবেই সম্ভব হচ্ছে না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যানবাহনের চালকদের অসাবধানতা ও দ্রুতগামী তার কারণে দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে।

মঙ্গলবার সকালেও আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কের চম্পকনগরের সাধুপাড়া বাইক ও গাড়ির মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। তাতে ঘটনাস্থলেই বাইক চালক চন্দ্র মণি-দেববর্মার মৃত্যু হয়। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। সেখান থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি ও বাইক আটক করেছে পুলিশ। এ ব্যাপারে মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে চালকদের অসাবধানতার কারণেই ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটেছে। পথদুর্ঘটনায় শিক্ষক এর মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

এদিকে, বিশালগড় বাইপাস রুটে পথদুর্ঘটনায় শিশুসহ ৬ জন আহত হয়েছেন। আহতদের বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।সেখান থেকে একজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাপানিয়া ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।বিশালগড় নবনির্মিত বাইপাস রোডে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিধ্বংসী অগ্নিকান্ডে গন্ডাছড়া বাজারের কুড়িটি দোকান ছাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মার্চ।। গন্ডাছড়া বাজারে বিধ্বংসী অগ্নিকান্ডে প্রায় কুড়িটি দোকান সম্পূর্ণভাবে হয়ে গেছে। সোমবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।ধলাই জেলার গন্ডাছড়া বাজারে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে।

সোমবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ আচমকা গন্ডাছড়া বাজারে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়। আগুনের লেলিহান শিখা দেখে স্থানীয় লোকজন ছুটে আসেন। খবর পাঠানো হয় দমকল বাহিনীকে।দমকল বাহিনীর জওয়ানরা এসে আগুন আয়ত্তে আনার চেষ্টা করে। প্রায় দুই ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা। এরইমধ্যে অগ্নিকাণ্ডে প্রায় কুড়িটি দোকান অগ্নিকাণ্ডে সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়ে যায়। অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যবসায়ীরাসর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছেন। প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ এবং দমকল বাহিনীর জওয়ানরা অগ্নিকাণ্ডের কারণ অনুসন্ধানের কাজ শুরু করেছে।ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের আপৎকালীন আর্থিক সাহায্য প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে প্রশাসন। পূর্ণাঙ্গ ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হবে প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে।

চব্বিশ ঘন্টার ব্যবধানে আগরতলা শহরে ফের মৃতদেহ উদ্ধার এক ব্যক্তির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মার্চ।। বটতলার পর মহারাজগঞ্জ বাজার। ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে মঙ্গলবার ফের মৃতদেহ উদ্ধার হল রাজধানীতে। মঙ্গলবার এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয় মহারাজগঞ্জ বাজারে। মৃত ব্যক্তির নাম রাজকুমার দাস (৫২)। পরিবার নিয়ে ভাড়া থাকতেন প্রতাপগড়ে। তিনি পেশায় শ্রমিক ছিলেন। মহারাজগঞ্জ বাজারেই তিনি কাজ করতেন। প্রায় সময় রাতে বাড়ি যেতেন না। বাজারেই রাতে ঘুমাতেন।

পরিবারের বিবরণ, মঙ্গলবার সকালে ওনাকে মহারাজগঞ্জ বাজারে পড়ে থাকতে দেখেন কয়েকজন। খবর পেয়ে পরিবারের লোকজন এসে ওনার নিথর দেহ জিবি হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালে চিকিৎসক ওনাকে মৃত বলে ঘোষণা দেন। রাজকুমার দাসের মৃত্যুর কারণ নিয়ে নিশ্চিত করে কিছুই বলতে পারছে না পরিবার। বাড়ির লোকজন মৃত্যুর কারণ নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। পুলিশ এই ঘটনায় অস্বাভাবিক মৃত্যু মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য গতকালকেও রাজধানীর বটতলা বাজারে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছিল। এছাড়াও প্রায় প্রতিদিন রাজধানী সহ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে এক থেকে একাধিক লোকের অস্বাভাবিক মৃত্যু হচ্ছে। ক্রমবর্ধমান এসব মৃত্যুর ঘটনায় নাগরিক মহলে মানসিক প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে বলে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মহলে উদ্বেগ বাড়ছে।

অবশেষে সম্পর্কে শৈত্যতা, এডিসি নির্বাচনে বিজেপি- আইপিএফটি জোটের প্রার্থী ঘোষণা

আগরতলা, ৯ মার্চ (হি.স.) : অবশেষে শাসক জোট সম্পর্কে শৈত্যতা এসেছে। এডিসি নির্বাচনে জোট বেঁধেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে বিজেপি-আইপিএফটি। আজ মঙ্গলবার যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে জোটের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে দুই দল। তাতে ২৮টি আসনে বিজেপি ১৪টি আসনে আইপিএফটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।

কিন্তু তার মধ্যে ৩টি আসনে বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াই হবে। ওই তিনটি আসনে দুই দলই প্রার্থী দেবে। এদিকে, আজ আইপিএফটি ১৬টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে। একটি আসনে প্রার্থীর নাম পরবর্তীতে ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছেন দলের সভাপতি এন সি দেববর্মা।

আজ বিজেপি প্রদেশ সভাপতি ডা. মানিক সাহা বলেন, ঐকমত্যের ভিত্তিতে জোটের প্রার্থী তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। তাতে তিনটি আসনে বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত হয়েছে। এদিকে, আইপিএফটি সভাপতি বলেন, ইতিপূর্বে আমরা প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছিলাম। ১৮টি আসনে ওই প্রার্থী তালিকা বাতিল করা হয়েছে। এখন আমরা ১৭টি আসনে প্রার্থী দেব বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, বলেন তিনি।

এদিন দুই শরিক দলের সভাপতি দাবি করেন, চুলচেরা বিশ্লেষণ করে প্রার্থী তালিকা তৈরি করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, আসন রফা নিয়ে দুই শরিক দলের মধ্যে মতানৈক্য চরমে পৌঁছেছিল। কিন্তু দীর্ঘ আলোচনা শেষে সমাধান হয়েছে।

মঙ্গলবার বিবেকানন্দ ময়দানে সরকারের তিন বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে ভার্চুয়াল বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ছবি-নিজস্ব।

অন্ধকারময় দিক কাটিয়ে নতুন ত্রিপুরা গড়ে উঠছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ৯ মার্চ (হি. .)।। অন্ধকারময় দিক কাটিয়ে এখন নতুন ত্রিপুরা গড়ে উঠতে এগিয়ে চলেছে। সারা দেশের সাথে ত্রিপুরাও আত্মনির্ভরতার পথে অগ্রসর হচ্ছে। আগরতলায় স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে ত্রিপুরায় সরকার পরিবর্তনের তিন বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এ-কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে দেশ আজ আত্মনির্ভরতার দিকে যেমন এগিয়ে যাচ্ছে তেমনি ত্রিপুরাও আজ আত্মনির্ভরতার পথে অগ্রসর হচ্ছে। ত্রিপুরার সার্বিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করতে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে উৎসাহিত করছেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, দীর্ঘ সময় ধরে ত্রিপুরায় একটা অন্ধকারময় দিক ছিলা, বর্তমানে তা থেকে বেরিয়ে ত্রিপুরা আজ এক নতুন দিশা নিয়ে এগিয়ে চলেছে। ত্রিপুরায় কর্মসংস্কৃতি যেমন এসেছে তেমনি কাজের প্রতি মানুষের আগ্রহ এবং দায়বদ্ধতাও বেড়েছে। মানুষ নিজেরা স্বরোজেগারি হওয়ার পাশাপাশি অন্যদের রোজেগার দেওয়ার ব্যবস্থা করছে। অর্থাৎ জব ক্রিয়েটর তৈরি হচ্ছে রাজ্যে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে অষ্টলক্ষ্মী রূপে গড়ে তোলার জন্য প্রধানমন্ত্রীর যে দৃষ্টিভঙ্গি তার বাস্তবায়নে ত্রিপুরা অগ্রণী ভূমিকা নেবে। প্রধানমন্ত্রীর প্রেরণা, আশীর্বাদ এবং বিশ্বাসকে সঙ্গে নিয়ে আগামী দিনে সারা দেশের সামনে ত্রিপুরা এক নতুন ত্রিপুরা রূপে প্রস্তুত হবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা বলেন, আজ ত্রিপুরার জন্য এক ঐতিহাসিক দিন। প্রধানমন্ত্রীর প্রদর্শিত দিশা এবং সব-কা সাথ সব-কা বিকাশ, সব-কা বিশ্বাস এই মূলমন্ত্রকে পাথেয় করে বর্তমান রাজ্য সরকার কাজ করছে। ত্রিপুরাকে অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক সহ সামগ্রিক দিক থেকে আত্মনির্ভর করে গড়ে তোলার পাশাপাশি সরকারকে মানুষের কাছে পৌছানো বর্তমান সরকারের মূল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জিবি বাজার এলাকায় ট্রাফিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে, দুর্ভোগ চরমে, ধৃতরাষ্ট্র প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মার্চ।। জিবি বাজার সহ পার্শবর্তী এলাকায় ট্রাফিক ব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙ্গে পরেছে।ট্রাফিক জ্যাম নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রায়ই অ্যাম্বুলেন্স পর্যন্ত আটকা পড়ছে ট্রাফিক জ্যামে।রাজ্যের প্রধান রেফারেল হাসপাতাল জিবি।মুমূর্ষ রোগী সহ রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রোগীদের জিবি হাসপাতালে পাঠানো হয়।

জিবি হাসপাতালে রোগীদের নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে অ্যাম্বুলেন্স পর্যন্ত ট্রাফিক জ্যামের কবলে পড়ে দুর্ভোগের সম্মুখীন হচ্ছে। জিবি বাজার এলাকায় ট্রাফিক জ্যাম নিত্যদিনের ঘটনা। সবকিছু জেনেশুনেও ট্রাফিক দপ্তর এবং আরক্ষা প্রশাসন এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না। তাতে দুর্ভোগ দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। মঙ্গলবার সকাল থেকে জিবি বাজার এলাকায় ট্রাফিক জ্যাম এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে তাতে ঘণ্টার পর ঘন্টা যানবাহন দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হয়।ঘণ্টার পর ঘণ্টা যানবাহন আটকে পড়লেও ট্রাফিক পুলিশের তেমন কোনো তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়নি। মোটর শ্রমিক সংগঠনের কিছু লোকজনদেরকে ট্রাফিক ব্যবস্থার সামলাতে লক্ষ্য করা গেছে। এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে তারা জানান দায়িত্ববোধের অঙ্গ হিসেবে তারা ট্রাফিক জ্যাম দূর করার জন্য মাঠে নেমেছেন। ট্রাফিক ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে অনেকেই ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তারা বলেন নামকাওয়াস্তে জিবি বাজার এলাকায় ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম সংখ্যক ট্রাফিক পুলিশ অফিসার জিবি বাজার এলাকায় কাজ করছে।

সেকারণেই গুরুত্বপূর্ণ জিবি বাজার এলাকায় ট্রাফিক জ্যাম নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ট্রাফিক জ্যামের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন জিবি বাজারের ব্যবসায়ীরা। তারা জানান এ বিষয়ে বহুবার ট্রাফিক দপ্তর এবং রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। কার্যত কোনো ফল মিলছে না।জিবি বাজার এলাকায় ট্রাফিক ব্যবস্থার উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ না করা হলে পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে।এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রোগী সাধারণ সহ সকল অংশের জনগণের তরফ থেকে ট্রাফিক দপ্তর এবং রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ১৪৯ ▫১০ মার্চ ২০২১ ইং ▫২৫ ফাল্গুন ▫ বুধবার ▫১৪২৭ বঙ্গাব্দ

অবাধ গণতন্ত্র

অবাধ গণতন্ত্রই ভারতের মূলধন।স্বাধীন সার্বভৌম ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষের সমান অধিকার স্বীকৃত রহিয়াছে।নাগরিকদের গণতান্ত্রিক ভোটাধিকারের মধ্য দিয়ে দেশের সরকার গঠিত হয়। মসনদে যারা আসীন হন তাহাদের ও জনগণের প্রতি যথেষ্ঠ দায়-দায়িত্ব রহিয়াছে। ক্ষমতার অলিঙ্গে অবস্থান করিয়া

জনগণকে অবমাননা করা কিংবা জনগণের সমালোচনা ও প্রতিবাদ সহ্য করিতে না পারা

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শোভা পায় না। অথচ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় দেশের জনগণ যাহা প্রত্যাশা করেন না তাহাই ঘটিতেছে। এই প্রসঙ্গে বলা যায় প্রধানমন্ত্রীর কুর্সিতে নরেন্দ্র মোদির উত্থানটাই ছিল এক বিরাট চমক। তাহার চাইতে বড় চমক মোদি দিয়া চলিয়াছেন ধারাবাহিকভাবে, তাঁহার একের পর এক পদক্ষেপের মধ্য দিয়া। তাঁহার সর্ববৃহৎ চমক ছিল নোট বাতিল। তাহাকে অনুসরণ করিয়াছে: ত্রূটিপূর্ণ জিএসটি, পরিকল্পনা কমিশন তুলিয়া দিয়া নীতি আয়োগের প্রবর্তন, পৃথক রেল বাজেটকে সাধারণ বাজেটের সঙ্গে মিশাইয়া দেওয়া, জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের বিশেষ মর্যাদা বাতিল এবং রাজ্যটাকে দু'টি পৃথক কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে (১. জম্মু ও কাশ্মীর, ২. লাদাখ) রূপান্তরিত করা, তিন তালাক প্রথা বাতিল, অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণের পথে সমস্ত বাধা দূর করা, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ), জাতীয় নাগরিকপঞ্জি (এনআরসি) চালু করা, রাজ্যগুলির ক্ষমতা সঙ্কোচন এবং কেন্দ্রের হাতে প্রভূত ক্ষমতা কুক্ষিগত করা, সম্প্রতি তিনটি কৃষি আইন প্রণয়ন, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের সংখ্যা কমানো, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক এবং বিমা ক্ষেত্রকে বেসরকারিকরণের পথে বেশিমাত্রায় ঠেলিয়া দেওয়া, নানা জরুরি ক্ষেত্র থেকে ভর্তুকি হ্রাস অথবা প্রত্যাহার, ব্যাঙ্ক আমানত, স্বল্প সঞ্চয় ও পিএফে সুদের হার তলানিতে নামাইয়া আনা প্রভৃতি। কোনও রাখঢাক নাই, সর্বোপরি গেরুয়াতন্ত্র 'ওয়ান নেশন ওয়ান এভরিথিং'-এর ভাবনায় আবর্তিত হইয়াছে।

মনে রাখা দরকার যে, এই অধিকার শুধু কেন্দ্রীয় শাসকের একার নয়, সব রাজনৈতিক দলেরও। ভারত হইল পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র। বহু দলীয় গণতন্ত্র ভারত রাষ্ট্রের ভিত্তি। এখানে রাষ্ট্র পরিচালিত হয় ফেডারেল ব্যবস্থায়। একদিকে অনেকগুলি রাজ্য সরকার, অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকার। এই সরকারগুলির মধ্যে কেউ প্রভু বা ভৃত্য নয়। কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির মধ্যে সুসমন্বয়ই হল ভারত রাষ্ট্রের আসল শক্তি। এ তো গেল রাজনীতির কথা। বহু নাগরিক প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নয়। তাহাদের একটি অংশ নানা ধরনের অরাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। অসংখ্য মানুষ একেবারে ব্যক্তিগতভাবেই থাকিতে স্বচ্ছন্দ বোধ করে। আমাদের সংবিধান এই সব ধরনের মানুষকেই সমান অধিকার দিয়া রাখিয়াছে।জাতি ধর্ম বর্ণ ভাষার মধ্যেও কোনও বৈষম্য স্বীকার করা হয়নি। মোদি সরকারের পদক্ষেপগুলির ভিতরে বিজেপি বা গেরুয়া শিবিরের একবগ্গা অ্যাজেন্ডারই প্রতিফলন রহিয়াছে। ভোটে জিতিবার পর কোনও প্রধানমন্ত্রী বা সরকার আর নিছক কোনও দল বা মতের থাকিতে পারে না। প্রধানমন্ত্রী ও তাঁহার সরকার সারা দেশের এবং সব মানুষের। নরেন্দ্র মোদি এবং তাঁহার সরকার তাাাহহ মনে রাখেনি। তবুও অনেকে এর মধ্যে কোনও অস্বাভাবিকতা দেখিতেছে না। বেশ। কিন্তু সরকারের সব পদক্ষেপ এবং কাজকে দেশের সবাই ভালো মনে করিবে, সবাই উদ্বাহু হইয়া সমর্থন জানাইবে, তাহাও নয়। কিছু মানুষ সমালোচনা, বিরোধিতা এবং প্রতিবাদ করিবেএটাই স্বাভাবিক। এটাই গণতন্ত্রের মাহাত্ম্য।

মানুষের সমালোচনা, বিরোধিতা এবং প্রতিবাদের মধ্যে সরকারের জন্য শিক্ষণীয় অনেক কিছু থাকে। ইগো সরাইয়া রাখিয়া সরকার সেসব খোলা মনে গ্রহণ করিলে সংশোধনের সুযোগও পায়। সরকারের পদক্ষেপ যদি দেশের স্বার্থে হইয়ি থাকে, তবে সম্ভাব্য সংশোধনে দেশেরই উপকার হওয়ার কথা। মোদি সরকার এই কথা মাথায় রাখিবার পরিবর্তে সমালোচক ও প্রতিবাদীদের শত্রুজ্ঞান করিতেছে। শত্রুদমনের জন্য স্বৈর-রাষ্ট্র যে ধরনের কঠোর পদক্ষেপ করিয়া থাকে বহু ক্ষেত্রে তাহাদের বিরুদ্ধে সেই আচরণই করা হইতেছে বলিয়া বার বার অভিযোগ উঠিতেছে। এই সব ঘটনায় ভারতবাসীমাত্রই লজ্জাবোধ করিবে। কারণ 'উন্নয়নশীল' ভারতের আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গর্বের ধন বলিতে অবাধ গণতন্ত্রটুকুই। ভারতের আজকের সামান্য উত্থানের নেপথ্য শক্তিও এই অবাধ গণতন্ত্র। অবাধ গণতন্ত্রের প্রতি সম্মামান প্রদর্শন করাপ দেশের প্রতিটি নাগরিক এবং সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

জাতীয় শিক্ষানীতির প্রচারে গণতান্ত্রিক নিয়মনীতি ভঙ্গের অভিযোগ

কলকাতা, ৯ মার্চ (হি.স.): সংঘ পরিবার পরিচালিত সংস্থা 'ভারতীয় শিক্ষণ মণ্ডল' জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-র আদর্শ প্রচার করছে বলে মঙ্গলবার অভিযোগ করা হয়েছে রাষ্ট্রপতিকে। দেশের প্রথম সারির শিক্ষক ও শিক্ষাবিদদের এই চিঠির প্রতিলিপি কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রীকে পাঠানো হয়েছে।

সারা দেশে বিশ্ববিদ্যালয় সমেত প্রথম সারির শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৭০০টি ওয়েবিনার সংগঠিত হচ্ছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা দফতর ২২ ফেব্রুয়ারি নির্দেশিকা জারি করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে স্বেচ্ছায় ওই ওয়েবিনারগুলিতে অংশ নিতে বলেছে। দেশের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক সংস্থা নীতি আয়োগ সম্প্রতি উক্ত "বিএসএম"-কে তার শিক্ষা সংক্রান্ত সাব-গ্রুপে অন্তর্ভুক্ত করেছে। সংঘ পরিবারের নিজস্ব রাজনৈতিক শিক্ষক সংগঠনকে এমন সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা করা সম্পূর্ণ নীতি বিরুদ্ধ এবং গণতান্ত্রিক নিয়মনীতি বিরোধী। যখন সারা ভারত সেভ এডুকেশন কমিটি সমেত বিভিন্ন সংগঠন, উপাচার্য, শিক্ষকরা জাতীয় শিক্ষানীতির বিরোধিতা করছেন তখন সরকারের এই পদক্ষেপ আরও অগণতান্ত্রিক।

যাঁরা সই করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সংস্কৃতিসচিব জহর সরকার, সেভ এডুকেশন কমিটির সর্বভারতীয় সভাপতি প্রকাশ শাহ ও সাধারণ সম্পাদক অনীশ কুমার রায়, সম্পাদক তরুণ কান্তি নস্কর প্রমুখ। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক / কাকলি

রাজ্য পুলিশের ডিজি বীরেন্দ্রকে সরিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন

কলকাতা, ৯ মার্চ (হি.স.): রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক (ডিজি) বীরেন্দ্রকে সরিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন। তাঁর জায়গায় দায়িত্ব নিচ্ছেন আইপিএস অফিসের পি নীরজনয়ন।

জানা গিয়েছে, নির্বাচনের কোনও দায়িত্বে থাকতে পারবেন না বীরেন্দ্র। এই মর্মে মঙ্গলবার নির্দেশিকা জারি করেছে নির্বাচন কমিশন। সেই নির্দেশ নবান্নে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কমিশনের সচিব রাকেশ কুমারের সই করা এই নির্দেশিকা অবিলম্বে রূপায়িত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে রাজ্যের মুখ্যসচিবকে।

এর আগে কলকাতা ও রাজ্য পুলিশে বেশ কিছু রদবদল করে কমিশন। এর উদ্দেশ্য একটাই, তা হচ্ছে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন প্রক্রিয়া।

১৯৮৫ সালের ব্যাচের আইপিএস বীরেন্দ্র গত দশকের মাঝপর্বে ছিলেন ডিজি (সশস্ত্র বাহিনী) এবং তার পর ডিজি (নিরাপত্তা)। ২০১৮-র ১ জুন রাজ্য পুলিশের ডিজি-র দায়িত্ব পান। অন্যদিকে, পি নীরজনয়ন ১৯৮৭ সালের ব্যাচের আইপিএস।

সূত্রের খবর, অশীতিপর ভোটাররা পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেওয়ার সময় তাঁদের বাড়িরই সামনে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা মোতায়েন থাকবেন।

গ্রামজনপদের জননীদের থেকে অনেক কিছু শিখে নেওয়া যায়

কমলেন্দু ধর

. এক শতকের বেশি আগে দরিদ্র পরিবারের এক গ্রাম সমাজের বাসিন্দা। সামান্য বাংলা অক্ষর জানার সক্ষমতায় প্রান্তিক এক নারী যৎকিঞ্চিৎ পড়তে পারেন। বিবাহিত জীবনেও তিনি প্রান্তিক। নিজে সন্তানের জন্ম দিতে পারেননি। নিজের বা স্বামীর শারীরিক অক্ষমতার জন্য। স্বামী মারা যাবার পর এই প্রান্তিক নারী ভ্রমশ আলোর বৃত্তে। তিনি সংজনদের সঙ্গে অচ্ছুৎ পতিতা-সহ সব সন্তানের "মা"। তাদের মধ্যে তিনজন বিদেশি নারীও ছিলেন। তারা হলেন সারা বুল, ম্যাকলাউড এবং মার্গারেট নোবেল। এই অপর জনদেরও মা। সারদা দেবী ওই তিন বিদেশিনী নারীদেরও বলতে পেরেছিলেন আমার মেয়েরা সারদা দেবী হিন্দু পরিবারে মেয়ে। স্বামী হিন্দু পরিবারের ব্রাহ্মণ, নিম্ন থাকের হলেও। তীরা হিন্দু ধর্ম অনুসারী মানব-মানবী।

হিন্দু ধর্ম। এই ধর্মের প্রসারিত আলোয় হৃদয় প্রসারিত হয়। ধর্মের এই প্রসারিত হৃদয়ে ঘৃণা-বিদ্বেষ মনের গোপন কোণেও বাসা বাধে না, ঘৃণা-বিদ্বেষের আগুনে ঝলসে ধর্মের নৃশংস হিংস্রতার সহযোগী হবার প্রশ্ন ওঠে না, হতে হয় না। এখানে "অপর" নেই। হিন্দু ধর্ম। কোনো এক অবতার বা পণ্ডিত- শাস্তজ্ঞ ব্যক্তি বিশেষের তৈরি নয়। যেমন খ্রিস্টান বা ইসলাম ধর্ম। আমাদের পরম সম্পদ মহাকাশ আখ্যান রামায়ণ-এর রাম বা মহাভারতের কৃষ্ণ পরস্পর থেকে বলা যায় মনু থেকে শাস্তজ্ঞ পণ্ডিত শঙ্করাচার্ধের একক অবদানে তৈরি হয়নি হিন্দু ধর্ম। অথবা কুল্লুকভুই ও রঘুনন্দনের জ্ঞাতিভাইদের তৈরি নয় আমাদের হিন্দু ধর্ম। উপরোক্ত বৃত্ত আরো একাধিক মানব-মানবীরাও আছেন। আবার আদি দেবতা পশুপতিনাথ বা ভোলা মহেশ্বর থেকে শুরু করে চৈতন্যদেব অনুগামী প্রান্তজনদের প্রান্তিক ধর্মও হিন্দু ধর্ম। চড়ক-গাজনের গান থেকে লালনের গ্রীতে বা সাহেবধনী-বলাহাড়ি ও হরিঠাদ ঠাকুরের সাধন-ভজনায় তার এঁতিহাসিক পাথুরে প্রমাণ পাওয়া যায়, ব্রাহ্মপ্যতন বণিকতন্ত্র ও শাস্তরীয়সমাজ তা মানুক, না মানুক।

আবার শঙ্করাচার্যের বেদান্ত চর্চা ও মঠ নির্মাণের প্রেক্ষা ও অনুষনের প্রতিতুলনায় বিবেকানন্দের বেদান্তচ ও মঠ নির্মাণও আছে, কাল পার্থক্য ও যুক্তিপার্থক্য মনে রেখেও একথা বলা যায়। এই প্রতিতুলনা হিন্দু ধর্মের প্রসারিত বৃত্তেই হয়েছে, উদাহরণ আছে।

হিন্দু ধর্মের এই প্রসারিত বৃত্তে আমেরিকা ফেরত বিবেকানন্দের দক্ষিণেশর মন্দির থেকে বিতাড়ন এবং মন্দিরকে গঙ্গাজলে শোধন বা শুদ্ধ করার কার্যকারণ সম্পর্কে বেলুড় মঠ-মন্দির নির্মাণ। বেলুড়ে মঠ-মন্দির নির্মাণে সারা বুল ও ম্যাকলাউডের আর্থিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার বিস্তৃত তথ্য ভিত্তিক আলোচনা আছে, নানা কৃত জন করেছেন বিবেকানলের রেল মলিরনি আগে দক্ষিণেশ্বরের মন্দির নিস আগের পর্ব। দক্ষিণেশ্বর মন্দির তৈরির জমি কেনা পর্বটির আলাদা তাৎপর্য আছে। সামান্য বিস্তৃত করা যাক। তারপর আসছে মন্দির নির্মাণ পর্ব।

দক্ষিণেশ্বর জমি কেনার স্থান মাহাত্ম্য সমাজে উচু-নীচু থাকের বিন্যাস ও হিন্দু শাসীয় বিচারে নীচের থাকের এক জেলে কন্যা। শ্বশুর ও স্বামীর অর্জিত অর্থবলে বিভশালী। দক্ষিণেশ্বর মন্দির নির্মাণের জন্য জমি কেনার আগে হালিশহরে এই জমি কেনার চেষ্টা ব্যর্থ হয় বিস্ত থাকা সত্তেও।

কারণ. হালিশহর ব্রান শাস্ত্রীয়সমাজের নিয়ন্ত্রণে। জেলে শূদ্র কন্যা এবং শ্বশুরকুল "মাও" আরো নিম্নবর্গের শূদ্র। গ্রাম হালিশহর নগর কলকাতার দুরবর্তী, গ্রাম দক্ষিণেশ্বর অনেক নিকটবর্তী। হালিশহরের তুলনায় নগর কলকাতার কাছাকাছি দক্ষিণেশ্বর ব্রান্দণ অধ্যুষিত গ্রাম হলেও এখানে বিভের শাসন অনেক বেশি সক্রিয়, সঙ্গে লাঠিয়ালদের ভোর বিষয়টি আরো তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। আর শাসকদের সমর্থন থাকলে ব্রাম্মণরা বিরোধিতা করলেও শেষ পর্যন্ত পেরে ওঠে না। জমি কেনার পর দক্ষিণেশ্বর মন্দির তৈরি করবে ইংরেজ শাসক ও সাহেবদের ম্যাকিনটস বার্ন" কোম্পানি। এখানে জমি কেনার বিষয়টি অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ

কেন? কারণ আছে।

এক শূদ্র নারীর হিন্দু দেবদেবীর মন্দির নির্মাণের অধিকার আছে কিনা তার বিচার শাস্ত্রের এক রকম, বিভ-লাঠি এবং শাসকদের সমর্থনের বিচার অন্যরকম। শাসক বদলের সঙ্গে সমাজ ক্রমশ বিত্ত শাসিত সমাজে পরিণত হচ্ছে, শাস্ত্রে শাসক শিথিল হচ্ছে ঔপনিবেশিক বণিক শাসকদের রাজধানী গড়ে উঠতে থাকা নজর কলকাতা থেকে প্রসারিত হচ্ছে গ্রাম সামাজে দক্ষিশ্বের মন্দির নির্মআণের জন্য জমি কেনার ক্ষেত্রে এই বিত্ত শাসতি সমাজের সূচনা করছে। ধর্মের নানা আচর বিচার ও শাস্ত্রীয় বন্ধন থাকলেও বিত্তের তা নেই। এই বিত্ত একান্ত নিম্নবর্গের বা শূদ্রের হলেও তা শাস্ত্রীয় আচার বিচার থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী। বণিকের বিত্ত বা বণিক পুঁজি থেকে শিল্পপুজি হয়ে ২১ শতকে মুষ্টিমেয় কয়েকজন শিল্পপতির ক্রোনি পুঁজি শাসতি সমাজের বর্থমান প্রবাহে তা ইতিহাসের যুক্তিপরস্পরে প্রতিষ্ঠিত সত্য। অর্থাৎ বিত্তশাসিত সমাজ এবং বর্তমান রাষ্ট্র, পরিচালকরা। দক্ষিণেশ্বর মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে শূদ্র নারীর এই বিত্তবলের তাৎপর্য ছাড়িয়ে অরো তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য হল, মন্দির নির্মাণের জন্য দক্ষিণেশ্বর ৫৪ বিঘা জমি কেনা হয়েছিল ৪২,৫০০ টাকায়। এখানে বিত্তবলের এই তাৎপর্য থেকে ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে বৃহৎ ভূখণ্ড এই জমির এখ অংশে সুপ্রিম কোর্টের অ্যাটর্নি হেস্টি সাহেব কুঠি, যাবতীয় অখ্যাদ্য কুখ্যাদ্য পান ভোজনের উল্লাস ভূমি। এই জমির আরেক অংশে ২১ শতকের শাসকসম্মত মতে উইপোকা মুসলিমদের কবরস্থান। অং এক অংশের মধ্যে আছে গাজি সাহেব পীরের আস্তানা। হিন্দু শাস্ত্রসম্মত মতে এইরকম একটি জমিতে কোনো হিন্দু মন্দির গড়ে উঠতে পারে কি? শাস্ত্রসম্মত মতে, মন্দির গড়া যায় না। প্রশ্নটা কিন্তু জোবালোভাবেই উঠেছিল, তুমুল বিতর্ক সহ লাঠালাটিও হয়েছিল। কিন্তু বিত্ত এবং শাসক সমর্থনের লাঠির জোর অনেক বেশি। আট বছর ধরে সাহেবদের ছোঁয়ায় স্পর্শে দক্ষিণেশ্বরে একে একে গড়ে উঠল শ্রেণিবদ্ধ দ্বাদশ শিবমন্দর, তার উল্টোদিকে রাধামাধব মন্দির, নবরত্ন চুড়াযুক্ত কালীমন্দির এবং নাটমন্দির। কামারপুকুর ছেড়ে কালক্রমে গদাধর পট্টোপাধ্যায়, সারাদা দেবী এই মন্দিরের বাসিন্দা, নরেন আসনে।

দক্ষিণেশ্বরে এই মন্দির নির্মাণের পরও পূজারীর আকাল হয়েছিল। পরে রামকুমার চট্টোপাধ্যায়, নীচু থাকের এক ব্রাহ্মণ পুজারার দায়ত্ব নিচ্ছেন রখুনন্দনের শাস্ত্রমতে নয়, দারিদ্র্য ও ক্ষুধা থেকে নিজেকে ও পরিবারকে বাঁচাবার জন্য। আধুনিক যুগের প্রধান সমস্যা দারিদ্র্য ও ক্ষুধা, আমরা চিহ্নিত করতে পারলাম। বেদের যুগেও এই দারিদ্র্য ও ক্ষুধা, প্রধান সমস্যা ছিল, সংস্কৃতজ্ঞ ও শাস্ত্রঅধ্যয়নে পারদর্শী সুকুমারী ভট্টাচার্য লিখে গেছেন। ওঁপনিবেশিক বণিকশাসিত ভারতে এই দারিদ্র্য ও ক্ষুধা থেকে উত্তরণের প্রথম আলোর দিশা দেখাচ্ছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, হিন্দু শাস্ত্র ও শাস্ত্রীয় নিয়মকানুন- আচারবিচার শাস্ত্রের আশ্রয়ে শাস্ত্রীয় বিচার বিশ্লেষণে। এই শাস্ত্রীয় বিচার-বিশ্লেষণের পর করছেন অক্ষরের সক্ষমতায় দারিদ্র্য ও ক্ষুধা থেকে মুক্তির নিজের সৃজিত পথে। অর্থাৎ অক্ষরে সক্ষমতায় এবং গুণগতমানে উন্নত শিক্ষার অধিকারে স্বাবলম্বনের প্রশ্ন।

বিদ্যাসাগর সৃজিত এই নতুন পথের কর্মোদ্যোগে গড়ে উঠছে একাধিক বালিকা বিদ্যালয়, সঙ্গে আরো একাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। তার মধ্যে মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউট আছে। নরেন্দ্রনাথ দত্ত এই মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউটের ছাত্র। আর নরেন ঘরে-বাইরে যখন অভাবতাড়িত এবং সঙ্গে অন্তরে বিধ্বস্ত তখন বিদ্যাসাগরর উপযাচক হয়ে তাঁকে শিক্ষকের পদে নিয়োগ করেছেন। সিমলেপাড়ায় জন্ম এই নরেনের দূরন্তপণা বা ধ্যান খেলা সর্বজনবিদিত। এই নরেনই মসজিদবাড়ি স্ট্রিটে অম্বু গুহের কুস্তির আখড়ায় যাচ্ছেন। কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটে নবগোপাল মিত্রের জিমন্যাস্টিক কেন্দ্রেও তাঁর যাতায়াত আছে। আবার মহেন্দ্র গোস্বামী লেনের সাধাণর ব্রাহ্ম সমাজে যাতায়াত সূত্রে জানা যায় তরুণ নরেনের ধর্মসন্ধিৎসার কথা। দেবেন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতেও নরেন গিয়েছেন অনেকবার। নিমতলা শ্মশানেও তিনি গিয়েছেন। কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যুর পর তাঁর দাহকাজের সাক্ষী নরেন।

পরবর্তীতে অন্তরে বিধ্বস্ত এবং দারিদ্রও অভাবে তাড়নায় বামকৃষ্ণ সান্নিধ্যে ইতিহাসের তুখোড় ছত্র নরেন। এবার বরানগর, দক্ষিণেশ্বর আলমবাজার, শ্যামপুকুর, কাশীপুর নরেন্নে জীবনে তথা সমাজজীবনে জড়িয়ে যাচ্ছে। রাককৃষ্ণ সান্নিধ্যের পর রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ সূচনাপর্বের অধ্যায়েদ্মূহ বাদ দিয়েও নরেন বা বিলের গড়ে ওঠার একাধিক পথ আছে। উদাহরণ, আলিপুর চিড়িয়াখানায় বেড়াতে গিয়ে সেখানে সুপারিনটেন্ডেন্ট রামব্রহ্মা সান্যালের সঙ্গে বিবর্তনবাদ নিয়ে তার আলোচনা শুরু হয়ে যাচ্ছে। লেজের আগুনে পোড়ানো লঙ্কাকাণ্ডের থেকে লেজ খসে পড়া নিয়ে তখন অনেক বেশি আগ্রহী বিবেকানন্দ। এই আলোচনার সাক্ষী স্বয়ং নিবেদিতা। তাই সারা বুল, ম্যাকলাউড ও নিবেদিতার সাহায্য ও সহযোগিতায় বেলুড়ে নতুন মঠ ও মন্দির গড়ে তুলতে বিবেকানন্দ ছুঁতমার্গে ভোগেননি বা হিন্দু ধর্মের শাস্ত্রীয় বিধানে আটকায়নি। দক্ষিণেশ্বর মন্দির নির্মাণের মুখ্য ভূমিকায় এক শূদ্র নারী আর বেলুড়ে মঠ- মন্দির নির্মাণে প্রধান সহযোগী এই তিন বিদেশি নারী, যারা বিবেকানন্দের কাছে বা আমাদের কাছে বা আমাদের কাছে অপর নন। সারদা দেবী এই তিনি বিদেশি নারীকে অনেক আগেই আমার মেয়েরা বলে মেনে নিয়েছিলেন, হিদু ধর্মের প্রসারিত হৃদয়ে। এবার শঙ্করাচার্যের বেদান্ত চর্চা ও মঠ নির্মাণের সঙ্গে বহমান কালের যুক্তিপার্থক্য মেনে নিয়েও বলা যায়, বিবেকানন্দের মঠ- মন্দির নির্মাণের সঙ্গে তার মৌলিক পার্থক্য আছে। বিস্তৃত আলোচনায় না গিয়ে একটি পার্থক্য তুলে ধরা যাক। শঙ্করাচার্যের বেদান্ত চর্চা ও মঠ নির্মাণের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে অন্তরে বিধ্বস্ত তখন বিদ্যাসাগর উপযাচক হয়ে তাকে শিক্ষকের পদে নিয়োগ করছেন। সিমলেপাড়ায় জন্ম এই নরেনের দুরন্তপণা জড়িয়ে আছে হিন্দুধর্মের উদার প্রসারিত শৃঙ্খলে বেঁধে ফেলে কুপমগুকতায় পরিণত করা। এখানে সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়টি হল আলোকিত বৌদ্ধ দর্শনকে নস্যাৎ করে বুদ্ধদেবকে বিষুঃর অবতার বানানো এবং স্থান নির্ণয় করে "শ্লেচ্ছ" শব্দের ব্যবহার। আর শঙ্করাচার্যের মঠ নির্মাণ এই আচার-বিচার স্থায়ী প্রতিষ্ঠা দেওয়া। কুলুকভুই রঘুনন্দন এবং তাদের জ্ঞাতিভাইদের জন্ম ও প্রসার ও প্রতিষ্ঠা মনু থেকে শরাচার্যের পথরেখা শ্রীনিবাসন "সংস্কৃতায়ন" শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। কারণ ঈশ্বর পৃথিবী ভালবাসা"র লেখক শিবরাম চক্রবতীর ভাষায় বলা যায় : 'মনুর সন্ত লোপ না পেলে এদেশে মনুষ্যত্বের বিকাশ হওয়া অসম্ভব'।

ইতিহাসের তুখোড় ছাত্র এবং দর্শন

পারঙ্গম বিবেকানন্দ শাস্ত্রীয় আশ্রয়ে বেদান্ত চর্চা করলেও বেলুড়ে মঠ-মন্দির নির্মাণ এবং সঙ্ঘ নির্মাণ এদেশে মনুষ্যত্বের বিকাশের জন্য। বিবেকানন্দের অনুপ্রেরণায় তার সৃজিত সঙ্ঘকে অনুসরণ করে একাধিক সঙ্ঘ গড়ে উঠেছে, ভবিষ্যতেও গড়ে উঠবে। এসব সঙ্ঘের আধুনিকতম অফিসেও বিবে শঙ্করাচার্যের বিবেকানন্দ আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ করা চিৎকারে বলতে পেরেছিলেনত্ত "এই দেশ প্রকৃতই এক উন্মাদাগার।" অথবা ভিন্ন পেক্ষা ও অনুষঙ্গে বিবেকানন্দ বলেছিলেন, ব্যাখ্যা করেছিলেন : এই দেশ জাতিতত্বের একটি জাদুঘর বিশেষ" কেন "এই দেশ প্রকৃতই এক

উন্মাদাগার" বা "জাতিতত্তের একটি জাদুঘর ভাষায় তুলে ধরা যাক, বিস্তৃতে পরে আসা যাবে। শূদ্রজাতির একে বিদ্যার্জন বা ধনসংগ্রহের সুবিধা বড়ই অল্প, তাহার উপর যদি কালে দুই-একটি অসাধারণ পুরুষ শূদ্রকুলে উৎপন্ন হয়, অভিজাত সমাজ তৎক্ষণাৎ তাহাকে

উপাধিমণিত করিয়া আপনাদের মণ্ডলীতে তুলিয়া লন। তাহার বিদ্যার প্রভাব, তাহার ধনের ভাগ অপর জাতির উপকারে যায় আর ধনের কিছুই পায় না।"

বিবেকানন্দ সমাপ্রজ্ঞাই একেই বলেছেন ধর্মচ্যতি বা অ-মনুষ্যত্ব। তার উদাহরণ ও বয়ান বিবেকানন্দ তুলে ধরেছিলেন তাতে অতীতের শঙরাচার্য অনুগামী সন্তানেরা বা বর্তমান ভারতের নষ্টপ্রাচীন এতিহ্যবাহী শাসক ও স ঙ ঘ চ া ল ক ব া মনে-প্রাণে-বিশ্বাসে প্রবল ধাক্কা খাবেন, হিক্কা তুলবেন। বিবেকানন্দের বয়ানটি হল: "বেশ্যাপুত্র বশিষ্ট ও নারদ, দাসীপুত্র সত্যকাম জানাল, বীবর ব্যাস, অজ্ঞাত পিতা কৃপ-দ্রোণ-কর্ণাদি সকলেই বিদ্যা বা বীরত্বের আধার বলিয়াঙ্গণত্বে বা ক্ষত্রিয়ত্বে উত্তোলিত হইল; তাহাতে বারাঙ্গনা, দাস, ঘীবর বা সারথিকুলের কী লাভ হইল বিবেচ্য।" বিবেকানন্দের অর্থবহত্ত কর্মকাণ্ডের বা মনুষ্যত্বের এই বিবেচ্য বিষয়ের মৌলিক সারাৎসার, সঙ্ঘ সেবা বা দলের সেবা আর দেশ সেবা এক বিষয় নয়। রামায়ণ- মহাভারতের উদাহরণ না চিনে, শাসকদের মতামত বাদ দিয়ে প্রান্তিক জনপদের জননীদের কাছ থেকে এই কথা আমরা শিখে নিতে পারি। জানার আগ্রহ থাকলে পড়েও জেনে-বুঝে নিতে পারি।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

মূল গবেষণাতেই যেন মেলে পিএইচডি

আর কে সিনহা

সম্প্রতি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯৭ তম সমাবর্তন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে, সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ৬৭০ জনকে ডক্টরেট ডিগ্রি দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ সকলেই এখন নিজেদের নামের সামনে "ডা." লিখতে পারবেন। প্রত্যেকের গবেষণা কী পূর্ববর্তী গবেষণার থেকে ভিন্ন? নিঃসন্দেহে উচ্চশিক্ষায় গবেষণার স্তর গুরুত্বপূর্ণ হয়। এছাড়াও পিএইচডি দেওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তর কী রকম তাও নির্নয় করা হয়। যদি আমেরিকার ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়, ব্রিটেনের কেমব্রিজ ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়কে সমগ্র বিশ্ব গুরুত্ব দেয়, তাহলে বিশেষ কিছু তো নিশ্চয়ই আছে! সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে বিশ্বের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি উন্নীত হয়নি। অনেক শিক্ষার্থীর মৌলিক গবেষণার কারণেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বিশ্বের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। বড় প্রশ্ন হল, প্রতিবছর আমাদের দেশে যে সমস্ত পিএইচডি ডিগ্রি দেওয়া হয়, ভবিষ্যতে সমাজ বা দেশের ক্ষেত্রে কী কোনও উপকারে আসে? শুধুমাত্র দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়েই এক বছরে ৬৭০ জনকে পিএইচডি-র ডিগ্রি দিয়েছে। যদি দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে গবেষণা করা গবেষকদের পিএইচডি ডিগ্রি দিতে থাকে তাহলে এই সংখ্যা প্রতি বছর হাজারে পৌঁছে যাবে। এই গবেষকদের গবেষণা কী মৌলিক হয়? গবেষণায় এমন কিছু কী উঠে আসে যা একেবারে নতুন? এই প্রশ্ন করা এই কারণে জরুরি, প্রতি বছর কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার পিএইচডি গবেষকদের জন্য মোটা অঙ্কের টাকা ব্যয় করে।

নিশ্চিতভাবে উচ্চমানের গবেষণার জন্যই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচয় তৈরি হয়। যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গবেষণা ও মানের দিকে নজর দেয় না সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ গুরুত্বও দেওয়া হয় না। দেশে সবথেকে বেশি পিএইচডি-র ডিগ্রি তামিলনাড়ু, কর্ণাটক ও উত্তর প্রদেশে দেওয়া হয়। মানব সম্পদ মন্ত্রকের ২০১৮ সালের এই রিপোর্ট যদি বিশ্বাস করেন, ওই বছর তামিলনাড়ুতে ৫,৮৪৪ জন গবেষককে পিএইচডি দেওয়া হয়েছিল। কর্ণাটক ৫ হাজারের থেকে বেশি গবেষককে পিএইচডি দিয়েছিল। উত্তর প্রদেশে ৩,৩৯৬ জন গবেষককে এই ডিগ্রি দেওয়া হয়েছে। বাকি রাজ্যগুলিও পিএইচডি দেওয়ার ক্ষেত্রে খুব পিছনে ছিল না। ২০১৮ সালে ভারতে ৪০.৮১৩ নতুন পিএইচডি সামনে এসেছিল। এত গবেষক হওয়ার ফলে উপকারই বা কার হচ্ছে? গবেষণা সম্পন্ন হওয়ার পর এবং ডিগ্রি পাওয়ার পর ওই গবেষকের কী হয়? কোনও গবেষণা কী এই গবেষণাগুলির বেশিরভাগ প্রকাশের জন্য প্রস্তুত? কোনও নামী সংবাদপত্রের নজর কী যায় ওই সমস্ত গবেষণার দিকে? আমাদের দেশে গবেষণা কী আদৌ বিশ্বস্তরের? এটা অত্যন্ত জরুরি প্রশ্ন। অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে তা বিচারবিবেচনা করা উচিত।

ভারতে যখন উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সূচনা হয়েছিল তখন কোয়ালিটি রিসার্চকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। হতাশার বিষয় হল আমরা নিজেরাই কখনও গবেষণার দিকে মনোনিবেশ করিনি। প্রতিবছর হাজারো গবেষক পিএইচডি ডিগ্রি পাচ্ছেন, তাহলে বিশ্বস্তরে তাঁরা কেন সম্মান পাচ্ছেন না? আমাদের আইআইটি ইনস্টিটিউটগুলি নিয়েও অনেক চর্চা হয়। এখানেও প্রতিবছর অনেক শিক্ষার্থী পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। আইআইটি অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কোন শিক্ষার্থীকে কী তাঁদের মূল গবেষণার জন্য নোবেল পুরস্কার পাওয়ার সমতুল্য মনে করা হয়েছে? মোটেও না। আপনি যদি একাডেমিক জগতের সঙ্গে যুক্ত থাকেন, তাহলে আপনি নিশ্চয়ই জানবেন আমাদের দেশে গবেষণার অর্থ হল আগে থেকে প্রকাশিত সামগ্রীর ভিত্তিতে নিজের রিসার্চ পেপার তৈরি করা। এই কারণেই গবেষণায় নতুনত্বের বিশাল অভাব রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি। আমেরিকার উদাহরণ নিন। সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে মূল গবেষণার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই কারণে সেখানকার গবেষকরা ধারাবাহিকভাবে নোবেল পুরস্কার জিতেছেন। এই বিতর্কটি আরও বিস্তৃত করা যাক। আমাদের দেশের ফার্মা কোম্পানি নিয়েই কথা বলা যাক। নতুন ওষুধ বিকাশের জন্য গবেষণায় কতটা বিনিয়োগ করা হয়? লাভের অনুপাতে গবেষণার জন্য খুব অল্প পরিমাণে বিনিয়োগ করে। আমাদের স্বাস্থ্য সেক্টরের পিএসইউগুলির অবস্থা এমনই। ইন্ডিয়ান ড্রাগস অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড (আইডিপিএল)-এর সম্পর্কেই বলা যাক। ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, প্রাথমিক উদ্দেশ ছিল, জীবন রক্ষাকারী ওষুধগুলিতে আত্মনির্ভরতা অর্জন করা। কিন্তু দুর্নীতির কারণে শুধু লোকসানই হয়েছে। কোনও উল্লেখযোগ্য গবেষণাই হয়নি। এখন দেখুন ভারতে গবেষণার জন্য সুবিধা অনেক বেড়েছে, ইন্টারনেটের সুবিধা সহজেই পাচ্ছেন গবেষকরা, পরীক্ষাগারের মানও উন্নত হয়েছে, সরকার গবেষকদের সহায়তা করছে। তবুও, গবেষণার ম্যান এখনও নিম্নমানের। তাহলে এত পিএইচডি ডিগ্রি বিতরণ করে লাভ কী? আমরা কী প্রমাণ করতে চাইছি? একটি বিষয় বুঝতে হবে, গবেষণার মানের দিকে অনেক মনোযোগ দিতে হবে আমাদের। কপি-পেস্ট করে যাঁরা গবেষণা করেন, তাঁদের থেকে বাঁচতে হবে। এই মানসিকতা অবিলম্বে বন্ধও হওয়া উচিত। গবেষণার বিষয়ে মানদণ্ড হওয়া উচিত, গবেষণার ফলে ভবিষ্যতে দেশ ও সমাজ কী উপকৃত হবে? এই সমস্ত বিষয়গুলিতে ধ্যান দেওয়া উচিত। (লেখক রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন বিজেপির রাজ্য কমিটির নেতৃত্বরা। ছবি ঃ নিজস্ব

নির্বাচনের মুখে কাঁকসার অজয়ের পাড় কেটে অবাধে চলছে মাটি চুরি, প্রতিবাদে সরব বিজেপি

দুর্গাপুর, ৯ মার্চ (হি.স.): কয়েকদিন পরই রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন। লাগু হয়েছে নির্বাচনবিধি। আর নির্বাচনের মুখে নদীর পাড় কেটে অবাধে চলছে মাটি পাচার। বর্ষায় চাষজমি প্লাবনের শঙ্কায় চাষীরা। প্রশ্ন উঠেছে ভুমি রাজস্ব দফতরের ভুমিকায়। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে কাঁকসার বনকাটি পঞ্চায়েতের কোটালপুকুর মৌজার অজয় নদীর পাড়ে।

ঘটনার প্রতিবাদে সরব হয়েছে বিজেপি। মঙ্গলবার কাঁকসা বিএলআরও কাছে অভিযোগ দায়ের করে বিজেপি।

বর্ষায় অজয় নদীর জল উপচে প্রতি বছর কাঁকসার নিমটুকরি, বনগ্রাম, কোটালপুকুর এলাকায় চাষ জমি প্লাবিত হয়েছে। ফলে লোকসানে জর্জরিত এলাকার চাষীরা। আর ওই এলাকারই অজয় নদীর পাড় কেটে মাটি পাচার হচ্ছে বলে অভিযোগ। কোটালপুকুর মৌজার অজয় নদীর পাড়ে ইতিমধ্যে প্রায় কয়েক''শ মিটার জমির মাটি কেটে পাচার হয়ে গেছে। একইরকমভাবে সাতকাহানিয়া এলাকায় মাটি পাচার চলছে। নদীর উঁচু পাড় উধাও। বছর কয়েক আগে সেখানে ১০০ দিনের কাজও হয়েছে। শঙ্কিত চাষীরা জানান,' নদীর পাশেই প্রায় হাজার একর চাষজমি। দিবালোকে জেসিবি মেশিন দিয়ে মাটি কাটার কাজ চলছে। আর ওই মাটি ট্রাক্টরে করে যাচ্ছে ইটভাটায়। এভাবে মাটি কাটলে বর্ষায় অজয় নদীর জল উপচে চাষজমি প্লাবিত হবে। ফলে আমন চাষে চরম লোকসানে পড়তে হবে। প্রশাসনের কাছে অনুরোধে এভাবে নদীর পাড় কেটে মাটি তোলা বন্ধ হোক।' উল্লেখ্য, মাটি কাটার আগে ভুমি রাজস্ব দফতরে রয়েলটি জমা দিয়ে ছাড়পত্র নিতে হয়। তারপর দফতর থেকে জমির পরিমাপ করে দেয়। ভাঙন রোধে নদীর পাড়ে বাঁধ দেওয়া হয়। কিন্তু উল্টে নদীর পাড় কেটে চলছে মাটি পাচার। প্রশ্ন, কিভাবে মাটি বিক্রি হচ্ছে?

বাসিন্দাদের অভিযোগ,' ভুমি রাজস্ব দফতরের নজরদারি না থাকার সুযোগে অবাধে নদীর পাড় কেটে মাটি পাচার হচ্ছে।'

ঘটনার প্রতিবাদে সরব হয়েছে কাঁকসা ব্লকের বিজেপি নেতৃত্ব। মঙ্গলবার কাঁকসা ভুমি রাজস্ব দফতরে অভিযোগও দায়ের করে।

বিজেপির পুর্ব বর্ধমান জেলার সহ সভাপতি রমন শর্মা জানান, ' তৃণমূলের মদতে মাটি চুরি চলছে। বালি চুরি, মাটি চুরি করে পরিবেশকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। যেভাবে মাটি কাটছে, তাতে আগামী বর্ষায় প্লাবনের আশঙ্কা করছি। তাই প্রতিবাদে প্রশাসনকে জানিয়েছি। অবিলম্বে মাটি চুরি বন্ধ না হলে আন্দোলন শুরু হবে।'

যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। তৃণমূলের কাঁকসা ব্লক সভাপতি দেবদাস বক্সী জানান,' এধরনের কাজে দলের কেউ জড়িত নেই। মিথ্যা অভিযোগ। ভোটের মুখে প্রচারে আসতে এধরনের মিথ্যা অভিযোগ তুলছে বিজেপি।' কাঁকসা বিডিও সুদীপ্ত ভট্টাচার্য্য জানান,' 'বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখা হচ্ছে।'-হিন্দুস্থান সমাচার/ জয়দেব/ কাকলি

আগামী ২৫ বছর বাংলার মুখ্যমন্ত্রী থাকতে পারেন মমতা : অরূপ রায়

তারাপীঠ, ৯ মার্চ (হি.স.): " জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রকল্প আছে। তার মাঝে বিভিন্ন প্রকল্প আছে। স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের মাধ্যমে বিনাপয়সায় চিকিৎসার ব্যবস্থা। যখন সারা দেশে মানুষ করোনা আক্রান্ত তখন করোনার সময় মমতাদি বাংলার করোনাক্রান্ত মানুষের চিকিৎসার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে তুলে নিয়েছিলেন। মানুষ যখন কর্মহীন তখন বিনা পয়সায় রেশন চালু করেন। যা এখন ও চলছে। ভারতবর্ষের কোন সরকার বা কোন রাজ্য এটা ভাবতে পারে নি। তাই এগুলো সামনে রেখে আগামী পাঁচ বছর নয়, আগামী পঁচিশ বছর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি মনে করেন, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন, তিনি থাকতে পারেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিপুল ভোটে জিতবেন এবং নন্দীগ্রামের মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জেতাবেন সেব্যাপারে আমি সম্পূর্ণভাবে আশাবাদী। মনে রাখতে হবে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ১৯৯৮ সাল থেকে সারা বাংলায় লড়াই শুরু হয়েছিল। তৃণমূলের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে একটা নির্বাচন হয়েছিল। সেই নির্বাচনে সাতটা আসনে আমরা জিতেছিলাম। তারাপীঠে পুজো দিতে এসে বিদায়ী মন্ত্রী অরূপ রায়ের গলায় এভাবেই আত্মবিশ্বাস ঝরে পড়ে। তারাপীঠে পুজো দেওয়ার পর, সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে হাওড়া জেলা সভাপতি তথা বিদায়ী মন্ত্রী অরূপ রায় বলেন, জটু লাহিড়ীকে ২০০১ সাল থেকে পাঁচবার টিকিট দেওয়া হয়েছে। ২০০৬ সালে যখন তিনি হারেন তখন তাঁকে হাওড়া পুরসভার টিকিট দেওয়া হয়। ২০১৬ সালে তাঁকে টিকিট দেওয়া হয়। বিধানসভায় তাঁকে চার বার টিকিট দেওয়া হয়েছে। আরেকবার পৌরসভায় টিকিট দেওয়া হয়েছে। এরপর উন নব্বই বছরে উনি দাঁড়াতে চান। করোনার কালে দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে করোনার কারণে আশি বছরের বেশি বয়স যাঁদের, তাঁদের টিকিট দেবে না। এই কারণে তাঁকে টিকিট দেওয়া হয় নি। বলা হয়েছিল, অন্যকোন সম্মানজনক জায়গায় তাঁদের রাখা হবে। তাঁদের নীতি আদর্শ নিয়ে কি করে একটি সাম্প্রদায়িক দলে যোগ দেন, এটা আমাদের কাছে খুব লজ্জাজনক এবং দুঃখজনক। এরা চলে গেলেও দলের কোন ক্ষতি হবে না। বেশি সমর্থন নিয়ে আমরা আসব। হাওড়ায় ১৬ টি আসনেই আমরা জিতব। সাম্প্রতিক কালে তৃণমূল ছেড়ে বিভিন্ন নেতা মন্ত্রীদের বিজেপিতে যোগদানের ব্যাপারে অরূপ রায় বলেন, কোন ক্ষোভের কারণে নয়, মানুষ বাহানা খোঁজে। রাজনীতিকে যারা ব্যবসা ভাবে, তাঁদের স্বরূপ প্রকাশ পেতেই, তাঁর অন্য দলে যাচ্ছেন।

এদিন অরূপ বাবু মিঠুন চক্রবর্তী প্রসঙ্গে বলেন, এক সময় মিঠুনের সাথে আমার খুব সম্পর্ক ভালো ছিল। রাজনীতিতে যাঁরা আসেন তাঁরা একজন আদর্শ নিয়ে আসেন কিন্তু মিঠুন চক্রবর্তী কিসের জন্য আসেন, সেটা উনি বলতে পারবেন। তবে, মানুষ নীতিহীন আদর্শহীন ব্যক্তিকে পছন্দ করে না। আট দফা নির্বাচন প্রসঙ্গে অরূপবাবু তীব্র কটাক্ষ করে বলেন, ২০১১ সালে পাঁচ দফা নির্বাচন হয়, আমরা ১৯৪ আসনে জিতেছিলাম। ২০১৬ সালে ছয় দফা নির্বাচনে আমরা ২১১ আসনে এককভাবে লড়াই করে জিতেছিলাম। ২০২১ সালে আট দফা নির্বাচন হচ্ছে। বাংলার মানুষকে অসম্মান বা অপমান করে আটদফা নির্বাচন করছে, তাই এবার ২২৫ টি আসন জিতে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসছে। বিরোধী দল বলে, বাংলায় কিছু নেই। বাংলায় যে শান্তি বজায় আছে, তা থাকুক। মানুষের অধিকার বজায় থাকুক। মানুষের উন্নয়ন অব্যাহত থাকুক। মমতাদি যেভাবে উন্নয়ন করে চলেছেন, তা যেন আরও এগিয়ে যায়। মা মমতাদিকে আরও শক্তি দিন।

ভোট দিতে দেয় না, গ্রামে কেন্দ্রীয় বাহিনী টহল দেবার সময় অভিযোগ গ্রামবাসীদের

সিউড়ি, ৯ মার্চ (হি. স.) : ভোট দিতে দেয় না',গ্রামে কেন্দ্রীয় বাহিনী টহল দেবার সময় অভিযোগ গ্রামবাসীদের। ভোটের আগে ভয় দেখানো হয়। আমরা ভোট দিতে চাই। তৃণমূল নেতারা ছাপ্পা ভোট দেয়। কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশের কাছে শাসক দলের বিরুদ্ধে এমনই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করল গ্রামের মা বোনেরা। যদিও শাসক দল এই ঘটনার পিছনে বিজেপির চক্রান্ত দেখছে। মঙ্গলবার সকালে সিউড়ি ২ ব্লকের জানুরি মেটেগ্রামের ঘটনা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকালে জেলা পুলিশের তত্ত্বাবধানে সিউড়ি থানার অন্তর্গত সাঁইথিয়া বিধানসভা এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর এরিয়া ডোমিনেশনে যায়। এদিন সকাল থেকেই সিউড়ি ২নং ব্লকের কাশপাই, গ্যাংটে, জানুরি, মেটেগ্রাম সহ একাধিক জায়গায় রুটমার্চ করে কেন্দ্রীয় বাহিনী। সেখানেই পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীকে হাতের কাছে পেয়ে নিজেদের ক্ষোভ উগরে দেয় গ্রামের বাসিন্দারা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে কাশপাই, গ্যাংটে গ্রামে রুটমার্চ করার পর তাঁরা এসে পৌচছয জানুরি গ্রামে। সেখানেই কেন্দ্রীয় বাহিনী কে সামনে পেয়ে একজোট হয়ে অভিযোগ জানাতে থাকেন গ্রামের মহিলা রত্না, কালীদাসীরা।পুলিশের উদ্দেশ্যে তারা বলেন, নিজেদের ভোট নিজে দিতে পাই না। শাসকদলের নেতারা ভোট দিয়ে দেয়। প্রতিবাদ করলে দেখে নেওয়া হুমকি দেয। এমনকি তাঁরা এও অভিযোগ করেন যে, স্থানীয় তৃণমূল নেতা বলরাম বাগদির নেতৃত্বেই সমস্ত ঘটনা ঘটে। গ্রামের বাসিন্দা কালীদাসী ডোম এবং তাপসী ডোম রত্না ডোম বলেন,' তৃণমূল নেতারা আমাদের ভোট দিতে দেয় না। ভয় দেখায় আমাদের। বলে যে ভোট দেওয়ার দরকার নেই। সেই অভিযোগই জানালাম।আমরা ভোট দিতে চাই।' পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়ে অভিযোগকারীদের নাম, পরিচয় এবং তাঁদের অভিযোগ লিখে নেন।

এখানেই শেষ নয়, পাশে গ্রামে কেন্দ্রীয় বাহিনী পৌঁছাতেই সেখানেও তাদের ঘিরে ধরে অভিযোগ জানাতে থাকে এলাকার মানুষ। পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী রুট মার্চ করে পাশের মেটেগ্রামে যান।গ্রামের বাসিন্দা একজোট হয়ে পুলিশ কে জানায়, "ভোটের আগেই 'খেলা হবে' স্লোগান তুলে এখানকার তৃণমূল কর্মীরা ভয় দেখাচ্ছেন। ভোট দিতে দেবেন না বলে হুমকি দিয়ে যাচ্ছে। ভোটের পরে গ্রামছাড়া করার হুঁশিয়ারি দিয়েছে ওরা।" গৃহ বধূ রাখী দাস বলেন,' যাতে শান্তিতে থাকতে পারি, শান্তিতে ভোট দিতে পারি তার ব্যবস্থা করার জন্য কেন্দ্রীয় বাহিনীকে জানালাম।'

গ্রামের বাসিন্দা দের পাশাপাশি স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব একই অভিযোগে কেন্দ্রীয় বাহিনী টহল দেবার সময় সোচ্চার হয়। স্থানীয় বিজেপি নেতা বৃন্দাবন বাগদি বলেন,' আমরা পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীকে আমাদের অভিযোগ জানিয়েছি।' তবে তার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করে তৃণমূলের কোমা অঞ্চলের সভাপতি বলরাম বাগদি বলেন,' অভিযোগ ভিত্তিহীন। কোমা অঞ্চলের কোথাও বিজেপির কোন অস্তিত্ব নেই। শাসক দলের উপর মিথ্যা অভিযোগ তুলে প্রচারের আলোয় আসতে চাইছে। ' জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল অবশ্য এর পিছনে বিজেপির চক্রান্ত দেখছেন। তার কথায়, ' বিজেপির লোক চক্রান্ত করে এই সব বলা করিয়ে। ' হিন্দুস্থান সমাচার / হেমাভ

উত্তর দিনাজপুরের করণদিঘিতে তৃণমূলের ঘোষিত প্রার্থী নিয়ে জল ঘোলা

করণদিঘি, ৯ মার্চ (হি. স.) : উত্তর দিনাজপুরের করণদিঘিতে তৃণমূলের ঘোষিত প্রার্থী নিয়ে জল ঘোলা হয়েছে। এতে চিন্তার ভাঁজ নেতৃত্বের। যদিও জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল প্রকাশ্যে জানিয়েছেন, ''এটা একটা সাময়িক ক্ষোভ। আমরা বিষয়টা দেখছি, কোনও সমস্যা হবে না। দলে থাকলে দলের নিয়ম মানতে হবে।"

২০১৬ সালে উত্তর দিনাজপুরে সবাইকে চমকে দিয়ে তৃণমূল জিতেছিল ৪টি আসন। সেই ৪টি আসনের মধ্যে ছিল করণদিঘী আসনটিও। সেখানে জেতেন মনোদেব সিংহ। কিন্তু এবারে তাঁকে টিকিটই দেয়নি তৃণমূল। পরিবর্তে টিকিট জুটেছে গৌতম পালের। আর এই প্রার্থী বদল ঘিরেই এখন ক্ষোভ চড়ছে করণদিঘী এলাকার তৃণমূল কর্মী তথা মনোদেব অনুগামীদের মধ্যে। তাঁরা গৌতম পালকে বহিরাগত তকমা দিয়ে দাবি তুলেছেন বর্তমান বিধায়ককেই টিকিট দিতে হবে। সেই ক্ষোভকে অবশ্য পাত্তা দিতে নারাজ জেলার তৃণমূল সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল। তিনি জানিয়েছেন, যে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে তা সাময়িক ক্ষোভ মাত্র। এর জন্য দলের কোনও ক্ষতি হবে না। যদিও মনোদেবের অনুগামীরা করণদিঘি বিধানসভায় এবারে তৃণমূলের প্রার্থী করা হয়েছে যে গৌতম পালকে তিনি জেলারই যুব তৃণমূলের সভাপতি। দল এবারে তাঁকে করনদিঘির প্রার্থী করার পরই তিনি জোর কদমে প্রচার শুরু করে দেন। কিন্তু হঠাৎই করনদিঘি ব্লকের নেতৃত্ব তাঁর প্রতি বিরূপ হয়ে যায়। রবিবার সন্ধ্যায় ব্লকের দলীয় কার্যালয়ে বিদায়ী বিধায়ক মনোদেব সিংহের উপস্থিতিতে জেলা তৃণমূলের মাইনোরিটি সেল, ডালখোলা পুর এলাকার ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বের সঙ্গে করনদিঘি ব্লক তৃণমূল নেতৃত্ব বৈঠক হয়। সেই বৈঠকের পরেই গৌতম পালকে বহিরাগত বলে উল্লেখ করে পুনরায় ভূমিপুত্র মনোদেব সিংহকেই প্রার্থী করার দাবীতে সরব হন তাঁরা।

উত্তর দিনাজপুর জেলা তৃণমূল সংখ্যালঘু মোর্চার সভাপতি আব্দুল কাদের ক্ষোভ উগড়ে বলেন, ''সরকার গড়তে তৃণমূল নেত্রী সংখ্যালঘুদের প্রাধান্য দিচ্ছেন। করনদিঘিতে ৫৫ শতাংশ সংখ্যালঘু ভোটদাতা আছেন। কিন্তু ওনার কী সংখ্যালঘু ভোটের প্রয়োজন নেই? মনোদেব কেন টিকিট পেলেন না সেটা জেলা নেতৃত্বে, রাজ্য নেতৃত্ব এবং পিকে বলবে। পিকে তাঁর বিরুদ্ধে এমনকি পেল সেটা আমরা জানতে চাই। আমরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবারও দাবী জানাচ্ছি করণদিঘিতে মনোদেব সিংহকেই টিকিট দিতে হবে। নয়ত এই আসনে জিততে হলে এখানকার ভূমিপুত্র কাউকে প্রার্থী করতে হবে।" পাশাপাশি করণদিঘি ব্লক তৃণমূল সভাপতি ওহাব আলি জানিয়েছেন, ''মুখ্যমন্ত্রী মনোদেব সিংহকে এই আসনে লড়তে হবে বলে কিছুদিন আগেও জানিয়েছিলেন। কিন্তু হঠাৎ কেন এরকম হল বুঝতে পারছি না। আমরা ডালখোলা পুরসভা আর এগারোটা পঞ্চায়েতের সব নেতৃত্ব একত্রে চাইছি ভুমিপুত্র মনোদেবকেই প্রার্থী করতে হবে।" এই বিষয়ে বিদায়ী বিধায়ক মনোদেব সিংহ বলেন, ''আমার সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে। কিছুদিন আগেও তৃণমূলনেত্রী আমাকে ফোনে করে আমাকেই প্রার্থী করা হবে বলে আশ্বস্ত করেছিলেন। সেই ভরসাতেই ছিলাম। কিন্তু এখন আমার সঙ্গী, করণদিঘির মানুষ যা চাইবেন আমি সেটাই করব।" হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

আমি বহিরাগত ! তাহলে তো আমার বাংলায় মুখ্যমন্ত্রীই হওয়া উচিত ছিল না ! : মমতা

কলকাতা, ৯ মার্চ (হি. স.) : ইতিমধ্যে তাঁর কথার খেই ধরেই তাঁকে নন্দীগ্রামে বহিরাগত তকমা দিয়ে প্রচার শুরু হয়েছে। এর প্রেক্ষিতে তৃণমূলনেত্রী এদিন বলেন, "আমি বহিরাগত! তাহলে তো আমার বাংলায় মুখ্যমন্ত্রীই হওয়া উচিত ছিল না।"

বলেছেন, " আপনাদের মনে আছে, ১৪ মার্চ গুলি চলেছিল। সেই সময় আমার একটা অপারেশন হয়েছিল। বাড়ির বাইরে বেরোতে বারণ করেছিলেন ডাক্তাররা। তা-ও বেরিয়ে চলে এসেছিলাম। আমার গাড়িতে সে দিন পেট্রোল বোমা মেরেছিল। সে দিন কেউ ছিল না। আমি কিন্তু রাস্তায় বসেছিলাম। নন্দীগ্রামে যাবই বলে দিয়েছিলাম। রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গাঁধী ফোনে বলেছিলেন, আপনাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করা হচ্ছে। আপনি ফিরে আসুন। কিন্তু আমি ফেরত যাইনি। স্কুটারে করে চলে এসেছিলাম নন্দীগ্রামে। আমায় আটকাতে পারেনি সিপিএম। তমলুক থেকে চণ্ডীপুর চলে এসেছিলাম, যেখানে সোহম দাঁড়িয়েছে। সেখানেও গাড়ি আটকে দিল। কুমন্তব্য করা হচ্ছিল। তার পর ঠেলে ঠেলে নন্দীগ্রামে এসেছিলাম। তার পর কী ভাবে মারধর করা হয়, লাঠিচার্জ করা হয়, আপনারা দেখেছেন। সেখান থেকেই বাংলা জুড়ে নন্দীগ্রাম আন্দোলন করলাম। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি সেদিন যাদের আন্দোলন করার কথা ছিল তারা আন্দোলন করা তো দূর, বাড়ির বাইরেও পা রাখেননি। আর এখন আমি হয়ে গেলাম বহিরাগত। আমি কেন বহিরাগত হতে যাব। আমি তো ঘরের মেয়ে।গ্রামের মেয়ে।গ্রামের জন্য ভালবাসা রয়েছে। শহরে বড় হয়েছি। সব দিয়েছে। কিন্তু গ্রামে ফিরে যাই কারণ গ্রাম আমাকে হারিয়ে যাওয়া ছোট্টবেলা ফিরিয়ে দিয়েছে। আমাকে বহিরাগত বলছেন? আমি বাইরের লোক হয়ে গেলাম! যাঁরা গুজরাত থেকে আসছেন, রাজস্থান থেকে আসছেন, তাঁরা বাংলার লোক হয়ে গেলেন?''কর্মীসভার মঞ্চে উঠে তাঁদের মনে করিয়ে দিলেন সেই পুরানো লড়াইয়ের কথা। বলেই দিলেন, লড়েছেন তিনিই। যাদের লড়াই করার কথা ছিল তাঁরা ছিল ঘরে বসে। ইঙ্গিত স্পষ্ট, তীরের অভিমুখে অধিকারী পরিবার। তাই বার বার এদিন নেত্রী শুনিয়েছেন, ''ভুলতে পারি সবার নাম, ভুলবো না নন্দীগ্রাম।" আর তাই বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নন, তৃণমূলের নেত্রী নন, ঘরের মেয়ে হয়েই লড়াই করবেন তিনি নন্দীগ্রামের বুক থেকে। বহিরাগত তিনি নন।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

সব স্বার্থ, বাকি অজুহাত : দলত্যাগীদের প্রসঙ্গে কড়া বার্তা অরূপ রায়ের

তারাপীঠ, ৯ মার্চ (হি. স.) : ভোটের আগে মঙ্গলবার তারাপীঠে পুজো দিতে আসেন রাজ্যের সমবায় মন্ত্রী অরূপ রায়। তারাপীঠে তারা মায়ের পুজো দেওয়ার পর তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হলে দলত্যাগীদের নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। আর এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে অরূপ রায় জানান, ''সব স্বার্থ, বাকি অজুহাত''।

অরূপ রায়ের কথায়, 'যারা রাজনীতি করতে আসেন তারা দুটি লক্ষ্য নিয়ে আসেন। এক হলো স্বার্থ এবং অন্যটি হলো আদর্শ। বর্তমানে যে সকল নেতা নেত্রীরা তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যাচ্ছেন তারা তাদের আদর্শকে ত্যাগ করে বিজেপির মত একটি দলে নাম লেখাচ্ছেন কেবলমাত্র নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য। তবে এই দলত্যাগের কারণে তৃণমূলের উপর তার কোনো প্রভাব পড়বে না। বরং তৃণমূল বিধানসভা নির্বাচনে ২২৫-এর বেশি আসন নিয়ে তৃণমূল ক্ষমতায় আসবে।'

হাওড়ার রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়, জটু লাহিড়ীর মতো নেতাদের দল থেকে নিয়েও প্রশ্ন উঠলে তিনি জানান, 'জটু লাহিড়ীকে তৃণমূল পরপর চারবার বিধানসভা নির্বাচনে টিকিট দিয়েছিল। ২০০৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনে হেরে যাওয়ার পর তাকে পৌরসভায় টিকিট দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ দলের তরফ থেকে তাঁকে পাঁচবার টিকিট দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এবার করোনার জন্য ৮০ বছরের বেশি নেতাদের টিকিট না দিয়ে সম্মানজনক পদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় দল। আর এর পরেও তিনি কিভাবে নিজের নীতি আদর্শ ত্যাগ করে বিজেপিতে যেতে পারেন তাই প্রশ্নের।'

হাওড়ায় একের পর এক তৃণমূল নেতাদের বিজেপিতে যোগদানের পর দলের ক্ষতির প্রসঙ্গ উঠলে তিনি তাকে উড়িয়ে দিয়ে বলেন, 'আরও বেশি জনসমর্থন নিয়ে আমরা জয়ী হবো। হাওড়ায় ১৬টি বিধানসভার মধ্যে ১৬টিতেই তৃণমূল জয়যুক্ত হবে।' পাশাপাশি নন্দীগ্রামের প্রসঙ্গ উঠলে অরূপ রায় দাবি করেন, 'নন্দীগ্রামে মমতা দিয়ে বিপুল ভোটে জয়ী হবেন।' অন্যদিকে মিঠুন চক্রবর্তীর বিজেপিতে যোগদান প্রসঙ্গ উঠলে অরূপ রায় সেই নীতি আদর্শের প্রসঙ্গ টেনে আনেন। যদিও তিনি ব্যক্তি আক্রমণের পথ বেছে না নিয়ে কটাক্ষ করে বলেন, 'মিঠুন চক্রবর্তীর সাথে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক ভালো ছিল। কিন্তু মানুষ রাজনীতিতে আসেন নীতি আদর্শ নিয়ে। আর কিছু লোক স্বার্থসিদ্ধির জন্য আসেন। উনি কি নিয়ে এসেছেন উনি জানেন।'

পাশাপাশি রাজ্যের ৮ দফা ভোট প্রসঙ্গে অরূপ রায় দাবি করেন, 'রাজ্যে এই ৮ দফা ভোট করিয়ে বাঙ্গালীদের অপমানিত করা হচ্ছে। তবে এরপর এই তৃণমূল এককভাবে লড়াই করে এবারের বিধানসভা নির্বাচনে ২২৫ এর বেশি আসন পেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে।' হিন্দুস্থান সমাচার / হেমোভ

তৃণমূলের প্রার্থী বদলের দাবিতে বিক্ষোভ জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জে

রাজগঞ্জে, ৯ মার্চ (হি. স.) : বিধায়ক তথা প্রার্থীর কুশপুতুল পুড়িয়ে মঙ্গলবার বিক্ষোভ দেখালেন তৃণমূল সমর্থকরা। আর দাবি তুললেন প্রার্থী বদলের। বিক্ষোভ তীরে বিদ্ধ জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক খগেশ্বর রায়। এদিন তাঁরই কুশপুতুল পুড়িয়ে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে রাজগঞ্জে।

৩ দফার বিধায়ক। তাঁর ওপর ভরসা রয়েছে দলীয় নেতৃত্বেরও। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে মোদী ঝড়ের মধ্যেও ওই আসন থেকে এগিয়েছিল দল। তাতে জয়ের মুখ না দেখা গেলেও এলাকার বিধায়কের ওপর আস্থা থেকে গিয়েছিল দলের শীর্ষ নেতৃত্বের। তাই এবারেও তাঁকেই দলের টিকিট দিয়েছে দল। কিন্তু এখন তাঁকে প্রার্থী হিসাবে মানতে নারাজ দলেরই একাংশের নেতাকর্মীরা। তার জেরে এদিন তাঁরা রীতিমত বিক্ষোভ দেখান।

খগেশ্বরবাবু প্রথম বিধায়ক হন ২০০৯ সালের উপনির্বাচনে। এর পরে ২০১১ ও ২০১৬ সালেও তিনি তৃণমূলের প্রার্থী হিসাবে জেতেন। কিন্তু মঙ্গলবার স্থানীয় তৃণমূলেরই একাংশ দাবি তুলেছে খগেশ্বর রায়কে বদল করতে হবে। এই দাবী তুলে এদিন রাজগঞ্জ ব্লকের ১৩টি অঞ্চলে বিক্ষোভ দেখালেন যে সব তৃণমূলের ন্তাকর্মীরা তাঁরা সবাই জেলা তৃণমূলের নেতা কৃষ্ণ দাসের অনুগামীরা। তাঁদের দাবি, টিকিট দিতে হবে কৃষ্ণ দাসকে। সেই দাবিকে সামনে রেখেই তাঁরা কোথাও পথ অবরোধ, আবার কোথাও বিক্ষোভ মিছিল কিংবা কুশপুতুল পুড়িয়ে বিক্ষোভ দেখান। তাদের সবার মুখে একটাই কথা ছিল, ''একজন মাতালকে প্রার্থী হিসেবে আমরা কিছুতেই মেনে নেব না। প্রার্থী বদল করতে হবে। নইলে বিক্ষোভ চলবে।"

এদিন রংধামালী এলাকায় খগেশ্বর রায়ের ছবি লাগিয়ে কুশপুতুল তৈরি করে তাতে মদের বোতল ঝুলিয়ে দেন বিক্ষোভকারীরা। এরপর বিধায়কের ছবির মুখে মদ ঢেলে দিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করার পর কুশপুতুল পুড়িয়ে দেন তাঁরা। প্রসঙ্গত এবারে রাজগঞ্জ বিধানসভা আসনে তৃণমূলের প্রার্থী হিসেবে দাবিদার ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলার এসসি-এসটি-ওবিসি সেলের চেয়ারম্যান তথা তৃণমূলের দাপুটে নেতা কৃষ্ণ দাস। তাঁর অনুগামীদের দাবি, টিকিট পাওয়ার ব্যাপারে দলের জেলা সভাপতি, প্রশান্ত কিশোর পর্যন্ত কৃষ্ণবাবুকে আস্বস্ত করেছিলেন। তাই তিনি রাজগঞ্জ আসনে প্রার্থী হচ্ছেন এমনটাই আশাবাদী ছিলেন। কিন্তু প্রার্থী পদ ঘোষনার দিন তাঁর নামের বদলে পুনরায় খগেশ্বর রায়ের নাম ঘোষনার পর কার্যত সেদিন বিকেল থেকেই তাঁর অনুগামীরা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেছেন যা আজও অব্যাহত থাকলো।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

আয়কর দপ্তরের হানা ব্যঙ্গাত্মকভাবে কেন্দ্রকে ঠুকলেন তাপসী

মুম্বই: কিছুদিন আগেই আয়কর দপ্তরের তল্লাশি চালায় তাপসী পান্নু ও অনুরাগ কাশ্যপের বাড়িতে। অনুরাগ কাশ্যপের অফিসও তল্লাশি চালানো হয়। সেই তল্লাশি অভিযান নিয়ে এবার মুখ খুললেন তাপসী।

সম্প্রতি তিনি এই নিয়ে টুইট করেছেন। বলছেন, তিনটি জিনিসের সন্ধান করেছেন আয়কর দপ্তরের অফিসাররা। "প্রথমটি হল, প্যারিসের সেই "তথাকথিত" বাংলোর চাবি, যার মালকিন নাকি আমি। কারণ গ্রীষ্মের ছুটি আসছে। দ্বিতীয়টি, "তথাকথিত" ৫ কোটি টাকার রসিদ যেটি আমি প্রত্যাখ্যান করেছি। ওটা আমি ভবিষ্যতের জন্য ফ্রেম করে রেখে দেব। আর তিন নম্বর কারণটি হল, শ্রদ্ধেয় অর্থমন্ত্রীর দাবী অনুযায়ী ২০১৩ সালের আমার বাড়িতে তল্লাশি হয়েছিল।" এরপরই তাপসী লিখেছেন, "আর সস্তা নই।"

কার্যত তিনটি টুইট করে কেন্দ্রকে ব্যঙ্গাত্মকভাবে বিঁধেছেন তাপসী। তাঁর ও অনুরাগ কাশ্যপের বাড়ি ও অফিসে তল্লাশির পর আয়কর দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়, অনুরাগ কাশ্যপের ফ্যান্টম ফিল্মসের আর্থিক দিকে পরিচালক ও কোম্পানির শেয়ার হেল্ডারদের মধ্যে ৩৫০ কোটি টাকা লেনদেন হয়েছে যার কোনও হিসাব নেই। পাশাপাশি এও জানানো হয় তাপসী পান্নুর কাছ থেকে ৫ কোটি টাকা উদ্ধার হয় যার কোনও হিসাব নেই। রিচালক অনুরাগ কাশ্যপ ও অভিনেত্রী তাপসী পান্নুর বাড়িতে তল্লাশি চালাল আয়কর দপ্তর। তাদের বিরুদ্ধে কর ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। তার পরিপ্রেক্ষিতেই বলিউডের এই দুই সেলেব্রিটির বাড়িতে তল্লাশি চালান ইনকাম ট্যাক্সের অফিসাররা। মুম্বই ও পুনের প্রায় ৩০টি জায়গায় তল্লাশি চালানো হয়। এর মধ্যে রয়েছে ফান্টম ফিল্মসের অফিস। এই প্রযোজনা সংস্থা অনুরাগ কাশ্যপ, বিকাশ বহেল ও মধু মন্টেনা চালাতেন। কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর একটি সম্মেলনে বলেছেন, "আয়কর দপ্তরের কাছে যে তথ্য ছিল তার উপর ভিত্তি করে তদন্ত চালায় তারা। পরে মামলাটি আদালতে ওঠে।"

তবে অনুরাগ ও তাপসীর বাড়িতে আয়কর দপ্তরের হানার পিছনে অনেকেই রাজনৈতিক গন্ধ পাচ্ছেন। কারণ এই দুজন প্রয়শই সরকারের একাধিক নিয়ম নীতির সমালোচনা করেন। কিছুদিন আগে কেন্দ্র কৃষকদের জন্য যে তিনটি কৃষি আইন পাশ করেছিল, তার বিরুদ্ধেও সরব হয়েছিলেন তাঁরা। সম্প্রতি তাপসী পান্নু রিহানার কৃষকদের সমর্থন করা পোস্ট নিয়ে সরকারকে যে সব সেলিব্রিটি সমর্থন করেছিলেন তাদের সমালোচনা করেন।

নচিকেতার গল্পে কামব্যাক করছেন ঢালিউড কুইন অপু বিশ্বাস

মাঝে একটা সুদীর্ঘ বিরতি। গত ২০১৮ সালে মুক্তি পেয়েছিলো ঢালিউড অভিনেত্রী অপু বিশ্বাস অভিনীত 'পাংকু জামাই' সিনেমা।মাঝে ব্যাক্তিগত জীবনের ঝড় ঝাপটা সামলে আবার বড় পর্দায় প্রত্যাবর্তন করছেন ওপার বাংলার জনপ্রিয় নায়িকা অপু বিশ্বাস।তাও আবার দুই বাংলার জনপ্রিয় গায়ক যার কলম ও সুর বারংবার ঝড় তুলেছে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং জীবনে,তাঁর গল্পে।তবে শুধু অপু বিশ্বাস

নয়,ওপার বাংলার আরও এক ঝাঁক প্রতিভা অভিনয় করবে এই গল্পে।খুব শীঘ্রই মুক্তি পাবে নতুন সিনেমা 'শর্টকাট'। জনপ্রিয় গায়ক নচিকেতা চক্রবর্তীর গল্পে এ সিনেমাটি তৈরি হয়েছে কলকাতায়। এ ছবিটি পরিচালনা করছেন পরিচালক সুবীর মন্ডল।

বিত্তবান পরিবারের এক ছেলে এবং তার ঠিক পাশের বস্তিতে থাকা আরেকটি ছেলের গল্পে তৈরী হচ্ছে 'শর্টকাট' এর বুনন। এখানে অপু বিশ্বাসের বিপরীতে অভিনয় করেছেন কলকাতার গৌরব চক্রবর্তী। ছবিতে বাংলাদেশ থেকে আরও আছেন অরিন, রেবেকা রউফ ও গৌতম সাহা। এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন টলিউড তারকা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়।অপু সম্প্রতি ছবিটির ডাবিং শেষ করে এসেছেন কলকাতা থেকে। এই ছবি নিয়ে উচ্ছশিত অপু বিশ্বাস জনিয়েছেন,এই ছবি নিয়ে তিনি খুব আশাবাদী।ছবির গল্প যথেষ্ট স্ট্রং।

অন্যদিকে এই ছবি অপু বিশ্বাসের কাম ব্যাক বলা যায়।এতদিন পরে আবারও দর্শকের সামনে ফেরার সুযোগ হচ্ছে। দুই বাংলার প্রিয় গায়ক নচিকেতার লেখা গল্পের সিনেমায় নায়িকা হয়েছি। এটা বাড়তি আনন্দ তাঁর কাছে। অপু বিশ্বাসের এই চরিত্রে নানা ধরনের শেড আছে।যা দর্শক তারিয়ে উপভোগ করবেন।প্রসঙ্গত, বর্তমানে 'শর্টকাট' ছাড়াও অপু বিশ্বাস অভিনীত আরও দুটি সিনেমা মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে শাহরিয়ার নাজিম জয়ের পরিচালনায় 'প্রিয় কমলা' ও দেবাশীষ বিশ্বাসের 'শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ'।

এবার বড়পর্দায় সাইনা টিজারেই নজর কাড়লেন পরিণীতি

বেশ কয়েকবছর হল বলিউডে ভারতীয় অ্যাথলিটদের নিয়ে তৈরি বায়োগ্রাফিক্যাল ড্রামা মন জুগিয়ে এসেছে তামাম দর্শকুলের। তা সে 'ভাগ মিলখা ভাগ' হোক অথবা 'এমএস ধোনি দ্য আনটোল্ড স্টোরি' কিংবা 'দঙ্গল'। তালিকাটা আরও দীর্ঘ। আর সেই তালিকায় নবতম সংযোজন সাইনা। অলিম্পিকের মঞ্চে ব্যাডমিন্টনে দেশকে প্রথম পদক এনে দেওয়া সাইনা নেহওয়ালের জীবনী এবার রুপোলি পর্দায়। সুইস ওপেনের প্রথম রাউন্ড থেকে তারকা শাটলার ছিটকে যাওয়ার পরদিনই সাইনাকে নিয়ে তৈরি বলিউডে বায়োগ্রাফিক্যাল ড্রামার টিজার মুক্তি পেল আনুষ্ঠানিকভাবে।

ছবিতে হায়দরাবাদি শাটলারের চরিত্রে অভিনয় করছেন 'শুদ্ধ দেশি রোমান্স', 'হাসি তো ফাসি', 'কেশরি' খ্যাত অভিনেত্রী পরিণীতি চোপড়া। 'সাইনা'র টিজারে সাইনার চরিত্রে দারুণভাবে নজর কাড়লেন অভিনেত্রী। সেই পরিচিত ব্যাক-কোর্ট স্ম্যাশ, গালে তিল নিয়ে পরিণীতিই যেন নেটাগরিকদের কাছে নতুন সাইনা।

সাবালিকা অর্থাৎ ১৮-তে পা দিতে না দিতেই নিজেদের সমস্ত প্যাশনের আত্মবলিদান দিয়ে স্বামীর ঘরে গিয়ে সংসারের হাল ধরা। একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও এই 'স্টিরিওটাইপ' বা অন্ধবিশ্বাসের নাগপাশ থেকে মুক্ত হতে পারেনি এদেশের মেয়েরা। টিজারের শুরুতেই এমনই এক সামাজিক বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন 'স্ট্যানলি কা ডাববা' খ্যাত পরিচালক অমল গুপ্তে। এরপর সাইনা নিজেই বলছেন, তাঁকে অন্তত অন্ধবিশ্বাসের নাগপাশে বন্দি হতে হয়নি। ২০১২ লন্ডন অলিম্পিকে ব্রোঞ্জজয়ী সাইনা টিজারে বলেছেন, 'হাতা-কড়াইয়ের পরিবর্তে আমি হাতে তুলে নিয়েছিলাম অস্ত্র।' অস্ত্র বলতে তিনি যে এখানে কী বুঝিয়েছেন, সেটা আর নতুন করে বলে দেওয়ার দরকার পড়ে না।

বিশ্বের প্রাক্তন এক নম্বর, কমনওয়েলথ গেমসে ৫টি পদক, সর্বোপরি দেশকে অলিম্পিক পদক এনে দেওয়া সাইনার বায়োগ্রাফিক্যাল ড্রামা নিয়ে বলিউডে চর্চা চলছিল বহুদিন ধরেই। আর সাইনার চরিত্রে নিজেকে বিশ্বস্ত প্রমাণ করতে পরিণীতি যেভাবে নিজেকে তৈরি করেছেন, সেটা নিয়েও কম লেখালেখি হয়নি। ব্যাডমিন্টন কোর্টে হায়দরাবাদি শাটলারের অবাধ বিচরণ পর্দায় ফুটিয়ে তুলতে শরীরের ওজন ঝরিয়েছেন পরিণীতি। আর সাইনার চরিত্রে অভিনয়ের জন্য অভিনেত্রীর সেই ডেডিকেশন দেড় মিনিটেরও কম সময়ের টিজারেই স্পষ্ট।

চলতি মাসের ২৬ তারিখেই প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে সাইনা। তার আগে অবশ্য ট্রেলার মুক্তির অপেক্ষা। প্রথম বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক কপিল দেবের বায়োগ্রাফিক্যাল ড্রামা '৮৩'-র মুক্তির অপেক্ষায় থাকা বলিউডের ফোকাস বাইশ গজ থেকে কিছুটা সরে গিয়ে আপাতত ব্যাডমিন্টন কোর্টে। বিশ্বজোড়া খ্যাতি কুড়িয়ে নিতে মা-বাবা এবং কোচেদের যে সমর্থন সাইনা পেয়েছেন, তাও বলা হয়েছে স্বল্পক্ষণের টিজারে। ছবিতে সাইনার কোচ পুল্লেলা গোপীচাঁদের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন মানব কৌল। সবমিলিয়ে অলিম্পিকের বছরে ব্যাডমিন্টনে দেশের প্রথম অলিম্পিক পদকজয়ীর জীবনের গল্প শোনার প্রহর গোনা শুরু হল বৃহস্পতিবার থেকেই

সুশান্তের মৃত্যুর জন্য কেন তাঁকেই দায়ী করা হচ্ছে, প্রকাশ্যে মুখ খুললেন অঙ্কিতা

২০২০ সালের ১৪জুন, অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুত আত্মহত্যা করেন। মুম্বাইয়ের বান্দ্রায় নিজের বাড়িতে গলায় দড়ি দিয়ে তাঁর ঝুলন্ত দেহ পাওয়া যায়।জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন অভিনেতা। সেই থেকেই চরম সিদ্ধান্ত নেন অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুত।মাত্র ৩৪ বছর বয়সী তরুণ তাজা প্রাণের এই পরিণতি দেখে বলিউডের অন্দরে চলা নেপতিজ, পাওয়ার প্লে থেকে শুরু করে মাদক মামলা অব্দি চলে আসে প্রশাসনের স্ক্যানার এর তলায়।

কিন্তু এই সবের মধ্যে সব থেকে বেশি আলোচিত হয় সুশান্ত সিং রাজপুত এর সাথে রিয়া চক্রবর্তীর সম্পর্ক ও সুশান্তের প্রাক্তন প্রেমিকা অঙ্কিতা লোখান্ডের কথা। মামলা এতটাই গুরুতর হয়ে ওঠে যে তা এনসিবির ছত্রছায়ায় চলে আসে। দীপিকা পাড়ুকোন সারা আলি খান, শ্রদ্ধা কাপুর, রিয়া চক্রবর্তী তাঁর ভাই সৌভিক চক্রবর্তীকে জেরা করা শুরু হয়। রিয়া চক্রবর্তী এবং তার ভাই সৌভিক চক্রবর্তীকে জেলের ঘানি পর্যন্ত টানতে হয়। কিন্তু সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যু তদন্তের কোনো সুরাহা হয় নি। এই অবস্থার মধ্যে আরও একজন মানুষ বারবার অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছেন। তিনি সুশান্তের প্রাক্তন প্রেমিকা অঙ্কিতা লোখান্ডে। সুশান্তের মৃত্যুর পর থেকে যতবারই সোশ্যাল সাইটে অঙ্কিতা কোনরকম ছবি বা ভিডিও পোস্ট করছেন বা কোন মুহুর্ত শেয়ার করছেন তার অনুরাগীদের সঙ্গে, তখনই তাকে উদ্দেশ্য করে নানান কটুক্তি করছেন কিছু নেটিজেন। অঙ্কিতা কেন ভিডিয়ো শেয়ার করছেন, মৃত্যুর পর সুশান্ত শান্তি পেয়েছেন, তাঁর কি সুশান্তের কথা একবারও মনে পরেনা, এবার সন্দীপ সিং এর সাথে বিয়ে করে নিন,সুশান্তকে নিয়ে তিনি নাটক করা পাবলিসিটি দেখিয়েছেন।এরকম নানা কমেন্টে ভরে যায় তাঁর সোস্যাল সাইট।

পুলিশ এবং প্রশাসনের খাতাতেও কখনো অঙ্কিতা লোখান্ডের নাম আসেনি। কিন্তু বারংবার নেটিজেনদের কটাক্ষ শুনতে শুনতে বিরক্ত অঙ্কিতা লোখান্ডে।সুশান্তের মৃত্যুর পর তাঁকে নানা ভাবে দোষারোপ করা হচ্ছে। এই ঘটনার বারংবার পুনরাবৃত্তিতে ভেঙে পড়েছেন অঙ্কিতা লোখান্ডে। এই নিয়ে এবার প্রকাশ্যে মুখ খুললেন অঙ্কিতা। তিনি বললেন, সুশান্তের মৃত্যুর পর থেকে তাকে যেভাবে বিনা কারণে দোষারোপ করা হচ্ছে তা অনর্থক এবং অযৌক্তিক।এসব বন্ধ করতে আবেদন জানান তিনি।

অঙ্কিতা এও বলেন, তাঁর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কিছু না জেনেই কিছু মানুষ তাকে বারংবার আক্রমণাত্মক মন্তব্য করছেন। এই ভিডিওতে তিনি এও জানান যে একসময় তিনি ও অবসাদ এর মধ্যে দিয়ে দিন কাটিয়েছে সেই সময় তার পাশে কেউ ছিল না নিজের পরিবার ছাড়া।

নিজেদের সম্পর্ক বিচ্ছেদ নিয়েও কথা বললেন অঙ্কিতা। অঙ্কিতা জানান, সুশান্ত নিজের জীবনে প্রচুর সাফল্য অর্জন করতে চেয়েছিলেন।ফলে সুশান্ত যখন নিজের রাস্তা বেছে নেন, তখন তিনি নিজেও নিজের রাস্তা বেছে নিয়েছিলেন।পাশাপাশি অভিনেত্রী বার্তা দেন, চারপাশে ঘৃণা নয় ভালবাসা ছড়িয়ে দেওয়ার।

সুখবর ! মা হতে চলেছেন শ্রেয়া ঘোষাল

অনুষ্কা শর্মা ও করিনা কাপুরের পর এবার সন্তান মুখ দেখতে চলেছেন শ্রেয়া ঘোষাল। টুইটারে এই সুসংবাদ দিয়েছেন তিনি।

বৃহস্পতিবার টুইটারে গায়িকা নীল রঙের গাউন পরে একটি ছবি পোস্ট করেন। ছবিতে তাঁর বেবি বাম্প স্পষ্ট। গায়িতা লেখেন, "বেবি শ্রেয়াদিত্য আসছে। শিলাদিত্য ও আমি আপনাদের সঙ্গে এই খবর শেয়ার করতে পেরে খুশি। আমাদের জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করার জন্য বেশ পছন্দসই এবং দামি উপহার আনেন তিনি। তার কিছুদিন আগে কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছেন অনুষ্কা শর্মা ও বিরাট কোহলি। মেয়ের নাম তাঁরা রেখেছেন ভামিকা। যদিও সইফ ও করিনার দ্বিতীয় ছেলের নাম এখনও প্রকাশে আসেনি।

প্রসঙ্গত, করিনা ও অনুষ্কা দুজনেই এখন মাতৃত্বের স্বাদ চেটেপুটে উপভোগ করছেন। প্রেগন্যান্সির মধ্যেও আমির খানের সাথে পুরোদমে দিল্লীতে 'লাল সিং চাড্ডা' শুটিং চালিয়ে গেছিলেন তিনি। দিল্লীতে স্ত্রীর যত্ন নিতে পৌঁছেছিলেন সইফ আলি খান ও বড় ছেলে তৈমুর আলি খান।

জন্য আপনাদের ভালোবাসা ও আশীর্বাদ প্রয়োজন।"

কিছুদিন আগেই দ্বিতীয়বার মা হয়েছেন করিনা কাপুর খান। পুত্র সন্তানের জন্ম দেন তিনি। নবজাতককে নিয়ে বাড়িতে ফেরার পর করিশ্মা কাপুর, সোহা আলি খান, কুণাল খেমুরা দেখতে আসেন তাঁদের। করিনার মা ববিতা কাপুর, দিদি করিশমা কাপুর সকলেই এসেছিলেন সইফ-করিনার বাড়িতে। সইফ, করিনার নতুন বাড়িতে হাজির হন সারাও। নিজের ছোট ভাইয়ের মাতৃত্ব মানেই যে শুধু বিরতি আর অখণ্ড অবসর নয় তা করিনার জীবন থেকে স্পষ্ট। তাই দ্বিতীয় প্রেগন্যান্সির পরেই নিজের অনুরাগীদের জন্য যে ছবি তিনি পোস্ট করলেন তাঁর টাইমলাইনে তাতেও তাঁর রূপ থেকে জেল্লা উপচে পড়ছে।মাথায় টুপি,চোখে কালো সানগ্লাস আর পাউটমুখী করিনার রূপ দেখে মন ভরে গেলো অনুরাগীদের। অর্জুন কাপুর কমেন্ট বক্সে লিখেছেন 'রোস্ট চিকেন গ্লো'। করিনার পর এবার পালা শ্রেয়ার। তাঁর কাছ থেকে সুখবর শোনায় আশায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন অনুরাগীরা।

বি-টাউনের ৩৩টি নাম এনসিবির স্ক্যানারে, নয়া মোড় সুশান্ত মৃত্যু তদন্তে

সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যু তদন্তে নয়া মোড়। এবার এনসিবির স্ক্যানার এর আন্ডারে মোট ৩৩ টি নাম। বেশিরভাগ নামই বি-টাউনের ব্যক্তিত্বদের। সুশান্ত সিং রাজপুত এর মৃত্যুর পর থেকেই বলিউডের একাধিক ব্যক্তির নাম জড়িয়ে পড়ে মাদক কাণ্ডে।

শুক্রবার, আদালতে তরফে ১২ হাজার পাতার চার্জশিট জমা করা হয়। এমনকী, চার্জশিটে ৩৩ জন অভিযুক্তের পাশাপাশি ২০০ জন প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ান রয়েছে। এরই সঙ্গে,চার্জশিটের ১২ হাজার পাতার হার্ডকপির সঙ্গে এদিন ডিজিটাল ফরম্যাটে ৫০হাজার পাতা জমা করা হয়েছে। আগে মাদক মামলায় দীপিকা পাড়ুকোন, রাকুল প্রীত সিং, করিশ্মা প্রকাশ, সারা আলি খান, শ্রদ্ধা কাপুর সহ একাধিক তারকাকে মাদক মামলায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। ফেব্রুয়ারি মাসের ২ তারিখ সুশান্তের বন্ধু তথা সহকারী পরিচালক ঋষিকেশ পাওয়ারকে গ্রেফতার করে। ২০২০ সালের ১৪জুন, অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুত আত্মহত্যা করেন।মুম্বাইয়ের বান্দ্রায় নিজের বাড়িতে গলায় দড়ি দিয়ে তাঁর ঝুলন্ত দেহ পাওয়া যায়।জানা যায়,দীর্ঘদিন ধরে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন অভিনেতা। সেই থেকেই চরম সিদ্ধান্ত নেন অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুত।মাত্র ৩৪ বছর বয়সী তরুণ তাজা প্রাণের এই পরিণতি দেখে বলিউডের অন্দরে চলা নেপটিজ,পাওয়ার প্লে থেকে শুরু করে মাদক মামলা অব্দি চলে আসে প্রশাসনের স্ক্যানার এর তলায়।

কিন্তু এই সবের মধ্যে সব থেকে বেশি আলোচিত হয় সুশান্ত সিং রাজপুত এর সাথে রিয়া চক্রবর্তীর সম্পর্ক ও সুশান্তের প্রাক্তন প্রেমিকা অঙ্কিতা লোখান্ডের কথা। মামলা এতটাই গুরুতর হয়ে ওঠে যে তা এনসিবির ছত্রছায়ায় চলে আসে। দীপিকা পাড়ুকোন সারা আলি খান, শ্রদ্ধা কাপুর, রিয়া চক্রবর্তী তাঁর ভাই সৌভিক চক্রবর্তীকে জেরা করা শুরু হয়।তাঁদের মোবাইল,এ টি এম কার্ড পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল।রিয়া চক্রবর্তী এবং তার ভাই সৌভিক চক্রবর্তীকে জেলের ঘানি পর্যন্ত টানতে হয়।

কিন্তু সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যু তদন্তের কোনো সুরাহা হয় নি। 'জাস্টিজ ফর সুশান্ত' বলে ক্যাম্পেইন পর্যন্ত করেছে সুশান্ত সিং রাজপুতের ভক্তকূল। মৃত্যুর তদন্তের কিনারা না হলেও বলিউডের একাধিক অন্ধকার দিক উঠে এসেছে তারপর।

ডা. আম্বেদকর নার্সিং কলেজের পাসিং আউট অনুষ্ঠান। ছবি ঃ নিজস্ব

ভারতের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন পরিবহনে বাংলাদেশের আয় বাড়বে

মনির হোসেন,ঢাকা,মার্চ ০৯।। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে উঠলে দুই দেশেরই জাতীয় আয় বাড়বে। এতে বাংলাদেশে জাতীয় আয় বাড়বে ১৭ শতাংশ এবং ভারতের বাড়বে ৮ শতাংশ।

মঙ্গলবার (৯ মার্চ) 'কানেক্টিং টু থ্রাইভ: চ্যালেঞ্জেস অ্যান্ড অপর্চুনিটিস অব ট্রান্সপোর্ট ইন্টেগ্রেশন ইন ইস্টার্ন সাউথ এশিয়া' শীর্ষক এক নতুন প্রতিবেদনে এ তথ্য প্রকাশ করেছে বিশ্বব্যাংক। প্রতিবেদনে বাংলাদেশ-ভুটান-ভারত-নেপালের (বিবিআইএন) মোটরযানবাহনের তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ ও ভুটানে নিযুক্ত বিশ্বব্যাংকের কান্টি ডিরেক্টর মার্সি টেম্বন বলেন, 'ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশ হলো ভারত, নেপাল, ভুটান ও পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে প্রবেশের গেটওয়ে। আঞ্চলিক বাণিজ্য, ট্রানজিট ও লজিস্টিক নেটওয়ার্ক উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ এ অঞ্চলে অর্থনৈতিক পাওয়ারহাউজ হতে পারে।' তিনি আরও বলেন, 'গত দশকে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্য বেড়েছে যথেষ্ট পরিমাণে, তবে এটি বর্তমান সম্ভাবনার চেয়ে প্রায় ১০ বিলিয়ন ডলার কম। আঞ্চলিক ও বাণিজ্য ট্রানজিট শক্তিশালী করতে আঞ্চলিক সড়ক, জলপথ করিডোর, স্থলবন্দর, বাণিজ্যের জন্য ডিজিটাল ও স্বয়ংক্রিয় সিস্টেমে উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকারকে সহযোগিতা করছে বিশ্বব্যাংক।'

ভারতে নিযুক্ত বিশ্বব্যাংকের কান্টি ডিরেক্টর জুনায়েদ আহমেদ বলেন, 'দণি এশিয়ার দেশগুলোর উন্নয়নে যোগাযোগ ব্যবস্থায় (রেল, অভ্যন্তরীণ পানিপথ ও সড়ক) বিনিয়োগ করা প্রয়োজন। বিশেষ করে এই অঞ্চলের অর্থনীতি করোনার প্রভাব কাটিয়ে উঠছে। এখন দীর্ঘমেয়াদি অন্তর্বর্তী ও টেকসই উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ।'

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আগের এক বিশ্লেষণে দেখা গেছে এই দুই দেশের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি হলে ভারতে বাংলাদেশের রফতানি বাড়বে ১৮২ শতাংশ এবং বাংলাদেশে ভারতের রফতানি বাড়বে ১২৬ শতাংশ। বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন অনুমান করছে, বর্তমানে বাংলাদেশে ভারতের ট্রাক চলাচলের অনুমোদন নেই। ফলে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল ভারতের মূল ভূ-খণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলো কেবল শিলিগুড়ি করিডোরের মাধ্যমে ভারতের মূল ভূ-খণ্ডে মাধ্যমে সংযুক্ত। এই রুট দীর্ঘ ও ব্যয় সাপে। উদাহরণস্বরূপ, ভারতের আগরতলার পণ্য ১৬০০ কিলোমিটার ঘুরে শিলিগুড়ি করিডোর দিয়ে কলকাতা বন্দরে পৌঁছে। বাংলাদেশের ভূ-খণ্ড ব্যবহার করতে পারলে আগরতলা থেকে কলকাতা বন্দরে পৌঁছতে মাত্র ৪৫০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে হবে। বাংলাদেশের ভূ-খণ্ড ব্যবহার করতে পারলে আগরতলা-কলকাতা পণ্য পরিবহনে খরচ কমবে ৮০ শতাংশ।

নবান্নে বিজেপি-র প্রতিনিধি দল, চিঠি মুখ্যসচিবকে

কলকাতা, ৯ মার্চ (হি.স.): প্রক্সি ভোটে কারচুপি রোখার দাবি জানাল বিজেপি। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বিজেপি-র এক প্রতিনিধিদল এ ব্যাপারে নবান্নে গিয়ে একটি দাবিপত্র দিয়ে আসেন।

এদিনের চিঠিতে জানানো হয়েছে, বিষয়টি নিয়ে দলের তরফে গত ১ মার্চ কলকাতা পুলিশের কমিশনারকে, ৫ ও ৮ মার্চ মুখ্য নির্বাচনী অফিসারকে লিখিত চিঠি দেওয়া হয়েছিল। বিধি মনে চলতে গত ৩ মার্চ পুলিশ কমিশনার একটি নির্দেশিকা জারি করেন। তার পরেও পুলিশ কল্যাণ সংগঠনের তরফে বিধি বহির্ভূত কাজ চলছে। নির্দিষ্ট ৯ পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে এ ব্যাপারে অনিয়মের অভিযোগও এনেছে বিজেপি। মুকুল রায়, স্বপন দাশগুপ্ত, সব্যসাচী দত্ত ও শিশির বাজোরিয়ার সই করা এই চিঠির প্রতিলিপি দেওয়া হয়েছে বিশেষ পর্যবেক্ষক অজয় নায়েক, পুলিশ পর্যবেক্ষক বিবেক দুবে, মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার এবং মুখ্য নির্বাচন অফিসারকে। আগেও কলকাতা পুলিশের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ এনেছে বিজেপি। ভোটে প্রভাব খাটাতে পুলিশ কর্মীদের পরিচয়পত্র সংগ্রহ করছে লালবাজার। পোস্টাল ব্যালটে কারচুপির সম্ভাবনার কথা জানিয়ে নগরপালকে চিঠি দেয় গেরুয়া শিবির। সঙ্গে কালীঘাট থানার ওসি সহ তিন পুলিশ আধিকারিককে সাসপেন্ড করার আবেদন জানানো হয়। অভিযোগ, ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের ব্যানারে কারচুপি চলছে লালবাজারের অন্দরেই। পোস্টাল ব্যালটের জন্য পুলিশ কর্মীদের পরিচয়পত্র সংগ্রহ করা হচ্ছে। যা আদতে ভোটে প্রভাব খাটানোর পরিকল্পনা। আর এই ঘটনায় জড়িত রয়েছেন কালীঘাট থানার ওসি শান্তনু সিনহা বিশ্বাস। অভিযোগ, তাঁর নেতৃত্বেই এই বেআইনি কাজ চলছে। চিঠিতে উল্লেখ করা হয় আরও দুই এস আই তপন কুমার মাইতি এবং বিজিতাশ্ব রাউতের নামও। অভিযোগ, প্রক্সি ভোটের জন্য এই পরিচয়পত্র সংগ্রহের কাজ করছেন এই দুই আধিকারিক। মঙ্গলবার ওঁদের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে আরও কিছু পুলিশকর্মীর নাম।

কলকাতায় রেল ভবনে আগুনে মৃত ৯, ব্যথিত প্রধানমন্ত্রী ও রেলমন্ত্রী

কলকাতা ও নয়াদিল্লি, ৯ মার্চ (হি.স.): কলকাতার স্ট্র্যান্ড রোডে পূর্ব রেলের নিউ কয়লাঘাট বিল্ডিংয়ে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে প্রাণ হারিয়েছেন মোট ৯ জন। মৃতদের মধ্যে রেলের ডেপুটি চিফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার পার্থসারথি মণ্ডল, দমকলের চার কর্মী, পুলিশের এক অফিসার এবং আরপিএফ-এর এক জন রয়েছেন। প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে, ওই সাত জন আগুনে ঝলসে অথবা দমবন্ধ হয়ে মারা গিয়েছেন। লিফটের মধ্যেই পাঁচ জনের দেহ পড়ে ছিল, বাইরে পড়েছিল আরও দু'জনের দেহ। সবমিলিয়ে মোট ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে।

পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পুরো বিষয়টি নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত করা হবে। সোমবার সন্ধ্যা ৬.১০ মিনিটে পূর্ব রেলের নিউ কয়লাঘাট বিল্ডিংয়ে ভয়াবহ আগুন লাগে। তারপর চার ঘণ্টা বাদে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। কিন্তু, ততক্ষণে যা ক্ষতি হওয়ার হয়ে যায়। এই অগ্নিকাণ্ডে দুঃখপ্রকাশ করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা সোমবার রাতেই বলেছেন, 'খুবই দুঃখজনক। মৃতদের প্রত্যেকের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ ছাড়াও পরিবারের এক জনকে সরকারি চাকরি দেওয়া হবে। সকলেই খুব লড়াই করে আগুন নিয়ন্ত্রণ করেছেন।'

শোকস্তব্ধ প্রধানমন্ত্রী, আর্থিক ক্ষতিপূরণ ঘোষণা

কলকাতায় রেলের ভবনে অগ্নিকাণ্ডে প্রাণহানির ঘটনায় ব্যথিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার সকালে টুইট করে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'এই দুঃখের সময় নিহতদের পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।' প্রধানমন্ত্রীর দফতরের (পিএম) পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কলকাতায় রেল ভবনে অগ্নিকাণ্ডে নিহতদের পরিজনকে ২ লক্ষ টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে এবং গুরুতর আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

ব্যথিত রেলমন্ত্রী পীযুষ গোয়েল

কলকাতায় পূর্ব রেলের স্ট্র্যান্ড রোড অফিসে অগ্নিকাণ্ডে প্রাণহানির ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন রেলমন্ত্রী পীযুষ গোয়েল। রেলমন্ত্রী জানিয়েছেন, ৪ জন দমকল কর্মী, দু''জন রেল আধিকারিক এবং পুলিশের এএসআই-সহ ৯ জনের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ।

মালদা জেলা পরিষদের দখল নিয়ে তৃণমূল-বিজেপি-র দাবি, পাল্টাদাবি

মালদা, ৯ মার্চ (হি. স.) মালদায় সভাধিপতি গৌরচন্দ্র মণ্ডল নিজে আরও ১৩ জন জেলা পরিষদের সদস্যকে নিয়ে সোমবার গেরুয়া শিবিরে যোগদান করেন। এর পর শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেছিলেন মালদা জেলা পরিষদ চলে এসেছে বিজেপির দখলে। কেননা জেলা পরিষদের যেহেতু বিজেপির আগে থেকেই ৬জন সদস্য ছিল সেহেতু ২০জন সদস্য নিয়ে বিজেপি মালদা জেলা পরিষদের দখল নিল। আরও ৩জন সদস্য যোগদানের জন্য অপেক্ষা করছে। সব মিলিয়ে বিজেপির কাছে রয়েছে ৩৮ সদস্য বিশিষ্ট জেলা পরিষদের ২৩জন সদস্য।

কিন্তু সেই দাবির পাল্টা দাবি করলেন মালদা জেলার তৃণমূল সভানেত্রী তথা সাংসদ মৌসম বেনজির নুর। মঙ্গলবার তিনি মালদা জেলা তৃণমূলের কার্যালয়ে জেলা পরিষদের ১৭জন সদস্যকে হাজির করিয়ে দাবি করলেন জেলা পরিষদ তৃনমূলের দখলেই থাকছে। কারন ২০জনের সমর্থন রয়েছে তৃণমূলের কাছে। তবে ৩ জন এদিন শারীরিক অসুস্থতার কারনে হাজির হতে পারেননি। আর এই ৩ জনকে ঘিরেই এখন মালদা জেলার রাজনীতিতে রীতিমত রহস্য তৈরি হয়েছে।

সাংবাদিক বৈঠক করে তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা সাংসদ মৌসুম নুর সাফ জানিয়ে দিলেন, ''মালদা জেলা পরিষদের ২০ জন সদস্য তৃণমূল দলেই রয়েছেন। কাজেই জেলা পরিষদ ভাঙার কোন প্রশ্নই আসে না। ভিত্তিহীন দাবি তুলেছেন সভাধিপতি এবং ওই দলের কয়েকজন সদস্যরা। এদিনের বৈঠকে ১৭ জন জেলা পরিষদের সদস্য উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনজন সদস্য শারীরিক অসুস্থতার কারণে বৈঠকে যোগ দিতে পারেন নি। এখানেই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে কুড়িজন নির্বাচিত সদস্য তৃণমূলে রয়েছে। তাহলে কি করে বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকে?

মৌসুম নূরের এই দাবিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি সদ্য বিজেপিতে যোগ দেওয়া গৌড় চন্দ্র মন্ডল। তিনি বলেন, ''আমাদের কাছে সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে। আমি নিজে একজন সভাধিপতি। আমি নিজে বিজেপিতে যোগ দিয়েছি। ক্ষমতা থাকলে অনাস্থা ডেকে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করুক তৃণমূল। মালদা জেলা পরিষদ এখন বিজেপির দখলে রয়েছে।''

উল্লেখ্য, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে জেলা পরিষদের মোট ৩৮টি আসনের মধ্যে ৩০টি আসন তৃণমূল কংগ্রেস দখলে করে। বিজেপি পায় ৬টি এবং কংগ্রেসের কাছে আছে ২টি আসন। ইতিমধ্যে বিজেপির ১জন সদস্য কয়েকদিন আগেই তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছেন। এরপর কলকাতায় তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদানের পর এখন তৃণমূলের সমর্থনেই বা কতজন আর বিজেপির পক্ষেই বা কতজন রয়েছেন তা নিয়েই রহস্য দেখা দিয়েছে।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

ভারতে দৈনিক সংক্রমণ নিম্নমুখী করোনা-মুক্ত ৯৬.৯৩ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ৯ মার্চ (হি.স.): গত কয়েকদিনের অস্বস্তি কাটিয়ে ফের স্বস্তি, ভারতে নিম্নমুখী দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। মৃত্যুর সংখ্যাও অনেকটাই কম। সোমবার সারা দিনে ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ১৫ হাজার ৩৮৮ জন, এই সময়ে ১৩৩ কোটি জনসংখ্যার ভারতে মৃত্যু হয়েছে ৭৭ জনের। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় ১৬,৫৯৬ জন করোনা-রোগী ভারতে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ফলে মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ১,০৮,৯৯,৩৯৪ জন করোনা-রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ১৫,৩৮৮ জন। ফলে ভারতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১ কোটি ১২ লক্ষ ৪৪ হাজার ৭৮৬-এ পৌঁছে গিয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৭,৪৮, ৫২৫।

শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে সুস্থ হয়েছেন ১৬,৫৯৬ জন। ৭৭ বেড়ে ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৫৭,৯৩০ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ১ লক্ষ ৮৭ হাজার ৪৬২ জন (১.৬৭ শতাংশ), বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে কমেছে ১,২৮৫ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ২ কোটি ৩০ লক্ষ ০৮ হাজার ৭৩৩ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ২০,১৯, ৭২৩ জনকে বিগত ২৪ ঘন্টায় কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।

নদিয়া জেলায় আসছেন নির্বাচনী পর্যবেক্ষক

নদিয়া, ৯, মার্চ (হি. স.) : ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলিও বেশকিছু কেন্দ্রে তাঁদের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে। প্রচারও চলছে পুরোদমে। এই পরিস্থিতিতে এবার 'বিহার মডেল' - কে সামনে রেখে নির্বাচন করতে চলেছে কমিশন। নদিয়া জেলা জুড়ে প্রশাসনের তৎপরতাও তুঙ্গে। কিছুদিনের মধ্যেই জেলায় আসছেন নির্বাচনী পর্যবেক্ষক। নির্বাচনী কাজের জন্য জেলা প্রশাসনের তরফে পর্যবেক্ষকদের কোন ফোন নাম্বার নির্দিষ্ট করা হবে। কোন গাড়িতে তাঁরা এলাকা ঘুরবেন, কোথায় থাকবেন ইত্যাদি আয়োজনে এখন নাওয়া- খাওয়ার সময় নেই প্রশাসনের কর্তাদের।

জেলার নির্বাচন আধিকারিক গোবিন্দ হালদার বলেন, মূলত বিধানসভা ভিত্তিক অবজারভার দের থাকার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। জেলার ১৭ টি বিধানসভা এলাকায় যে সকল সরকারি গেস্ট হাউস, জেলা পরিষদের ভবন, পুরসভার আবাসন ইত্যাদি রয়েছে। সেখানেই অবজারভাররা থাকবেন। প্রশাসনের তরফে সমস্ত রকম আয়োজন চলছে। কিছুদিন পর জেলায় এসে যাবতীয় দায়িত্ব হাতে নেবেন। এদিকে ভোটের আগে জেলায় থাকা প্রায় কুড়িটি সরকারি আবাসনে এখন সাজ সাজ রব। তার মধ্যে রয়েছে কৃষ্ণনগরে জেলা পরিষদ ভবন, রানাঘাট পুরসভার ''আহেলী'', শান্তিপুর পুরসভার '' অতিথি নিবাস'' ইত্যাদি। সেখানেই পানীয় জলের ব্যবস্থা, সিলিং ফ্যান, আলো, কম্পিউটার, ইন্টারনেট, জেনারেটর, ইত্যাদি পরিষেবা পর্যাপ্ত আছে কি না, সে সব দেখভাল করছে প্রশাসন। জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিক বলেন, ভোট হল আমাদের কাছে উৎসবের মতো। তাই উৎসবের আগে যেমন সমস্ত কিছুর আয়োজন চলে। ঠিক তেমনিই প্রশাসনের তরফেও সেই আয়োজন চলছে। তবে এই প্রথমবার জেলাবাসী দু'' দফায় ভোট দেখবে। জেলায় প্রথম দিনের ভোট ১৭ এপ্রিল।

এদিন শান্তিপুর, রানাঘাট উত্তর পশ্চিম, কৃষ্ণগঞ্জ, রানাঘাট উত্তর পূর্ব, রানাঘাট দক্ষিণ, কল্যাণী, হরিণঘাটা বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট হবে। পাশাপাশি ২২ এপ্রিল জেলায় দ্বিতীয় দিনের ভোট। ওই দিনের ভোট। ওই দিন করিমপুর, তেহট্ট, পলাশীপাড়া, কালীগঞ্জ, নাকাশিপাড়া, চাপড়া, কৃষ্ণনগর উত্তর, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের ভোট। এছাড়া এবছর জেলায় মোট ভোটার সংখ্যা ৪২ লক্ষ ৭৬ হাজার ৮৯৩। হিন্দুস্থান সমাচার / সোয়েল

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে সংগ্রহশালা তৈরির প্রস্তাব গেল দিল্লিতে

কলকাতা, ৯ মার্চ (হি. স.) : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কলকাতায় তৈরি হচ্ছে একটি নতুন সংগ্রহশালা। এটি তৈরির জন্য দিল্লিতে প্রস্তাব পাঠিয়েছে ফোর্ট উইলিয়াম। মঙ্গলবার সেনা সূত্রে এ খবর জানা যায়।

বাংলাদেশ যুদ্ধে সৈনিকদের নাকের ডগায় ফাটা শেলের টুকরো এখনও রয়েছে। রয়েছে আরও বহু অস্ত্র, যা ব্যবহার করা হয়েছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে। ৫০ বছর আগে সেগুলি উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয়েছিল কলকাতায়। যদিও সর্বসাধারণের সামনে নিয়ে আসা সম্ভব হয়নি। কিন্তু ভারতীয় সেনাকর্তাদের মতে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে জড়িয়ে আছে দুই বাংলা তথা দুই দেশের আবেগ। এবার দুই দেশের তরুণ প্রজন্মের কাছে মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতীয় সেনারা কীভাবে যৌথ লড়াই করে বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছিল, তা বিশেষভাবে তুলে ধরতে চায় ভারতীয় সেনা।

সেনাদের বেঙ্গল এরিয়ার এক সেনাকর্তা জানান, ময়দান অঞ্চলে ফোর্ট উইলিয়ামের পলাশি গেটের কাছেই এই নতুন সংগ্রহশালা তৈরির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। পলাশি গেট লাগোয়া সেনাবাহিনীর নিজস্ব অনেকটাই জমি রয়েছে। তার মধ্যে ১.৯ একর জমি নিয়ে তৈরি হচ্ছে এই সংগ্রহশালা। এটি তৈরির জন্য কত টাকা লাগতে পারে, সেই হিসাবও করা হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধে ব্যবহার হওয়া পাক সেনাদের বিভিন্ন ধরনের অস্ত্রশস্ত্র, শেল, গোলা ও আরও বেশ কিছু বস্তু উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় ফোর্ট উইলিয়ামে। ওই সময় আঁকশির মতো একটি অস্ত্র যুদ্ধে ব্যবহার করেছিলেন মুক্তিযোদ্ধারা। সেগুলি ওই সংগ্রহশালায় স্থান পেতে পারে। এ ছাড়াও পাক সেনাকর্তা নিয়াজির গাড়িও যুদ্ধজয়ের 'ট্রফি' হিসাবে ঢাকা থেকে চালিয়ে নিয়ে আসা হয়েছিল কলকাতায়। যুদ্ধে ব্যবহার করা কামান রয়েছে ফোর্ট উইলিয়ামে। সেগুলিও সর্বসাধারণের সামনে তুলে ধরা হবে।

একই সঙ্গে ওই নতুন সংগ্রহশালার ভিতর মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি নিয়ে 'লাইট অ্যান্ড সাউন্ড' শো হবে। তুলে ধরা হবে ভারতীয় সেনা, শেখ মুজিবুর রহমান ও মুক্তিযোদ্ধাদের সংগ্রামের তথ্য। ভারত ও বাংলাদেশ দুই দেশের মানুষের মধ্যেই মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ফিরিয়ে আনবে এই সংগ্রহশালা।

সূত্রের খবর, ফোর্ট উইলিয়ামের ভিতর একটি সংগ্রহশালা আছে। সেখানে বাংলাদেশের মুক্তিযুক্ত নিয়ে রয়েছে বহু তথ্য ও নথি। রয়েছে বাংলাদেশ থেকে উদ্ধার হওয়া পাকিস্তানের পতাকা, যা উল্টো করে রাখা আছে। তা ভারতীয় সেনাদেরই জয়ের প্রতীক। রয়েছে বহু দুর্লভ ছবি ও ১৯৭১ সালে খবরের কাগজের কপি। কিন্তু আরও বহু বস্তু আছে, যেগুলি কোনওদিন সামনে আসেনি। যেমন, ভারতীয় সেনাদের জিম্মায় রয়েছে পাকিস্তানের ছোঁড়া টুকরো হয়ে যাওয়া শেল।

বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে 'স্বর্ণিম বিজয় বর্ষ' পালন করছে ভারতীয় সেনা। তাই এই বছরেই দিল্লিতে পাঠানো হয়েছে এই নতুন সংগ্রহশালা তৈরির প্রস্তাবটি। সাধারণভাবে শহরবাসী ফোর্ট উইলিয়ামের ভিতর থাকা সংগ্রহশালা দেখতে পারেন না। কিন্তু এই নতুন সংগ্রহশালা ফোর্ট উইলিয়ামের বাইরের অংশে তৈরি হবে। ফলে এটি দেখা সাধারণ মানুষের পক্ষে সহজ হবে।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

সুপ্রিম কোর্টে খারিজ রাজনৈতিক প্রচারে 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি নিষেধাজ্ঞার আর্জি

নয়াদিল্লি, ৯ মার্চ (হি.স.): রাজনৈতিক প্রচারে 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি দেওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা জারির আর্জি খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। সেই সঙ্গে খারিজ হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে আট দফায় নির্বাচনে স্থগিতাদেশ চেয়ে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলাও। মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি এস এ বোবদের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের ডিভিশন বেঞ্চ এই দুটি আর্জিই খারজ করে দেয়।

পশ্চিমবঙ্গে আট দফায় নির্বাচনের বিষয়টি ঘোষণা হওয়ার পরই গত ১ মার্চ মনোহরলাল শর্মা নামে এক আইনজীবী সুপ্রিম কোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন।সেই সঙ্গে 'জয় শ্রীরাম'-এর মতো ধর্মীয় ধ্বনি নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে কলুষিত করে। যাঁরা এই ধরনের ধ্বনি দিচ্ছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়েরের আর্জি জানিয়েছিলেন। ধর্মীয় ভেদাভেদে প্ররোচনা দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে যাতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা (সিবিআই) মামলা দায়ের করে, সেই আর্জি জানিয়েছিলেন মনোহরলাল। মঙ্গলবার ছিল এই মামলার শুনানি। এদিন প্রধান বিচারপতি এস এ বোবদের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের ডিভিশন বেঞ্চে মামলাটি উঠলে বিচারপতিদের তরফে জানানো হয়, ধর্মের ভিত্তিতে বড়জোর নির্বাচনী পিটিশন হিসেবে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হওয়া যায়। মামলাকারীকে কলকাতা হাইকোর্টে আবেদনের বিকল্প দেওয়া হয়। তাতে ওই আইনজীবী ইচ্ছুক না হওয়ায় মামলা খারিজ করে দেয় শীর্ষ আদালত। ডিভিশন বেঞ্চের তরফে বলা হয়েছে, ''আমরা আপনার পুরো পিটিশন পড়েছি। কিন্তু (বিষয়টিতে) হস্তক্ষেপ করার কোনও ভিত্তি পাইনি।''-হিন্দুস্থান সমাচার

গত ২৪ ঘন্টায় পশ্চিমবঙ্গে করোনা আক্রান্ত ১৮৮ জন

কলকাতা, ৯ মার্চ (হি. স.) : গত বছর থেকে রাজ করছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। পুরনো বছর শেষ হয়ে নতুন বছর শুরু হয়ে গেলেও এখনও বর্তমান করোনা। তারই মাঝে সুখবর,কিছুটা কমল করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘন্টায় পশ্চিমবঙ্গে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ১৮৮ জন। মঙ্গলবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে।

স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন সূত্রে খবর, গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ১৮৮ জন। করোনা আক্রান্ত হওয়ার জেরে বর্তমানে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৫,৭৭, ২৬ জন। একদিনে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১ জনের। যার জেরে মোট মৃতের সংখ্যায় দাঁড়াল ১০,২৮১ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় বাংলায় করোনামুক্ত হয়েছেন ১৯৮ জন। ফলে মোট সুস্থতার সংখ্যা ৫ লক্ষ ৬৩ হাজার ৬০১।

তবে করোনা ভাইরাস সঙ্গে লড়াইয়ে ভরসা জোগাচ্ছেন কোভিডজয়ীরাই। গত ২৪ ঘণ্টাতেই যেমন সুস্থ হয়ে উঠেছেন ১৯৮ জন। এ নিয়ে মোট করোনাজয়ীর সংখ্যা ৫ লক্ষ ৬৩ হাজার ৬০১ জন।২৪ ঘণ্টায় করোনা পরীক্ষা হয়েছে ১৭ হাজার ২৩৮ জনের। এখনও পর্যন্ত মোট করোনা পরীক্ষা হয়েছে ৮৭ লক্ষ ৩০ হাজার ৫০৩টি।

শিলচর আসনে লড়বেন যানবাহন চালক ঐক্যমঞ্চের বখতার উদ্দিন

শিলচর (অসম), ১ মার্চ (হি.স.) : যানবাহন চালক ঐক্যমঞ্চের বরাক উপত্যকা শাখার মুখ্য আহ্বায়ক বখতার উদ্দিন মজুমদার বিধানসভা নির্বাচনে শিলচর আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। মঙ্গলবার শিলচর প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঐক্যমঞ্চের মুখ্য আহ্বায়ক বখতার উদ্দিন মজুমদার এই খবর জানান।

তিনি বলেন, যানবাহন চালক তথা শ্রমজীবী জনগণ সরকারের উদাসীনতার দরুন বিভিন্নভাবে হয়রান ও বঞ্চনার শিকার হয়ে আসছেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত যানবাহন চালকরা যথার্থ সুবিধা ও অধিকার থেকে বঞ্চিত রয়েছেন। তাঁদের দুঃখ দুর্দশা শুনতে কোনও রাজনৈতিক দলের নেতা তথা সরকার পক্ষের কেউ খোঁজখবর নেননি। অত্যন্ত কঠিন শারীরিক পরিশ্রমের মাধ্যমে জীবনযাপন করে আসছেন যানবাহন চালক গোষ্ঠীর জনগণ। ছোট বড় বিভিন্ন ধরনের যানবাহনের চালকরা কার্যত অবহেলিত বঞ্চিত ও শোষিত হচ্ছেন সর্বাবস্থায়।

বখতার উদ্দিন মজুমদার বলেন, সর্বমোট প্রায় তিন কোটি পয়ষট্টি লক্ষের মানুষ। তার মধ্যে দুই লক্ষের বেশি গাড়ি চালক আছেন। সরকারে রাজস্ব আমদানির ক্ষেত্রে গাড়ি চালকদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে যানবাহন চালকদের বিভিন্নক্ষেত্রে হেয় প্রতিপন্ন হতে হচ্ছে। চালকদের সংকটকালে কস্মিনকালেও কেউ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে পাশে দাঁড়াননি। বিশেষ করে ২০১৪ সালের পর থেকেই যানবাহন চালকদের ব্যবসা বাণিজ্য লাটে উঠেছে।

বখতার উদ্দিন মজুমদার আক্ষেপের সুরে বলেন, নোটবন্দি, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন, এনআরসি, এনআরপি, জিএসটি, পেট্রোল ডিজেলের মাত্রাতিরিক্ত মূল্য বৃদ্ধি প্রভৃতির যাঁতাকলে যানবাহন চালকদের ব্যবসার বারোটা বেজেছে। বর্তমানে অত্যন্ত আর্থিক সংকটাপন্ন অবস্থায় অনাহারে অর্ধাহারে জীবন যাপন করছেন যানবাহন চালকদের পরিবারের লোকজন। এর উপর অতিমারি করোনার প্রাদুর্ভাবে গোটা এক বছর ব্যাপী গাড়ির ব্যবসা বন্ধ ছিল। ইদানীং শিলচর-গুয়াহাটি রোডে আসা যাওয়ার ক্ষেত্রে মোট চারটি টোল গেটে প্রায় হাজার টাকা চলে যায়। টোল গেটে ডাবল খরচ দিতে হয় যানবাহন চালকদের।

বখতার উদ্দিনের উদ্বেগ, তাঁর বাবা ঠাকুরদা গাড়ি চালানোর ব্যবসা করে আসলেও আজ তিনি গাড়ি চালিয়ে সুচারদ্দরদপে পরিবার চালাতে গিয়ে রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছেন। তাই এবারের নির্বাচনে নিজেদের জ্বালা যন্ত্রণা গোছানোর উদ্দেশ্যে যানবাহন চালক ঐক্যমঞ্চ বরাক উপত্যকা সংগঠনের কর্মকর্তাদের সর্বসম্মতিক্রমে শিলচর বিধানসভা আসন থেকে নির্বাচনে লড়তে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আগামী ১১ মার্চ সকলের সহযোগিতা নিয়ে বখতার উদ্দিন মজুমদার মনোনয়নপত্র দাখিল করবেন জেলা নির্বাচন আধিকারিক তথা রিটার্নিং অফিসারের কাছে। অন্যান্য আসন থেকে লড়তে পারেন ইচ্ছুক যানবাহন চালক তথা শ্রমজীবী জনগণ। সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন ঐক্যমঞ্চের অন্যতম উপদেষ্টা শিবানী ভট্টাচার্য, ঐক্যমঞ্চের আহ্বায়ক রুকন বড়লস্কর প্রমুখ।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ

জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

পেনশনভোগীদের স্বাস্থ্য পরিষেবা বন্ধ করল বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ প্রতিবাদে বিক্ষোভ আচার্য প্রতিনিধির

শান্তিনিকেতন, ৯ মার্চ (হি. স.) : কোন্দল এবার প্রকাশ্যে চলে এল! খোদ কর্ম সমিতি আচার্য প্রতিনিধি এবার বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অবস্থান বিক্ষোভে বসলেন।। বিশ্বভারতীর পেনশনভোগীদের স্বাস্থ্য-পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল বিশ্বভারতীর বর্তমান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে।এদিনের অবস্থান বিক্ষোভে অংশ নেন শান্তিনিকেতন ট্রাস্টের সদস্যও।ফলে ঘরে বাইরে চরম অস্বস্তিতে কতৃপক্ষ।তাই অস্বস্তি ঢাকতে তড়িঘড়ি প্রেস বিবৃতি দিয়ে ক্যাগ রিপোর্টের সাফাই দিল বিশ্বভারতী।

ইতিমধ্যেই পেনশনভোগীদের স্বাস্থ্য পরিষেবা বন্ধ করল বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। এই মর্মে মঙ্গলবার বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে এবার অবস্থান বিক্ষোভে বসলেন শতাধিক পেনশনভোগীদের সঙ্গে আচার্য তথা প্রধানমন্ত্রী মনোনীত কর্মসমিতির সদস্য দুলালচন্দ্র ঘোষ। ঐ বিক্ষোভে অংশ নেন শান্তিনিকেতন ট্রাস্টের সদস্য অনিল কোনার ও। পেনশনভোগীদের স্বাস্থ্য পরিষেবা বন্ধ করার প্রতিবাদে ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করেন প্রধানমন্ত্রী মনোনীত সদস্য দুলাল চন্দ্র ঘোষ। বিশ্বভারতীর নিজস্ব হাসপাতাল থেকে বরাবরই বিশ্বভারতীর অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, কর্মী, আধিকারিক, পড়ুয়া, পেনশনভোগীরা এই হাসপাতাল থেকে স্বাস্থ্য পরিষেবা পেয়ে এসেছেন। হঠাৎ করেই পেনশনভোগীদের স্বাস্থ্য পরিষেবা বন্ধ করে দেয় কতৃপক্ষ।।বিক্ষোভকারীদের দাবি, ১৯৫১ সাল থেকেই চলে আসছে এই চিকিৎসা পরিষেবা। পেনশনভোগীরা অল্প ফি-এর মাধ্যমেই এই হাসপাতাল থেকে এত দিন পরিষেবা পেতেন। কিন্তু হঠাৎ করেই ২০২০ সালে সেই পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। তার পর থেকেই চিকিৎসা করাতে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় ১৯ ০০ পেনশনভোগী প্রাক্তন কর্মী দের।

প্রধানমন্ত্রী মনোনীত কর্মসমিতির সদস্য দুলাল চন্দ্র ঘোষ বলেন, 'হঠাৎ করেই স্বাস্থ্য পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে আমাদের। আমি প্রধানমন্ত্রীকে লিখিতভাবে সবটাই জানিয়েছি কর্ম সমিতির বৈঠকে বিষয়টি তোলা হয়েছিল।উল্টে পেনশনভোগীদের বিরুদ্ধে টাকা আত্মসাৎ এর মিথ্যা অভিযোগ আনা হয়েছে।'

বিশ্বভারতীর বিধিনিষেধ থেকে বাদ যায়নি শান্তিনিকেতন ট্রাস্টের সদস্য অনিল কোনার ও। তিনি কোন পরিষেবা পান না। এদিন তিনি বলেন, 'একজন ট্রাস্টি হিসেবে আমি স্বাস্থ্যপরিসেবা পাওয়ার অধিকারী। কিন্তু, স্বাস্থ্য পরিষেবা তো দূর, চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করতে দেওয়া হচ্ছে না।'

যে বিষয়টি ইতিমধ্যেই দুলাল বাবু ইতিমধ্যেই বিশ্বভারতীর সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণ সমিতি কর্ম সমিতি তে ও তোলেন বলে দাবি করেন। যা এত দিন বিশ্বভারতীর অভ্যন্তরে আলোচিত এদিন বিক্ষোভ মাধ্যমে প্রকাশ্যে এসে গেল। তাই তড়িঘড়ি অবস্থা সামাল দিতে ক্যাগ রিপোর্ট কে হাতিয়ার করে প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করল কর্তৃপক্ষ। বিশ্বভারতীর জন সংযোগ আধিকারিক অনির্বাণ সরকার লেখা প্রেস বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'এব্যাপারে বিশ্বভারতীর কার্যত কিছু করার নেই। বিনাপয়সায় তাঁদের চিকিৎসা - পরিষেবা বন্ধের সিদ্ধান্ত বিশ্বভারতীকে নিতে হয়েছে ক্যাগ (ঙ্খঙ্ও) রিপোর্টের ভিত্তিতে। বিশ্বভারতীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মী - অধ্যাপকরা মাসে একহাজার টাকা চিকিৎসাভাতা পেয়ে থাকেন। ক্যাগ রিপোর্টে প্রশ্ন তোলা হয়েছে , একইসঙ্গে নিখরচায় চিকিৎসা এবং চিকিৎসাভাতা এই দুই তাঁদের কীভাবে দেওয়া যায় ?

তবে প্রেস রিলিজ এ বিক্ষোভকারীদের আশ্বস্ত করে বলা হয়েছে, 'যদি ভারত সরকারের পক্ষ থেকে এব্যাপারে কোনো সদর্থক নির্দেশ আসে তাহলে বিশ্বভারতী ভা কার্যকর করতে বিলম্ব করবে না।'

রাহুল গান্ধীকে পাল্টা কটাক্ষ করলেন জ্যোতিরাদিত্য

নয়াদিল্লি, ৯ মার্চ (হি.স.): কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীকে পাল্টা কটাক্ষ করলেন বিজেপি নেতা জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। মঙ্গলবার জ্যোতিরাদিত্য পাল্টা কটাক্ষ করে বললেন, কংগ্রেসে থাকাকালীন রাহুল গান্ধীর ভাবা উচিত ছিল, এখন বলে কোনও লাভ নেই।"

সোমবার জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়াকে কটাক্ষ করেন সাংসদ রাহুল গান্ধী জানান, "জ্যোতিরাদিত্যে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হতে পারত, যদি কংগ্রেসে থেকে যেত। কিন্তু এখন বিজেপিতে গিয়ে পিছনের সারিতে চলে গিয়েছেন। জ্যোতিরাদিত্যর ক্ষমতা ছিল কংগ্রেসের নীচুর তলার কর্মীদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করার। সংগঠনের কাজ কিংবা প্রচারে তাঁর দক্ষতা কংগ্রেসের অন্য নেতাদের তুলনায় অনেক বেশি ছিল। আমি ওকে বলেছিলাম একদিন তুমি মুখ্যমন্ত্রী হবে, কিন্তু ও নিজেই অন্য রাস্তা নির্বাচন করল।" রাহুলের এই বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় আজ বিজেপি নেতা জ্যোতিরাদিত্য জানিয়েছেন, "কংগ্রেসে থাকাকালীন এই চিন্তাভাবনা যদি রাহুল করতেন, তাহলে তখন পরিস্থিতি অন্য হত। কংগ্রেসে থাকাকালীন রাহুল গান্ধির ভাবা উচিত ছিল, এখন বলে কোনও লাভ নেই।"

বিগত বিধানসভার নির্বাচনে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর মুখ হিসেবে জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়াকে ব্যবহার করে কংগ্রেস। এবং ভোটে জয়ের পর কমল নাথকে বসানো হয়। এরপর ক্ষিপ্ত জ্যোতিরাদিত্যকে বঝান রাহুল। এরপর ২০২০-তে রাজ্যসভার নির্বাচনে জ্যোতিরাদিত্যর জায়গায় দ্বিগবিজয় সিং-এর নাম প্রস্তাব করে কংগ্রেস। দীর্ঘ ১৯ বছর কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত থাকার পর দলের এই ব্যবহারে রাগে কংগ্রেস ছেড়ে অনুগামীদের নিয়ে বিজেপিতে যান জ্যোতিরাদিত্য। ফলে মধ্যপ্রদেশে পড়ে যায় কংগ্রেসের সরকার।

পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে বিরোধীদের স্লোগান, উত্তাল রাজ্যসভা

নয়াদিল্লি, ৯ মার্চ (হি.স.): জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে আলোচনা করতেই হবে, এই দাবিতে মঙ্গলবারও রাজ্যসভায় দাবি জানালেন কংগ্রেস-সহ বিরোধী দলের সাংসদরা। ফলে এদিনও উত্তাল হল সংসদের উচ্চকক্ষ। বিরোধীদের সাংসদদের স্লোগান, হইহট্টগোলের কারণে দুপুর বারোটা পর্যন্ত রাজ্যসভার অধিবেশন মুলতুবি করে দেন রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান হরিবংশ নারায়ণ সিং। দুপুর বারোটার পর পুনরায় অধিবেশন শুরু হলেও, কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতেই থাকেন বিরোধী সাংসদরা। ফলে দুপুর দু''টো পর্যন্ত মুলতুবি করে দেওয়া হয় রাজ্যসভার অধিবেশন।

পেট্রোল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধিতে নাজেহাল সমগ্র দেশবাসী। সোমবার থেকে শুরু হয়েছে সংসদের বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় দফা। প্রথম দিনই জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে আলোচনার দাবি জানিয়েছিলেন কংগ্রেস সাংসদরা, বারবার মুলতুবি হয়েছিল রাজ্যসভার অধিবেশন। একইরকম বিশৃঙ্খলা দেখা গেল মঙ্গলবারও। এদিন জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে রাজ্যসভায় স্লোগান দিতে থাকেন বিরোধী সাংসদরা। ব্যাপক বিশৃঙ্খলার কারণে প্রথমে দুপুর বারোটা এবং পরে দুপুর দু''টো পর্যন্ত দু''দফায় মুলতুবি করে দেওয়া হয় রাজ্যসভার অধিবেশন।

করোনা-প্রকোপে বেসামাল ব্রাজিল, মৃত্যু বেড়ে ২৬৬,৬১৪

রিও ডি জেনেইরো, ৯ মার্চ (হি.স.): ব্রাজিলে করোনাভাইরাসের প্রকোপে রাশ টানাই যাচ্ছে না। ব্রাজিলে এখনও কোভিড-১৯ ভাইরাসের বাড়বাড়ন্ত অব্যাহত। ব্রাজিলে প্রতিদিনই হু হু করে বাড়ছে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে মৃত্যুও। বাড়তে বাড়তে ব্রাজিলে ২ লক্ষ ৬৬ হাজারেরও বেশি করোনা-আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (সোমবার) ব্রাজিলে নতুন করে ১ হাজার ১১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে, ফলে ব্রাজিলে করোনায় মৃতের সংখ্যা ২ লক্ষ ৬৬ হাজার ৬১৪-তে পৌঁছেছে।সংক্রমণও দ্রুততার সঙ্গে বাড়ছে ব্রাজিলে। ব্রাজিলের স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, সোমবার সারা দিনে ব্রাজিলে নতুন করে ৩৬,১৩৬ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। সবমিলিয়ে এযাবৎ ব্রাজিলে ১১,০৫৫,৪৮০ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ৯,৭৮২,৩২০ জন। ব্রাজিলে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১,০০৬,৫৪৬ জন, তাঁদের মধ্যে ৮,৩১৮ জনের শারীরিক অবস্থা সঙ্কটজনক। মৃদু অসুস্থ ৯,৯৮,২২৮ জন।

ভারতে ২২.২৭-কোটির ঊর্ধে করোনা-টেস্ট, সক্রিয় রোগী কমে ১.৬৭ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ৯ মার্চ (হি.স.): বাড়তে বাড়তে ভারতে ২২.২৭-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। মঙ্গলবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৮ মার্চ সারা দিনে ভারতে ৭,৪৮,৫২৫টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ২২,২৭,১৬,৭৯৬-এ পৌঁছে গিয়েছে।

ভারতে ফের কমল সক্রিয় রোগীর সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় কমেছে ১,২৮৫ জন। দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যাও নিম্নমুখী, সুস্থতা প্রতিদিনই স্বস্তি দিচ্ছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১৬,৫৯৬ জন। মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ১,৫৭,৯৩০ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.৪০ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৭৭ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১,০৮,৯৯,৩৯৪ জন (৯৬.৯৩ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা অনেকটাই কমেছে, ১,২৮৫ জন কমে এই মুহূর্তে ভারতে মোট ১,৮৭,৪৬২ জন করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন (১.৬৭ শতাংশ)।

থানে-তে প্লাস্টিকের ফ্যাক্টরিতে ভয়াবহ আগুন বড় বিপদ থেকে রক্ষা

থানে, ৯ মার্চ (হি.স.): মহারাষ্ট্রে ফের অগ্নিকাণ্ড, এবার ভয়াবহ আগুন লাগল মহারাষ্ট্রের থানে জেলার আসানগাঁও এলাকায় অবস্থিত একটি প্লাস্টিকের ফ্যাক্টরিতে। মঙ্গলবার ভোরে পাদ্ঘা গ্রামের কাছে কৃষ্ণা প্রমোশন কোম্পানিতে প্লাস্টিকের ফ্যাক্টরিতে ভয়াবহ আগুন লাগে। ফ্যাক্টরির ভিতরে প্লাস্টিকের মতো দাহ্য পদার্থ প্রচুর পরিমানে মজুত থাকায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে আগুনের লেলিহান শিখা। আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের মোট ১২টি ইঞ্জিন। আগুন এতটাই দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে যে সকাল দশটা নাগাদ একটি জাম্বো জলের ট্যাঙ্কার নিয়ে আসা হয়। দমকল কর্মীদের দীর্ঘ সময়ের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। ফলে বড় বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া গিয়েছে।

থানে পৌর নিগমের আঞ্চলিক বিপর্যয় ব্যাবস্থাপনা সেলের প্রধান সন্তোষ কদম জানিয়েছেন, মঙ্গলবার ভোরে আসানগাঁও এলাকায় অবস্থিত একটি প্লাস্টিকের ফ্যাক্টরিতে আগুন লাগে। দমকলের ১২টি ইঞ্জিনের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই। তবে, ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রার্থী না করার পথে হাঁটছে বিজেপি

কলকাতা, ৯ মার্চ (হি. স.) : কলকাতার প্রাক্তন মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায়ের "বিশেষ বান্ধবী" বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিধানসভা ভোটে প্রার্থী করছে না বিজেপি। সঙ্ঘ নেতাদের আপত্তিতেই এই দলীয় সিদ্ধান্ত।

সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই সেই সিদ্ধান্তের কথা শোভন ও বৈশাখী-দু''জনকেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। দলের শীর্ষ নেতৃত্বের এমন সিদ্ধান্তের কথা জানতে পেরে ফের ক্ষুব্ধ শোভনবাবু। মঙ্গলবার তিনি হেস্টিংসে দলের দফতরে দু-একজন শীর্ষনেতার কাছে এ ব্যাপারে তাঁর ক্ষোভের কথা বলেন। যদিও ঘনিষ্ঠ মহলে বৈশাখী দাবি করেছেন, তিনি নিজেই ভোটে লড়ার জন্য আগ্রহ দেখাননি। ফলে দল টিকিট দিতে নারাজ, এমন খবরের কোনও সত্যতা নেই।

২০১৯ সালের ১৪ অগস্ট বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে দিল্লিতে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন এক সময়ে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এককালেয় বিশ্বস্ত সেনাপতি তথা কলকাতার প্রাক্তন মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায়। যদিও সেই যোগদান খুব সুখকর হয়নি। নানা কারণে দলের সঙ্গে দুরত্ব তৈরি হয় তাঁর। দীর্ঘদিন ধরে দলীয় রাজনীতিতে নিস্ক্রিয় হয়ে বসেছিলেন তিনি। বিশেষ করে বৈশাখীকে কোনও সাংগঠনিক দায়িত্ব দিতে রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব রাজি না হওয়ায় ক্ষুব্ধ হন শোভনবাবু। শেষ পর্যন্ত বিধানসভা ভোটের কথা মাথায় রেখে বৈশাখীকে সাংগঠনিক দায়িত্ব দেওয়া হয়।

প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

করা হচ্ছে। কিন্তু আগে ওই কৃষকরাই উৎপাদিত ফসল বিক্রির জন্য নানা সমস্যার সম্মুখীন হতেন। তিনি তীব্র সমালোচনার সুরে বলেন, ধর্মঘটের সংস্কৃতি বদলেছে। এখন বাণিজ্যের উপযোগী পরিবেশ ও পরিস্থিতি কায়েম হয়েছে। তাই, ত্রিপুরায় রফতানি পাঁচগুণ বেড়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, গত ৬ বছরে কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরার উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সমস্ত পদক্ষেপ নিয়েছে। তাঁর কথায়, কেন্দ্রীয় বরাদ্দে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি হয়েছে। ত্রিপুরায় ২০০৯-১৪ অর্থবছরে ৩,৫০০ কোটি দেওয়া হয়েছিল। সেই তুলনায় ২০১৪-২০১৯ বছরের মধ্যে ত্রিপুরাকে ১২,০০০ কোটি টাকার অধিক বরাদ্দ করা হয়েছে।

এদিন প্রধানমন্ত্রী বিশেষ করে ডাবল ইঞ্জিন সরকারের উপকারিতাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেন, যে সমস্ত রাজ্যে ডাবল ইঞ্জিনের সরকার নেই সেখানে গরিব, কৃষক এবং মহিলাদের আর্থিক দিক দিয়ে শক্তিশালী বানানোর প্রকল্প বাস্তবায়নে ভীষণ ধীর গতিতে কাজ হয়। তাঁর দাবি, ত্রিপুরার উন্নয়ন এবং সব দিক সামর্থ করে তুলতে ডাবল ইঞ্জিনের সরকার ক্রমাগত প্রয়াস জারি রেখেছে। তিনি বলেন, ডাবল ইঞ্জিন-সরকার ত্রিপুরাকে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে অভুতপূর্ব প্রগতির দরজায় নিয়ে গেছে। বিদ্যুৎ ঘাটতির রাজ্য থেকে উদ্বৃত্ত রাজ্যে পৌঁছে দিয়েছে। শুধু তা-ই নয়, ২ লক্ষ গ্রামীণ পরিবারের কাছে বিশুদ্ধ পানীয় জল, আড়াই লক্ষ পরিবারকে বিনামূল্যে গ্যাস সংযোগ, প্রত্যেক গ্রামে শৌচালয় নিশ্চিত করা, ৫০,০০০ গর্ভবতী মহিলাকে মাত্রু বন্দনা যোজনার সুযোগ প্রদান এবং ৪০ হাজার গরিব পরিবারকে নতুন ঘর প্রদান সম্ভব হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, গত তিন বছরে যোগাযোগের প্রাথমিক পরিকাঠামোয় উল্লেখযোগ্য উন্নতি সম্ভব হয়েছে। এ-বিষয়ে তিনি বলেন, ত্রিপুরায় আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের কাজ জোর গতিতে চলছে, সমুদ্রের ভিতর দিয়ে ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন, রেল সংযোগ এবং নদী পথেও যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। তিনি এদিন ত্রিপুরার জন্য হীরা অর্থাৎ হাইওয়ে, ইন্টারনেট, রেলওয়ে এবং এয়ারওয়ের উল্লেখ করেছেন।

মোদী বলেন, যোগাযোগ ব্যবস্থা শুধু ভারত এবং বাংলাদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে মজবুত করছে এমন নয়, বাণিজ্যের এক শক্তিশালী অধ্যায় হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। তাঁর কথায়, এই সমগ্র অঞ্চল পূর্বোত্তর এবং বাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে উন্নীত করা হচ্ছে। তিনি জোর গলায় দাবি করেন, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে রেল ও জল যোগাযোগ প্রকল্পগুলি মৈত্রী সেতু নির্মাণের মাধ্যমে আরও শক্তিশালী হয়েছে। এই সেতু বাংলাদেশ এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া-র সাথে ত্রিপুরা এবং দক্ষিণ অসম (বরাক উপত্যকা), মিজোরাম ও মণিপুরের যোগাযোগ আরো উন্নত করবে। তাঁর মতে, ওই সেতু বাংলাদেশের আর্থিক প্রগতিকে গতি দেবে। তিনি ওই সেতু নির্মাণে সহযোগিতার জন্য বাংলাদেশ সরকারকে ধন্যবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেন, তাঁর বাংলাদেশ সফরে ওই সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছিল।

প্রধানমন্ত্রী আজ দাবি করেন, এখন যোগাযোগের জন্য সড়কপথে সীমাবদ্ধ থাকার প্রয়োজন নেই। নদী পথ যোগাযোগের বিকল্প মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হবে। ওই নদী পথেই বাংলাদেশ চট্টগ্রাম বন্দরকে পূর্বোত্তরের সাথে যোগাযোগ স্থাপনে চেষ্টা চলছে। তাঁর কথায়, সাব্রুমে ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট গুদাম এবং কন্টেইনার যাতায়াতের জন্য লজিস্টিক হাব হিসেবে কাজ করবে। তাঁর দাবি, ফেনী নদীর উপর সেতু নির্মাণে আগরতলা আন্তর্জাতিক সমুদ্র বন্দরের সাথে যোগাযোগ স্থাপনকারী নিকটতম শহর হবে। তিনি বলেন, আগরতলাকে উন্নত শহর হিসেবে গড়ে তোলার জন্য একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। তাতে, মানুষের জীবন-জীবিকায় বিরাট পরিবর্তন আসবে।

হাসিনা

● প্রথম পাতার পর

গুরুত্বপূর্ণ। ওই অনুরোধ আমরা ইতিবাচকভাবে বিবেচনা করেছি। তার পর থেকে বাংলাদেশ সরকার ভারতকে সেতু নির্মাণে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করে আসছে। তিনি বলেন, ওই সেতু নির্মাণে ১০ বছর সময় লেগেছে। এখন এই সেতু উত্তর-পূর্ব ভারতের জন্য একটি বাণিজ্য লাইফলাইন হবে। তিনি সকলের অবগতির জন্য বলেন, পণ্য পরিবহণে ইতিমধ্যে বাংলাদেশ ভারতকে চট্টগ্রাম ও মংলাবন্দর ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে।

তাঁর মতে, মৈত্রী সেতু চালুর মধ্যে দিয়ে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্য বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে পণ্য পরিবহণ করতে পারবে। তিনি বলেন, আগে ১৬০০ কিলোমিটার দূরে আগরতলার নিকটতম সমুদ্রবন্দর ছিল কলকাতা। বর্তমানে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে আগরতলার নিকটতম সমুদ্রবন্দর চট্টগ্রাম বন্দরের দূরত্ব ১০০ কিলোমিটারেরও কম হবে।

এদিন শেখ হাসিনা বলেন, আজ এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। ভারতোর সাথে বাংলাদেশের সংযোগ স্থাপনের মধ্যে দিয়ে এক নতুন যুগের সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর কথায়, আমরা এমন একটি অঞ্চলে বসবাস করছি যেখানে সংযোগ স্থাপনে সকলেই রক্ষণশীল ছিল এবং যেখানে সম্ভাবনার চেয়ে আন্তঃআঞ্চলিক বাণিজ্য অনেক কম। তিনি বিশ্বাস করেন, রাজনৈতিক সীমাবদ্ধতাগুলো ব্যবসার ক্ষেত্রে বাধা হওয়া উচিত নয়। সাথে তিনি যোগ করেন, ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের আন্তঃসীমান্ত পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ এবং এটি আঞ্চলিক ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়াতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

প্রধানমন্ত্রীর দাবি, মৈত্রী সেতু ত্রিপুরা এবং ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি করবে। পাশাপাশি, মৈত্রী সেতুর আশপাশের এলাকায় বসবাসরত বাংলাদেশিদের জীবন-জীবিকার উন্নতিতেও অবদান রাখবে। তিনি বলেন, আমরা মৈত্রী সেতু এমন এক সময় উদ্বোধন করছি, যখন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং বাংলাদেশ-ভারত কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ তম বর্ষ উদযাপন হচ্ছে। তাঁর কথায়, ৫০ বছর আগে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন জানিয়ে ভারত বাংলাদেশের জন্য তাদের সীমান্ত খুলে দিয়েছিল, আজ আমরা একসঙ্গে সমৃদ্ধ অঞ্চল তৈরি করছি।

শেখ হাসিনা ত্রিপুরাবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, আমরা ভুলিনি, ১৯৭১ সালে কীভাবে আমার জনগণকে আপনারা আশ্রয় দিয়েছিলেন, সমর্থন দিয়েছিলেন, সহযোগিতা করেছিলেন এবং আমরা আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জন করেছিলাম। কাজেই আজকের দিনে আমি সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। তিনি মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবকেও আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

সাতজন

● প্রথম পাতার পর

প্রতি নিয়ত দুর্ঘটনা ট্রেডিশনের রূপ নিচ্ছে।এমনই এক ঘটনা ঘটেছে আজ।আগরতলা থেকে একটি অটো গাড়ি ভাড়া নিয়ে বিশালগড় নেমন্তন্ন খাওয়ার জন্য যাচ্ছিল তেলিয়ামুড়ার কিছু লোক।বাইপাস রোডে আসা মাত্রই দুটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।এতে শিশুসহ ৬ জন আহত হয়।প্রত্যক্ষদর্শীরা দেখতে পেয়ে খবর পাঠায় বিশালগড় দমকল কর্মীদের।তারা ছুটে গিয়ে আহত ৬ জনকে নিয়ে আসে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে। জানা যায় আহত ৬ জনের মধ্যে একজনের অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক।পরবর্তী সময়ে কর্তব্যরত চিকিৎসক আশঙ্কাজনক অবস্থায় এক যুবককে তড়িঘড়ি হাঁপানিয়া হাসপাতালে রেফার করেন। এদিকে দুর্ঘটনার খবর পেয়ে সিপাহী জলা জেলা পরিষদের সদস্য বিশ্বজিৎ সাহা বিশালগড় হাসপাতালে ছুটে যান রোগীদের খবর নেওয়ার জন্য।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

লক্ষ্য। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, সরকারের কাজে স্বচ্ছতা সহ ত্রিপুরায় বিশেষ করে গ্রামগুলিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করছে রাজ্য সরকার।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করেন রাজস্বমন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা, শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ, কৃষি ও কৃষক কল্যাণমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়, সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বনমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া, খাদ্যমন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব, সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা এবং বিধায়কগণ।

শেষ ৩০ সেকেন্ড ম্যাজিক, অলিম্পিকের আগেই সোনা জয় বজরং পুনিয়ার

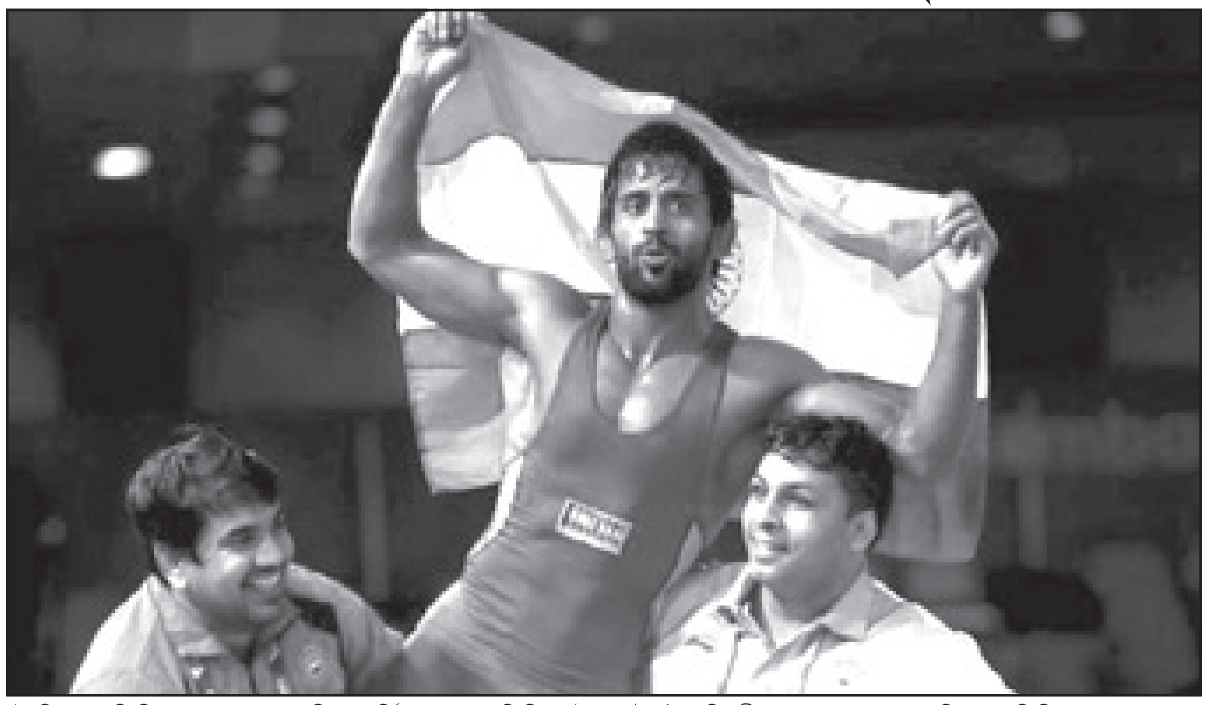

টোকিও অলিম্পিকের আগে বড়সড় সাফল্য পেলেন ভারতীয় তারকা কুস্তিগীর বজরং পুনিয়া। রোমের র্যাঙ্কিং সিরিজের রুদ্ধশ্বাস ফাইনালে শেষ ৩০ সেকেন্ডে বাজিমাত করে সোনা জিতলেন বজরং। অলিম্পিকের আগে যা বজরংয়ের আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বাড়িয়ে দেবে বলে বে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এবার টোকিও অলিম্পিকসে ভারতের পদক জয়ে অন্যতম ভরসা বজরং পুনিয়া। তার আগেই দেশকে আরও এক সোনা দিয়ে গর্বিত করলেন তিনি। এই সাফল্যের ফলে বিশ্ব ব্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বরে উঠে এলেন বজরং।রোমের র্যাঙ্কিং সিরিজের ফাইনালে বজরং পনিয়ার প্রতিপক্ষ ছিলেন চিরপ্রতীদ্বন্দ্বী ঙ্গোলিয়ার তুলগা তুমুর ওচির। ৬৫ কেজি বিভাগে মুখোমুখি হয়েছিলেন তারা। কিন্তু খেলায় ২-০ পিছিয়ে ছিলেন বজরং। কিন্তু লড়াই শেষ হওয়ার ৩০ সেকেন্ড আগে তিনি সমতা ফেরান। যে-হেতু শেষ স্কোরিং পয়েন্ট ভারতীয় কুস্তিগিরই পান, তাই তাঁকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। মাথা ঠান্ডা রেখে নিজের ডিফেন্সের উপর ভরসা রেখে জয়ী হন বজরং। রোমের ম্যাট্রিও পেলিকনে এটি বজরং পুনিয়ার পরপর দ্বিতীয়বার স্বর্ণপদক জয়। জয়ের পর বজরং জানিয়েছেন,'' আগের চেয়ে আমার লেগ ডিফেন্সে উন্নতি হয়েছে বুঝতে পারছি। তবে আরও উন্নতি করতে হবে। আক্রমণও আরও ধারালো করতে চাই।অলিম্পিকে পদক জয় যে তার পাখির চোখ সেই কথা আগেই জানিয়েছেন বজরং পুনিয়া। অলিম্পিক শুরুর আগে যাতে মনঃসংযোগ নষ্ট না হয়, তাই আগেই সোশ্যাল মিডিয়া থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন। নিজের যাবতীয় সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দিয়েছেন। একইসঙ্গে আমেরিকা থেকেও বিশেষ প্রশিক্ষণ নিয় এসেছেন বজরং। দিন-রাত এক করে অলিম্পিকের প্রস্তুতি চালাচ্ছেন ভারতীয় কুস্তিগীর। নিজের ও দেশের স্বপ্নপূরণই এই ধ্যান-জ্ঞান বজরংয়ের।

আইপিএল এবারও দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে, তেমনই ভাবছে সৌরভের বোর্ড

গতবার মরুশহরে আইপিএল হওয়ার সময় বিরাট কোহলি বারবার বলেছিলেন, ফাঁকা মাঠে খেলা এক ক্রীড়াবিদের কাছে খুবই যন্ত্রনার। তার মোটিভেশন নিয়ে সমস্যা হয়। কারণ দর্শকরাই খেলার জিয়নকাঠি।পরিস্থিতি যা গম্ভীর, তাতে করোনাভাইরাস ফের জাঁকিয়ে বসছে দেশের বিভিন্ন শহরে। সেই কারণে চিন্তায় বিসিসিআই কর্তারাও। এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসেনি। তবে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) প্রধান সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন, গতবারের মতোই এবারও ফাঁকা স্টেডিয়ামে আইপিএলের ম্যাচগুলি হতে পারে। গত রবিবার আইপিএলের পূর্ণাঙ্গ সূচি ঘোষণার দিনই বোর্ড সচিব জয় শাহ আভাস দিয়ে রেখেছিলেন, আইপিএলের প্রথম অর্ধের বেশ কিছু খেলা রুদ্ধদ্বার স্টেডিয়ামেই হবে। বোর্ড প্রেসিডেন্ট সৌরভ অবশ পুরো টুর্নামেন্টের কথাই জানিয়েছেন। আইপিএলের ঘোষিত সূচি অনুযায়ী, ভারতের ছয়টি শহরে হবে আইপিএলের এবারের সব খেলা। শহরগুলো হল আহমেদাবাদ, বেঙ্গালুরু, চেন্নাই,

দিল্লি, মুম্বই এবং কলকাতা।ভারত ও ইংল্যান্ডের সদ্য সমাপ্ত টেস্ট সিরিজে দেওয়া হয়েছিল দর্শক প্রবেশের অনুমতি। চেন্নাই ও আহমেদাবাদের গ্যালারিতে ছিল ধারণক্ষমতার ৫০ শতাংশ দর্শক। তবে দ্বিপাক্ষিক সিরিজ ও আট দলের আইপিএল এক নয়, তাই দর্শকশূন্য গ্যালারির কথাই ভাবছে বিসিসিআই।এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাতারে সৌরভ বলেছেন, """এখনও জানি না, পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করবে সব কিছু, আদৌ মাঠে দর্শক প্রবেশ হবে কিনা। দুই দলের সিরিজের চেয়ে একটু ভিন্ন আইপিএল। আপনি যদি দর্শক প্রবেশের অনুমতি দেন, এখানে মাঠে খেলবে দুই দল। বাইরে অনুশীলনেও থাকবে কয়েক দল।""বোর্ড প্রধান আরও যোগ করেন, """অনেক মাঠেই অনুশীলনের পিচগুলো বাইরে। যেখানে দলগুলো তাদের রুটিন অনুশীলন সেরে নেয়, কারণ নিয়মিতই খেলা থাকে। তো এমন অবস্থায় দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত করে দিলে তারা অনুশীলনরত দলগুলোর কাছাকাছি যেতে পারে। যা অনেক বড় ঝুঁকি হতে পারে।"""" নির্ধারিত সূচির প্রায় ছয় মাস পিছিয়ে সেপ্টেম্বরে দুবাইয়ে হয়েছিল আইপিএলের ১৩তম আসরের খেলা। সেখানেও ছিল না দর্শক প্রবেশের অনুমতি। মূলত ঝুঁকি এড়াতেই দর্শক ছাড়া আয়োজন করা হয়েছে আইপিএল।এই নিয়ে সৌরভ জানিয়েছেন, """দুবাইয়েও একই ঘটনা ছিল। আমরা রুদ্ধদ্বার গ্যালারিতে শুরু করেছি এবং দর্শক প্রবেশের অনুমতি দেওয়ার কথা ভেবেছিলাম। তবে যেহেতু সবকিছু দারুণভাবেই কেটেছে। তাই আমরা দর্শক প্রবেশের ঝুঁকি নিইনি নতুন করে।""""

৭ বছর টেস্ট খেলবেন মিতালিরা, বিশেষ দিনেই ঘোষণা করল বিসিসিআই

এক-আধ বছর নয়, টানা ৭ বছর পর টেস্ট খেলতে চলেছে ভারতের মহিলা ক্রিকেট দল। ঘরের মাঠে মাইসুরুতে শেষবার দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ২০১৪ সালে মিতালি রাজরা সাদা পোশাকে মাঠে নেমেছিলেন। এরপর ফের চলতি বছরের শেষে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে একটি টেস্ট ম্যাচ খেলতে চলেছে টিম ইন্ডিয়া।সোমবার আন্তর্জাতিক নারী দিবসে) ট্যুইট করে এই ঘোষণা করলেন বিসিসিআই সচিব জয় শাহ। জয় এদিন সন্ধ্যায় লিখলেন, 'আন্তর্জাতিক নারী দিবসে আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, বিসিসিআই মহিলা দল ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে একটি টেস্ট ম্যাচ খেলবে চলতি বছরের শেষ দিকে। ওমেন ইন ব্লু আবার সাদা জার্সিতে নামবে।'৭ বছর আগে মাইসুরুতে মিতালির (দেশের বর্তমান ওয়ানডে ক্যাপ্টেন) নেতৃত্বে ভারত ইনিংস ও ৩২ রানে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়েছিল। ১৯৭৬ সালে ভারতের মেয়েরা প্রথম টেস্ট ক্রিকেটের স্বাদ পেয়েছিল। বেঙ্গালুরুতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে খেলা হয়েছিল। ছয় ম্যাচের টেস্ট সিরিজের ফল ছিল ১-১। তারপর থেকে এখনও পর্যন্ত ভারত ৩৭টি টেস্ট খেলেছে। এর মধ্যে মিতালি খেলেছেন ১০টি ম্যাচ। ৬৬৩ রান রয়েছে তাঁর ঝুলিতে। একটি শতরান ও চারটি অর্ধ-শতরান করেছেন মিতালি।এই মুহূর্তে ভারত লখনউতে পাঁচ ম্যাচের ওয়ান-ডে সিরিজ খেলছে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে। তারপর রয়েছে তিন ম্যাচের টি-২০ সিরিজ। গত রবিবার দক্ষিণ আফ্রিকা ভারতকে প্রথম ওয়ান-ডে ম্যাচে আট উইকেটে হারিয়ে সিরিজে ১-০ এগিয়ে গিয়েছে।

ধোনির সঙ্গে খেলেই উন্নতি হয়েছে মেনে নিলেন ইংরেজ অলরাউন্ডার

টেস্ট সিরিজ এখন অতীত। ১২ মার্চ থেকে শুরু হতে চলেছে টি২০ সিরিজ। ইংল্যান্ড দলে যোগ দিয়েছেন স্যাম কারেন। আইপিএল ২০২০-তে চেন্নাই সুপার কিংস দলের অল্প কিছু ভাল দিকের একটি ছিলেন তিনি। মহেন্দ্র সিংহ ধোনি তাঁকে ব্যবহার করেছেন বিভিন্ন ভাবে। আর তাতেই নাকি তিনি ক্রিকেটার হিসেবে উন্নতি করেছেন বলে মত কারেনের।দুবাইতে চেন্নাই দলে কখনও তিনি ওপেন করেছেন, কখনও শেষের দিকে ব্যাট করেছেন, বল হাতেও দলকে সাহায্য করেছেন। কারেনের এই বিভিন্ন রূপে নিজেকে মেলে ধরায় শুধু যে চেন্নাই দলের লাভ হয়েছে তা নয়, কারেন নিজেও উন্নতি করেছেন।

ভারতের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজে নামার প্রস্তুতির মাঝেই তিনি বলেন, ''আমি অনুভব করছি গতবারের আইপিএলে অনেকটা উন্নতি করেছি। বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন ভাবে নিজেকে মেলে ধরতে হয়েছে, যা আমাকে লাভবান করেছে। উপভোগ করেছি পুরো বিষয়টা।''কিংস ইলেভেন পঞ্জাব (এখন পঞ্জাব কিংস) দলের হয়ে প্রথম বার আইপিএল খেলেছিলেন কারেন ২০১৯ সালে। ৯ ম্যাচে করেছিলেন ৯৫ রান এবং নিয়েছিলেন ১০টি উইকেট। পরের বছর তিনি চেন্নাইয়ের জার্সি পরেন।

১৪ ম্যাচে করেছিলেন ১৮৬ রান এবং নিয়েছিলেন ১৩টি উইকেট। ৩ বারের আইপিএল জয়ী চেন্নাই গত বারের আইপিএল ভুলতে চাইলেও, কারেন কিন্তু নিজেকে মেলে ধরতে পেরেছিলেন। এ বারের আইপিএলেও তাঁকে দেখা যাবে ধোনির দলেই। তার আগে যদিও ভারতের বিরুদ্ধে খেলতে নামবেন ইংরেজ অলরাউন্ডার।

তরুণদের সাফল্যে দল নির্বাচন নিয়ে জট

রাতের ঘুম ছুটেছে ভারতীয় ক্রিকেট দলের হেড কোচ রবি শাস্ত্রী, বোলিং কোচ বি অরুণ, অধিনায়ক বিরাট কোহালির। সৌজন্যে অবশ্যই আর অশ্বিন, অক্ষর পটেল থেকে ঋষভ পন্থ, ওয়াশিংটন সুন্দরদের দুরন্ত পারফরম্যান্স। তাই শুক্রবার থেকে শুরু হতে যাওয়া ভারত বনাম ইংল্যান্ডের টি-টোয়েন্টি সিরিজে দল গঠন নিয়েই একাধিক জল্পনা তুঙ্গে। প্রশ্ন উঠছে, টেস্ট সিরিজ শেষ হওয়ার পরে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে দল নির্বাচনের জন্য কী পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে? প্রথমে কি সিরিজ জয় নিশ্চিত করতে পরীক্ষিতদের নিয়েই দল গড়া হবে? তার পরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা। নাকি, বৃহত্তর স্বার্থে নবাগত তরুণ ক্রিকেটারদের দেখে নেওয়া হবে শুরুতে।

যদিও বিশেষজ্ঞদের অনুমান, টি-টোয়েন্টি সিরিজ আগে জিততে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে প্রথম তিন ম্যাচে পরীক্ষিতদের নিয়েই দল নির্বাচন হতে পারে। ভারত বনাম ইংল্যান্ডের এই টি-টোয়েন্টি সিরিজের পাঁচটি ম্যাচই হবে আমদাবাদে। ফলে পিচের চরিত্র প্রায় একই রকম থাকার কথা। ভারতীয় ক্রিকেট দলের হেড কোচ, অধিনায়ক ও বোলিং কোচেদের সমস্যা আরও বেড়েছে ঋষভ পন্থ সাম্প্রতিক কয়েক মাসে দুরন্ত পারফরম্যান্স করায়। সীমিত ওভারের ক্রিকেটে গত কয়েক মাস আগেও উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান হিসেবে প্রথম পছন্দ ছিলেন কে এল রাহুল। কিন্তু পন্থ সে হিসাব জটিল করে দিয়েছেন। এই মুহূর্তে পন্থ দলে থাকলে রাহুলের প্রথম একাদশে থাকা মুশকিল হচ্ছে। সাদা বলের ক্রিকেটে ওপেনিংয়ে ভারতীয় দলকে ভরসা দেওয়ার মতো জায়গায় রয়েছেন রোহিত শর্মা ও শিখর ধওয়ন। সম্প্রতি বিজয় হজারে ট্রফিতে ১৫০ রানের ইনিংস খেলে নির্বাচকদের খাতায় নিজের নাম তুলেছেন ধওয়ন। সে ক্ষেত্রে আইপিএলে সফল ওপেনার রাহুল কোথায় খেলবেন, প্রশ্ন সেটাই।

মেসি গেলেও লা লিগার জৌলুস কমবে না, হবে না আর্থিক ক্ষতিও, জানালেন লিগের প্রেসিডেন্ট

বার্সেলোনার নয়া প্রেসিডেন্ট হুয়ান লাপোর্তা ক্ষমতায় এসেই জানিয়েছেন, তিনি যে কোনও মূল্যে লিওনেল মেসিকে ধরে রাখতে মরিয়া। যদিও এখনও মেসির চুক্তির পুনর্নবিকরণ হয়নি। মনে করা হচ্ছে, বার্সা রাজপুত্র চলে যেতে পারেন অন্য ক্লাবে। তার মধ্যেই মেসি চলে গেলেও যে লা লিগার আকর্ষণ কমবে না, জানিয়ে দিয়েছেন লা লিগার প্রেসিডেন্ট হাভিয়ের তেবাস। নতুন মরসুমে মেসি আর স্পেনে থাকবেন না, এমনটা ধরে নিয়েই লা লিগার আর্থিক পরিকল্পনা সাজানো হয়েছে বলেছেন তেবাস।

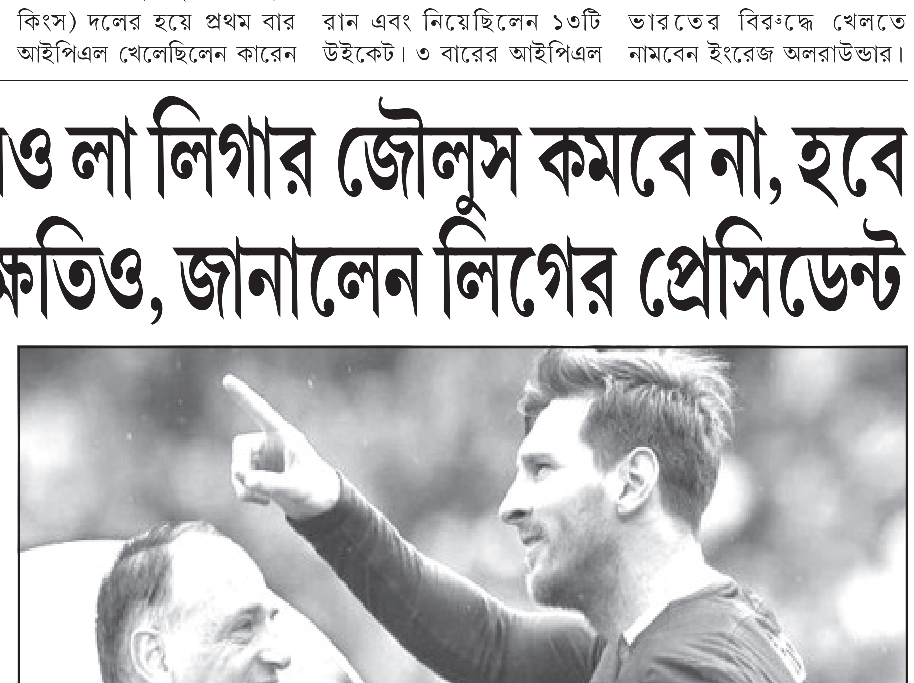

করোনাভাইরাসের কারণে বেশ বড়সড় আর্থিক ধাক্কাই লেগেছে লা লিগায়। শুধু বার্সেলোনাই প্রায় দেড় বিলিয়ন ডলার ঋণের কোপে পড়েছে। এমতাবস্থায় মেসি চলে গেলে এই আর্থিক ধাক্কা সামাল দেওয়া বেশ কঠিনই হবে। তবু তেবাস মনে করেন, মেসিকে ছাড়াও ভালভাবেই চলবে লা লিগা। তাতে কোনও জৌলুস কমবে না, সেটিও মনে করেন শীর্ষ আধিকারিক।স্প্যানিশ এক টিভি চ্যানেল অনস্পোর্টকে তেবাস বলেছেন, """চুক্তির একটা ধারার কারণে মেসি মরসুমের শুরুতে বার্সেলোনা ছাড়তে পারেনি। ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো চলে যেতেও ক্ষতি হয়নি, এমনকি মেসি চলে গেলেও হবে না।"""" তেবাস আরও বলেন, """ক্লাবের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চলে গিয়েছিল ক্রিশ্চিয়ানো। এ বিষয়ে আমার কিছু বলার নেই। তবে সেরা খেলোয়াড়দের সবসময়ই লা লিগায় চাই আমি। ক্রিশ্চিয়ানো চলে যাওয়াটা বড় ধাক্কা ছিল। আবার এও ঠিক, আমরা আগে থেকে পরিকল্পনা করে নিই, তাই ক্ষতি সামলেও উঠি।"""" আর্থিক দিক থেকে ঠিক কি অবস্থায় আছে লা লিগা? লা লিগা কর্ণধার বলেছেন, """আমরা ভাবিনি দর্শক ছাড়া এত দীর্ঘসময় আমাদের খেলতে হবে, টুর্নামেন্ট করতে হবে। গেটসেল বাবদ অর্থ আমাদের শূন্য, তাই ক্ষতির পরিমানও প্রায় ২ বিলিয়ন ইউরো হয়ে গেছে। আমরা দেখছি কিভাবে অর্থের যোগান সম্ভব হতে পারে।

সরকারের তিন বছর পূর্তি উপলক্ষে সংবাদ মাধ্যমের সম্পাদক ও সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময় অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্যরা।

সরকারের ৩ বছর পূর্তি উপলক্ষে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভা

রাজ্যে সুদূরপ্রসারী উন্নয়ন ঘটে চলেছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মার্চ।। রাজ্যের মানুষের কল্যাণে জনমুখী ও দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ৩ বছর পর রাজ্য এখন বিকাশের পথে হাঁটছে। আত্মনির্ভর হয়ে উঠছে ত্রিপুরা। আজ নতুন সরকারের ৩ বছর পূর্তি উপলক্ষে হোটেল পোলো টাওয়ারে আয়োজিত সংবাদমাধ্যমের সাথে এক মতবিনিময় সভায় একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। মতবিনিময় সভায় মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যের সর্বক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী উন্নয়ন ঘটে চলছে। ক'ষকদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। বর্গাদার ক'ষকদের ঋণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাজ্যে দুধ, ডিম, মাছের উৎপাদন বেড়েছে। প্রাইভেট সেক্টরের গ্রোথ রেট অনেকটাই বেড়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে কোয়ালিটি এডুকেশন চালু করা সহ ছাত্রছাত্রীদের সর্বভারতীয় পরীক্ষায় সাফল্যের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যে গত তিন বছরে সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে প্রায় ৯৬ হাজার কর্মসংস্থান হয়েছে। মাথাপিছু আয় বেড়ে ১ লক্ষ ২৫ হাজার ১৪১ টাকা হয়েছে। আগরবাতি শিল্প ও আগর চাষের ক্ষেত্রে রাজ্যে প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে। রাজ্যের বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর লক্ষ্যে ৪,৬০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। ১৪১টি পরিষেবা ও ৩৫টি দপ্তর অনলাইনের আওতায় আনা হয়েছে। জাগ্রত ত্রিপুরার মাধ্যমে আগামীদিনে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনা সম্পর্কে মানুষ সহজেই অবগত হতে পারবেন। তিনি আরও বলেন, আগেও রাজ্যে কাজ হতো। কিন্তু বর্তমানে এর গতি বেড়েছে। ফলে মানুষ অল্প সময়ের মধ্যেই বিভিন্ন পরিষেবার সুযোগ নিতে সক্ষম হচ্ছেন। ২৩ বছরের রিয়াং শরণার্থী সমস্যা, করোনাকাল পরবর্তীতে সরকারি কর্মচারীদের ৩ শতাংশ ডি এ প্রদান করা নিয়েও মুখ্যমন্ত্রী বিস্ত'ত আলোচনা করেন। সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় করে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এখন সবকিছুই হচ্ছে কোনও ধরণের আন্দোলন ছাড়া। এটাই একটি মডেল রাজ্য গড়ে তোলার সোপান। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যে বিশেষ অর্থনৈতিক অ'ল সম্পূর্ণরূপে চালু হয়ে গেলে ২ লক্ষের বেশি মানুষের কর্মসংস্থান হবে। তিনি বলেন, রাজ্যে এখন কর্মসংস্ক'তি পাল্টেছে। রাজ্যে জব ক্রিয়েটর তৈরি হয়েছে। পরনির্ভরশীল মানসিকতা মানুষ কাটিয়ে উঠেছেন। তাছাড়াও তিনি বলেন, ত্রিপুরাসুন্দরী মায়ের মন্দিরের সৌন্দর্যায়নের জন্য প্রায় ১৮৮ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। এক্ষেত্রে মায়ের মন্দিরের মূল পরিকাঠামোগত কোনও পরিবর্তন করা হবে না।

আলোচনাসভায় শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, গত ৩ বছরে সরকার ৮৩৮টি মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ও কার্যকরী করা হয়েছে। যা এদেশের ইতিহাসে বিরল। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গড়ার অভিমুখে কাজ করে চলছেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ বিনোদ কুমার সোনকর, সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক, ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মানিক সাহা সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিগণ।

উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিলেন ত্রিবেন্দ্র সিং রাওয়াত

দেহরাদুন, ৯ মার্চ (হি.স.): উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিলেন ত্রিবেন্দ্র সিং রাওয়াত। মঙ্গলবার রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে ইস্তফাপত্র তুলে দেন তিনি। ইস্তফা গ্রহণ করলেও নতুন মুখ্যমন্ত্রী শপথ না নেওয়া পর্যন্ত ত্রিবেন্দ্র সিং রাওয়াতকেই তদারকি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে কাজ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যপাল।

ইতিহাস গড়তে পারলেন না উত্তরাখণ্ডের বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী ত্রিবেন্দ্র সিংহ রাওয়াত। দলীয় বিধায়কদের বিদ্রোহের মুখে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফা দিলেন। মঙ্গলবার বিকাল চারটে নাগাদ রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপাল বেবি রানী মৌর্যের সঙ্গে দেখা করে ইস্তফাপত্র তুলে দেন তিনি। ইস্তফা গ্রহণ করলেও নতুন মুখ্যমন্ত্রী শপথ না নেওয়া পর্যন্ত ত্রিবেন্দ্র সিংহ রাওয়াতকেই তদারকি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে কাজ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যপাল।

২০১৭ সালের বিধানসভা ভোটে কংগ্রেস সরকারকে হঠিয়ে রাজ্যে ফের ক্ষমতায় ফেরে বিজেপি। গত বিধানসভা নির্বাচনে ৭০টি আসনের মধ্যে ৫৭টিতে জিতে সে রাজ্যের কুর্সি দখল করে বিজেপি। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের চমকে দিয়ে অপরিচিত মুখ ত্রিবেন্দ্র সিং রাওয়াতকে পাহাড়ি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পদে বেছে নিয়েছিলেন বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব। কিন্তু গত কয়েক মাস ধরেই মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিজেপি বিধায়ক ও মন্ত্রীদের ক্ষোভ বাড়ছিল। ত্রিবেন্দ্র সিং রাওয়াতকে সরিয়ে দেওয়ার আর্জি জানিয়ে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের পাশাপাশি আরএসএসের পদাধিকারীদের কাছেও দাবি জানিয়েছিলেন বিক্ষুব্ধ বিজেপি বিধায়ক-মন্ত্রীরা। সোমবারই মুখ্যমন্ত্রী ত্রিবেন্দ্র সিং রাওয়াতকে দিল্লি তলব করেছিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। দিল্লি পৌঁছে দলের সর্বভারতীয় সভাপতির সঙ্গে বৈঠক করেন ত্রিবেন্দ্র সিং রাওয়াত। ওই বৈঠকের পরই আজ রাজ্যে ফিরে রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করার সময় চান উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী। তখনই জল্পনা ছড়ায়, ইস্তফা দেওয়ার জন্যই রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করার সময় চেয়েছেন রাওয়াত। সেই জল্পনাই শেষ পর্যন্ত সত্যি হল।

সংক্রমণ রুখতে জাপানে ভেন্ডিং মেশিন

টোকিও, ৯ মার্চ (হি. স.) : ভারত, ইংল্যান্ড, আমেরিকা সহ একাধিক দেশের পাশাপাশি করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে জাপানে। এদেশে টেস্টিংয়ের সংখ্যা কম হওয়ায় সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা বাড়ছে। যার মধ্যে টোকিওতে আক্রান্তের সংখ্যা অনেকটাই বেশি। জাপানের সরকারি হাসপাতালে প্রতিদিন মাত্র ৪০ হাজার পিসিআর টেস্ট হচ্ছে। যা মোট জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশও নয়। ফলে কে আক্রান্ত হচ্ছে তা বোঝা যাচ্ছে না। ফলে সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে নয়া পদক্ষেপ করেছে এক ব্যবসায়িক সংগঠন। ভেন্ডিং মেশিনের মাধ্যমে পিসিয়ার টেস্টিং কিটের ব্যবস্থা করেছে সেই সংগঠন। এই ভেন্ডিং মেশিন যে কেউ ব্যবহার করতে পারে এবং যে কেউ সেখান থেকে টেস্টিং কিট বের করে নমুনা সংগ্রহ করতে পারে।

সূত্রের খবর, আপাতত টোকিওর বেশ কয়েকটি জায়গায় এই মেশিন বসানো হয়েছে। এর ফলে সরকারি বা বেসরকারি কোনও হাসপাতালে গিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে টেস্ট করার ঝক্কি নিতে হবে না। দ্রুত হারে টেস্টিংয়ের ফলে যে কেউ নিজেদের আগে থেকে সচেতন করতে পারবে। এতে সংক্রমণ ছড়াবে না। এ বিষয়ে লেকটাউন টেকেনোকো ইএনটি ক্লিনিকের ডিরেক্টর হিদেকি তাকেমুরা জানান, ভেন্ডিং মেশিন লাগানোর সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের ভালো প্রতিক্রিয়া পাওয়া গিয়েছে। কারণ এতে ভিড় এড়ানো যাচ্ছে। যার ফলে একজনের থেকে আরেকজনের শরীরে সংক্রমণ ছড়ানোর সম্ভাবনা কম থাকছে। আপাতত ৭টি মেশিল গ্রেটার টোকিও এলাকায় বসানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। প্রত্যেকটি ভেন্ডিং মেশিনে ৬০টি করে টেস্টিং কিট রয়েছে। যা ৪,৫০০ ইয়েনে বিক্রি হচ্ছে। ব্যবসায়ী সংগঠনের মতে, জাপানে টেস্টিংয়ের জন্য ৪.১ মিলিয়ন ভেন্ডিং মেশিন তৈরি হচ্ছে।

গ্রেফতারিতে স্থগিতাদেশ শীর্ষ আদালতের, স্বস্তি ভারতী ঘোষের

কলকাতা, ৯ মার্চ (হি. স.) : বিধানসভা নির্বাচনের মুখে বড় স্বস্তি পেল বিজেপি। পশ্চিমবঙ্গের ভোটযুদ্ধে তাঁদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রার্থী ভারতী ঘোষের গ্রেফতারির ক্ষেত্রে স্থগিতাদেশ দিল দেশের শীর্ষ আদালত। তাই পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরায় বিজেপির প্রার্থী হিসাবে ভোটে লড়াই করতে আর কোনও বাধা রইল না রাজ্যের এই প্রাক্তন আইপিএস আধিকারিকের।

সুপ্রিমকোর্ট মঙ্গলবার এক অন্তর্বর্তী নির্দেশে জানিয়েছে, বিধানসভা নির্বাচন না মেটা পর্যন্ত ১০ মে''র আগে ভারতী ঘোষকে গ্রেফতার করা যাবে না। ডেবরার বিজেপি প্রার্থী হিসেবে তিনি মনোনয়ন জমা দিতে পারবেন এবং প্রচারও করতে পারবেন।

বিজেপি-র রাজ্য সহ সভাপতি রাজ্যের প্রাক্তন এই মহিলা দাপুটে পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে মোট ৩০টি এফআইআর রয়েছে। এই পরিস্থিতি তিনি কীভাবে ভোটে লড়াই করবেন, তা জানতেই দেশের শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ভারতী। গোটা বিষয়টিতে শীর্ষ আদালতের হস্তক্ষেপ ও রক্ষাকবচের জন্য আর্জি জানান ভারতী ঘোষের আইনজীবী এন কে কল।

আদালতে কল বলেন, ''পশ্চিমবঙ্গে ভারতী ঘোষের বিরুদ্ধে এফআইআরের পর এফআইআর করা হয়েছে। তিনি রাজ্যের শাসক দলের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন বলে, লোকসভা ভোটের আগেও বার বার তাঁকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। আর এখন ভারতী ঘোষের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। আগামী ১৩ মার্চ ডেবরার প্রার্থী হিসেবে তাঁর মনোনয়ন জমা দেওয়ার কথা। আদতে ভারতী ঘোষকে আটকাতেই এই কৌশল নিয়েছে রাজ্য সরকার।''

ভারতী ঘোষের আইনজীবীর এই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে পাল্টা সওয়াল করেন রাজ্য সরকারের পক্ষে আইনজীবী সিদ্ধান্ত লুথরা। তিনি বলেন, ''আমরা তাঁকে গ্রেফতার করতে চাইছি না। যে আদালতে তাঁর নামে মামলা চলছে, সেই আদালত-ই তাঁর বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে। আর তিনি হাজিরা দেন না।

আশঙ্কাই সত্যি হল, অভিনেতা রণবীর কাপুর করোনা-সংক্রমিত

মুম্বই, ৯ মার্চ (হি.স.): যেমনটা আশঙ্কা করা হয়েছিল, তাই হল! করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন বলিউড অভিনেতা রণবীর কাপুর। মঙ্গলবার রণবীরের মা নীতু কাপুর এমনটাই জানিয়েছেন। অসুস্থ ছিলেন রণবীর কাপুর, তিনি নিভৃতবাসে রয়েছেন। যদিও তাঁর অসুস্থতার কারণ সম্পর্কে সোমবার রাত পর্যন্ত কোনও স্পষ্ট তথ্য মেলেনি। জল্পনা চলছিল, করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন রণবীর কাপুর। অবশেষে মঙ্গলবার রণবীরের মা নীতু কাপুর জানিয়েছেন, 'রণবীর করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে।'

২০২১ সালের শুরু থেকে একাধিক নতুন ছবিতে কাজ শুরু করেছেন রণবীর। 'শামসেরা', 'ব্রহ্মাস্ত্র', পরিচালক লব রঞ্জনের পরবর্তী ছবি এবং 'অ্যানিমাল'। এ দিকে করোনার দাপট ফের বেড়েছে মুম্বইয়ে। মুখে মাস্ক পরা ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার আর্জি জানানো হয়েছে সরকারের তরফে। এরইমধ্যে রণবীর অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন।

ভাইপোর অসুস্থতার তাঁর কাকা রণধীর স্বীকারও করেছিলেন। মঙ্গলাবার রণবীরের মা নীতু কাপুর জানিয়েছেন, 'রণবীর করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে।' প্রসঙ্গত, কয়েক মাস আগে রণবীরের মা অভিনেত্রী নীতু কাপুর কোভিড আক্রান্ত হয়েছিলেন।

নন্দীগ্রামে ঢালাও উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি প্রার্থী মমতার

নন্দীগ্রাম, ৯ মার্চ (হি. স.) : "নন্দীগ্রামে কোনও ঘরে বেকার থাকবে না। শিক্ষায় কেউ পিছিয়ে থাকবে না। শহিদদের স্মরণ করে এ বারের ইস্তেহারে বিশ্ববিদ্যালয় রাখছি। নানা রকম চক্রান্ত চলছে, চলবে। পা দেবেন না।"

নন্দীগ্রামে প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করার পর মঙ্গলবার কর্মীসভায় যোগ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই মন্তব্য করেন। দলের বুথ কর্মীদের নিয়ে এই বিশেষ সভায় আগামীতে গোটা রাজ্য তথা দেশে নন্দীগ্রাম মডেল গড়ার ডাক দিলেন। এরই সঙ্গে তিনি স্পষ্ট করে এদিন জানিয়ে দিলেন আগামীদিনে নন্দীগ্রামই হবে রাজ্যের মডেল বিধানসভা। নন্দীগ্রামের সভায় নির্বাচনে জিতলে হলদিয়া পর্যন্ত ব্রিজ তৈরি করার কথা এদিন ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এরই সঙ্গে এদিন তৃণমূল সুপ্রিমো জানান, ''নন্দীগ্রামে কোনও ঘরে বেকার থাকবে না। শিক্ষায় কেউ পিছিয়ে থাকবে না। এছাড়াও দীর্ঘ দশ বছর রাজ্যে ক্ষমতায় থেকে নন্দীগ্রামের জন্য কি করেছেন সেই প্রসঙ্গে তৃণমূল নেত্রী প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে জানান, ''এখানে হাসপাতাল কে গড়েছে, রাঙাহাট কে তৈরি করেছে, স্বর্ণময়ী কলেজ করেছি, শহিদ বেদী করেছি, কিসান মাণ্ডি করেছি, ৭০০ কোটি টাকার জলপ্রকল্পের কাজ চলছে।''

আসন্ন পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে নন্দীগ্রাম যে মূল হটস্পট হবে, তা বোঝাই যাচ্ছে। তৃণমূলের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রার্থী ঘোষণার পর এমনিতেই উত্তাপ বেড়েছে নন্দীগ্রামের রাজনীতিতে। তার উপর বিজেপির তরফে ওই আসনে প্রাক্তন তৃণমূল নেতা শুভেন্দু অধিকারীর নাম ঘোষনা করায় নন্দীগ্রাম কার্যত ব্যাটল ফিল্ডের চেহারা নিয়েছে। পিছিয়ে নেই সিপিএমও। হাইভোল্টেজ ম্যাচের কথা মাথায় রেখে এবারে নন্দীগ্রাম থেকেও প্রার্থী দিচ্ছেন তাঁরা। কিছুদিন আগেই বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু এমনটাই ঘোষণা করেন।

করোনায় আক্রান্ত পরিচালক সঞ্জয়লীলা বনশালী

মুম্বই, ৯ মার্চ (হি. স.) : করোনায় আক্রান্ত হলেন পরিচালক সঞ্জয়লীলা বনশালী। আপাতত তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল ও তিনি হোম আইসোলেশনে রয়েছেন।

জানা গিয়েছে, মুম্বইয়ের গুরগাঁও ফিল্ম সিটিতে আলিয়ার সঙ্গে গাঙ্গুবাঈ কাঠিওয়াড়ি ছবির শ্যুটিং করছিলেন তিনি। বর্তমানে আলিয়া সহ শ্যুটিং ইউনিটের সকলেই কোয়ারান্টিনে রয়েছেন। ছবির শুটিংও বন্ধ রাখা হয়েছে। সঞ্জয়লীলার করোনা রিপোর্ট পজেটিভ আসার পরেই তিনি তাঁর মায়েরও করোনা পরীক্ষা করান। তবে তাঁর রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। উল্লেখ্য, মঙ্গলবার সকালেই জানা গিয়েছে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন অভিনেতা রণবীর কাপুর। তিনিও বর্তমানে রয়েছেন হোম আইসোলেশনে।

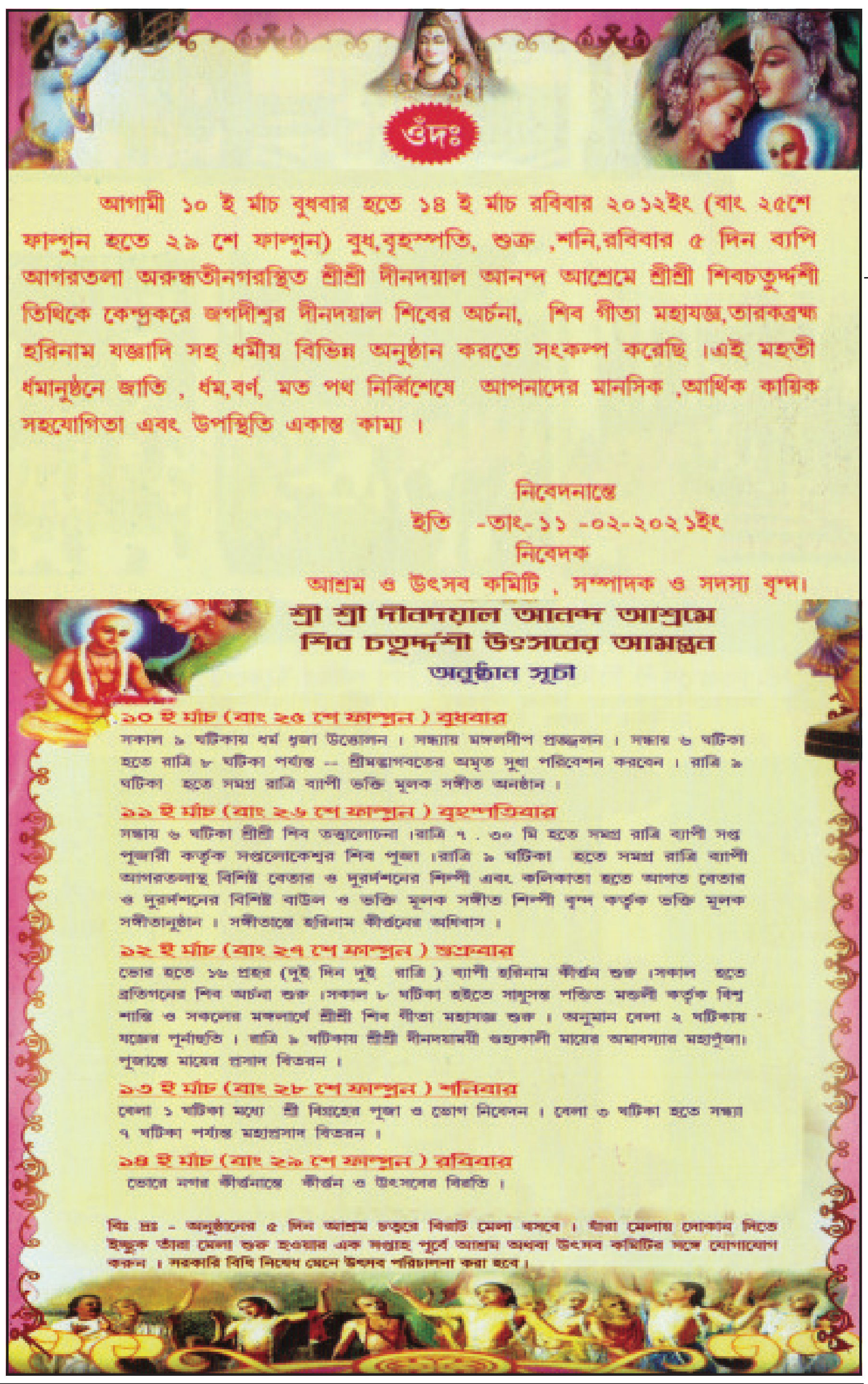

প্রার্থিত্ব কেন্দ্রিক ক্ষোভ-প্রতিক্রিয়া, ড্যামেজ কন্টোলে শিলচর আসছেন হিমন্তবিশ্ব

শিলচর (অসম)৯ মার্চ (হি.স.) : শিলচর সহ বরাক উপত্যকার বিভিন্ন আসনে প্রার্থিত্বকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট ক্ষোভ, বিক্ষোভ, প্রতিক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ড্যামেজ কন্টোন আচমকা আজ (মঙ্গলবার) সন্ধ্যায় শিলচরে আসছেন নর্থ-ইস্ট ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স (নেডা)-এর আহ্বায়ক তথা অসমের বহু দফতরের মন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

গেরুয়া দলের মনোনয়ন প্রদানকে কেন্দ্র করে শিলচর সহ বরাকের বিভিন্ন আসনে বিজেপির কার্যকর্তা ও বিভিন্ন স্তরের নেতার মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে শিলচর আসনে বিদ্যমান বিধায়ক দিলীপ কুমার পালকে বঞ্চিত করে নতুন মুখ দীপায়ন চক্রবর্তীকে প্রার্থী করেছে দল। এই বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী কবীন্দ্র পুরকায়স্থের ছেলে কণাদ পুরকায়স্থের টিকিটপ্রাপ্তির বিষয় প্রায় পাকাপোক্ত ছিল। তাঁকেও বঞ্চিত করায় দলীয় একাংশ নেতা-কর্মীদের মধ্যে প্রবল ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। দলীয় প্রার্থিত্বের তালিকা প্রকাশের পর প্রত্যাশিত সুযোগ্য ব্যক্তিরা টিকিট বঞ্চিত হওয়ায় তীব্র ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বরাক উপত্যকাজুড়ে।

শিলচরের বিধায়ক দিলীপ পাল ক্ষোভে নির্দল হয়ে ভোটে লড়তে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। এদিকে দলীয় শীর্ষ নেতা মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল, অর্থমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা, প্রদেশ সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাস, প্রদেশ সাংগঠনিক সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ শর্মা সহ শিলচরের সাংসদ রাজদীপ রায়ের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ ব্যক্ত করে নিজের ছেলে কণাদ পুরকায়স্থের টিকিট বঞ্চনার জন্য সংশ্লিষ্ট শীর্ষ নেতাদের বিভিন্নভাবে দায়ী করে ইতিমধ্যে সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন কবীন্দ্র পুরকায়স্থ।

সাংবাদিক সম্মেলন করে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে দলের প্রতিষ্ঠাতা তথা পিতামহ কবীন্দ্র পুরকায়স্থ বলেন, হিমন্ত-সর্বারা ভুয়ো আশ্বাস দিয়ে তাঁর সঙ্গে গভীর প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। এদিকে সাংসদ রাজদীপের বাবা বিমলাংশু রায়কে (প্রয়াত) বিধায়ক বানিয়েছিলেন কবীন্দ্র পুরকায়স্থ। কিন্তু এর প্রতিদানে কণাদের টিকিট কাটতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন রাজদীপ রায়। এভাবে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন কবীন্দ্র পুরকায়স্থ। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দীপায়ন চক্রবর্তীকে নিয়ে দল বস্তুত বেকায়দায় পড়েছে। বর্তমানে শিলচর আসনে প্রার্থীকে জিতিয়ে আনা বিজেপির কাছে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিলচরে দিলীপ কুমার পাল নির্দল হয়ে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্তের পাশাপাশি কাটিগড়ার অমরচাঁদ জৈন এবং বড়খলার কিশোর নাথরা সংঘবদ্ধভাবে শিলচরের প্রার্থীকে পরাস্তের দিকে ঠেলে দিয়ে নিজেদের চাপা ক্ষোভ প্রদর্শন করতে পারেন। এমন আশঙ্কার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে দলীয় একাংশ কর্মী-নেতা তথা রাজনৈতিক অভিজ্ঞ মহলে।

আর সেজন্যই বস্তুত দলীয় নেতাকর্মীদের ড্যামেজ কন্টোলে মঙ্গলবারে সন্ধ্যায় শিলচর আসছেন হিমন্তবিশ্ব শর্মা। শিলংপট্টির স্বাগরিকা হোটেলে এক সভার পর দলীয় কর্মী সমর্থকদের নিয়ে পদযাত্রা করে ইটখলার পার্টি অফিসে উপস্থিত হয়ে দলীয় কার্যকর্তাদের সাথে আলোচনায় বসার কথা রয়েছে হিমন্তের। জানা গেছে, রাত কাটাবেন শিলচরেই। এরই মধ্যে রাতে কবীন্দ্র পুরকায়স্থ ও দিলীপ পালদের মান ভঞ্জনে যেতে পারেন তাঁদের বাড়িতে। স্পর্শকাতর বিষয়টি নিয়ে দলীয় কর্মীমহলে প্রবল কৌতূহল পরিলক্ষিত হচ্ছে। হিমন্তবিশ্ব শর্মার আগমনের অপেক্ষায় গ্রাম কাছাড়ের দলীয় নেতারা ছুটে আসছেন শহরে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।